শ্রীগৌর-উপদেশামৃত।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীমধুসূদন দাস-অধিকারী-কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

এলাটী পোঃ, হুগলী।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ।

শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী কার্য্যালয়।

আনন্দাশ্রম, এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

কলিকাতা;

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, "বাণী-প্রেসে"

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৬ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা, ডাঃ মাঃ ৷৶০ আনা।
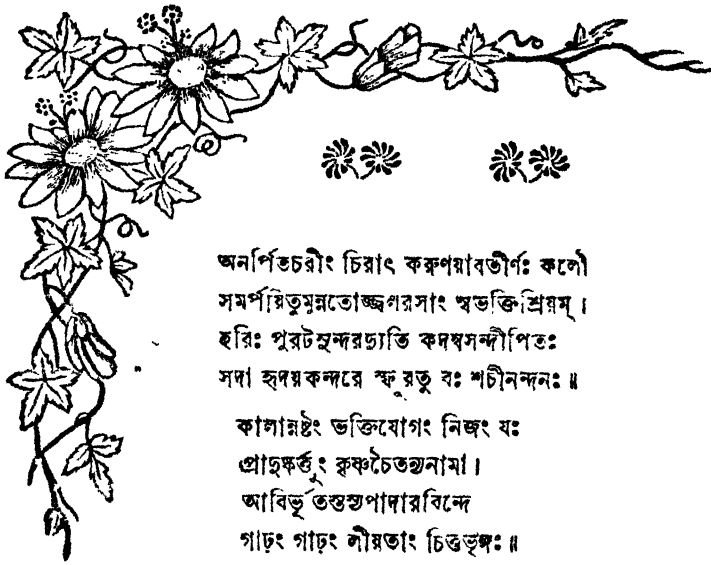
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

ভূমিকা।

ভুবন-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল মধুর লীলারস-সম্বলিত শ্রীগ্রন্থ সমূহের মধ্যে "শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" এই দুই শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বেদবৎ নিত্য পূজিত ও সমাদৃত। এই দুই শ্রীগৌরলীলার মহোদধির মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত উপদেশ-রত্ন কোথায় কি ভাবে নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে অনেক সময়ে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এজন্য উক্ত দুই শ্রীগ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তিগুলি যথাসাধ্য বিচার বিশ্লেষণ সহ একত্র সঙ্কলিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া, নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও কেবল আত্মশোধন প্রয়াসে এই শ্রীগ্রন্থখানি সঙ্কলিত করিলাম। বিশেষতঃ দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ জীবশিক্ষার নিমিত্ত যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বেদবিধি অপেক্ষাও অধিক মাননীয় ও নিত্য প্রতিপাল্য। ভক্তগণ যাহাতে এই উপদেশ-রত্নগুলি একাধারে সহজে লাভ করিতে পারেন, এই গ্রন্থ প্রকাশের উহাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলায় যে সমস্ত উপদেশ নিহিত আছে, এই প্রথম-খণ্ডে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল তত্ত্ব-কথা পাঠ অনেক সময়ে নীরসবোধ হইয়া থাকে ; তজ্জন্য তত্ত্বাংশের সহিত তৎসংশ্লিষ্ট লীলারসের সমাবেশ করিয়া তত্ত্বাংশগুলিকে অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য ও মধুর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, সে বিচারের আবশ্যক করে না। "শ্রীভগবানের লীলারস নিষেবণ ব্যতীত দুরিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের ভবসমুদ্র-পারের অন্য প্লব নাই।" এই ভরসায় আমি অধম এই লীলারসরসিত "শ্রীগৌর-উপদেশামৃত" সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপদেশ ও উক্তিগুলি সাধারণের সুবোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে বিশদভাবে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। যদিও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিশুদ্ধি রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বত্র মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হইয়াছে, তথাপি মাদৃশ ক্ষুদ্রমতি অল্পজ্ঞের পদে পদে ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটী ঘটিবার সম্ভাবনা। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তজ্জন্য অপরাধ গ্রহণ

না করিয়া গ্রন্থখানি সদয়-হৃদয়ে সংশোধন করিয়া লইয়া পাঠ করিলে আমি সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ ও সুখী হইব।

আদিলীলা অপেক্ষা মধ্যলীলাতেই শ্রীমহাপ্রভুর অনন্ত উপদেশ নিহিত আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা যথাসাধ্য সংগ্রহ ও আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। অতএব সহৃদয় ভক্তমণ্ডলীর কৃপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করি। ইতি।

পশ্চিম পাড়া,
এলাটী পোঃ, জেলা হুগলী;
সন ১৩১৬ সাল।

বৈষ্ণবসেবকাভাস
শ্রীমধুসূদন দাস-অধিকারী

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীগৌর-উপদেশামৃত।

প্রথম লহরী।

বাসন্তী পূর্ণিমার স্নিগ্ধ-সন্ধ্যায় যখন পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল কান্তি ধরণি-বক্ষে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সেই শুভতিথিতে—সেই শুভক্ষণে প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-প্রবাহে ধরা-বক্ষ প্লাবিত করিবার নিমিত্ত শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রাঙ্গন-স্থিত নিম্বতরুতলে ক্ষুদ্র-কুটিরে শ্রীশচীমাতার পবিত্র অঙ্কে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। যখন অকলঙ্ক শ্রীগৌর-চন্দ্রের উদয় হইল তখন সকলঙ্ক গগণ-চন্দ্রের আর গৌরব কি? এই ভাবিয়াই যেন রাহু ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রকে গ্রাস করিলেন। তখন—

> "সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
> উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
> অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়॥
> হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥" চৈঃ ভাঃ।

চন্দ্রগ্রহণ দর্শনে শ্রীহরিনামের মঙ্গলময় ধ্বনি তখন কোটি কোটি কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল। আর সেই শ্রীনাম কীর্ত্তনের মধুর তরঙ্গের কল্লোল-কোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কি এক অলৌকিকী শক্তির প্রভাবে স্বতঃই "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ত্রিজগৎ যেন উল্লাস-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেল। সে সময়ে—

> "শঙ্খ দুন্দুভী বাজে পরম হরিষে।
> জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥" পঃ কঃ।

আর—

> "অনন্ত ব্রহ্মাশিব, আদি করি যত দেব,
> সবাই নররূপ ধরিয়ে।

গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লক্ষিতে কেহ নাহি পারে রে ॥" চৈঃ ভাঃ।

জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা বিদূরিত করিতে দয়াল হরি ভুবন মাঝে অবতীর্ণ হইলেন, এই শুভ্র—সমাচার জগমাঝে ঘোষণা করিবার নিমিত্তই যেন বিধির ইচ্ছায় চন্দ্রে গ্রহণ সংযোগ হইল। আর অমনি—

অভূদ্গেহে গেহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরম মধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবে প্রতিগৃহ হরিসঙ্কীর্ত্তন রবে পূর্ণ হইয়া উঠিল, প্রতিদেহই প্রবৃদ্ধ-প্রেমভরে বিপুল রোমাঞ্চ ও প্রেমাশ্রু-ধারায় পরিশোভিত হইল এবং বেদের অগোচর মধুর হইতেও সুমধুর প্রেমোৎকর্ষ প্রকটিত হইল।

তখন যে কেবল হিন্দু নরনারীই হরি হরি ধ্বনিতে গগন মাতাইয়া ছিলেন তাহা নহে, উপহাস চ্ছলে অহিন্দুগণও হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছিল। যথা-

"প্রসন্ন হইল যত জগতের মন।
হরি বলে হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥" চৈঃ চঃ।

আহা! দয়াল প্রভু এই পাপ-তাপ দগ্ধ বঙ্গদেশকে—শুধু বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতভূমিকে, চিরানর্পিত প্রেমভক্তি-বীজ বপনের উপযোগী সুনির্ম্মল ও সরস করিবার নিমিত্তই যেন এইরূপে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি নামের বিশ্বপ্লাবি-সুধালহরী প্রবাহিত করিলেন। তাই শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন –

সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে যাহা করেন প্রচার ॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কলিযুগ ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন জগতে প্রবর্ত্তিত হইলেন। মনুষ্যদিগের স্বভাব অনুসারে যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহা ইহকালে ও পরকালে তাঁহাদের সুখের হেতু বলিয়া যুগধর্ম্ম

নামে অভিহিত। এই কলুষ-প্রধান কলিযুগে সুমধুর শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই যে যুগধর্ম্ম—ইহা ব্যতীত পতিত কলির জীবের যে কোনই উদ্ধারের উপায় নাই তাহা তত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিগণ শাস্ত্রে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পদ্ম পুরাণে উক্ত আছে—

সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরের্ণামকীর্ত্তনং।
পরং স্বস্ত্যয়নং নৃণং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হে নারদ! কলিযুগে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র স্বস্ত্যয়ন ও সত্য, তদ্‌ব্যতীত মনুষ্যদিগের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে শ্রীহরির ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পূজন, দ্বাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে শ্রীহরি কীর্ত্তন হইতেই জীবের ভববন্ধন মোচন হইয়া থাকে।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবং॥

সত্য যুগে বহু ক্লেশ-সাধ্য ধ্যানযোগ করিয়া, ত্রেতা যুগে নানাবিধ দুঃসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপর যুগে বহুবিধ অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল হয়, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সেই ফললাভ হইয়া থাকে।

তথাহি স্কন্দপুরাণে।—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরি-কীর্ত্তনং।
কলৌযুগে বিশেষেণ বিষ্ণু প্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥

এসংসারে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই সর্ব্বোত্তম তপস্যা। অতএব কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির নিমিত্ত বিশেষরূপে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

এইজন্যই বৃহন্নারদীয় পুরাণে গুরুগম্ভীর স্বরে বিঘোষিত হইয়াছে—

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিযুগ ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন এতকাল ভক্তির গৌণাঙ্গ সাধন ছিল,

কিন্তু করুণার ঠাকুর শ্রীগৌরহরি, অবতারের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্য ভজনরূপে উপদেশ দান করিয়া জীবের উপাসনার পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যুগধর্ম্ম প্রচার যুগাবতারের কার্য্য; তবে শ্রীগৌর ভগবান স্বয়ং কেন প্রচার করিলেন? ইহা বিচিত্র নহে। কেননা-

"সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যার যেন মতি॥" চৈঃ চঃ

ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ অবতারী অর্থাৎ সকল অবতারের বীজ। তিনিই যখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ তখন তাঁহাতে সকলই সম্ভব হয়। অবতারীতে শক্তি-সকল পূর্ণরূপে প্রকাশিত এবং সকল অবতারই তাঁহাতে অবস্থিতি করেন।—

"পূর্ণ ভগবান অবতারে যেইকালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে॥" চৈঃ চঃ

অতএব অবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব কালে যুগাবতার তাঁহাতে মিলিত হইয়াই যুগধর্ম্ম শ্রীহরি নাম সঙ্কীর্ত্তন জগতে প্রচার করেন।

ভুবন তারিতে প্রভু যে একাকীই অবতীর্ণ হইলেন তাহা নহে, নিজ পরিকরগণকেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবতীর্ণ করিয়া স্বয়ং জাহ্নবী-মেখলা শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে—

"আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেনে জন্মায়েন দূরে॥" চৈঃ ভাঃ

কুতার্কিক পাষণ্ডের কৈতব কদাচারে, দুর্জ্জনের দাম্ভিকতায় এবং রাজপুরুষগণের প্রবল অত্যাচারে তখন নবদ্বীপ এরূপ ঘোর অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেস্থান স্বয়ং শ্রীভগবানের অবতার ভিন্ন কিছুতেই জীবের সুখশান্তির সম্ভাবনা ছিলনা। তাই কুসুম-কোমল-হৃদয় শ্রীগৌরহরি সেই পাষাণ-কঠোরতার মধ্যে সুপ্রকট হইলেন।

আবার ব্রজলীলায় শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য্যলাভে যেরূপ সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন, শ্রীজাহ্নবী সে সৌভাগ্যে বঞ্চিতা হইয়া এতদিন বড়ই দুঃখিতা ছিলেন। প্রেমাবতংশ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া দেবীর সেই চির-পোষিত

মনোহভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্তই যেন পবিত্র সুরধুনী তীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্রজের সেই নিগূঢ় প্রেমলীলা প্রকটন দ্বারা গঙ্গার গৌরব-গরিমা বর্দ্ধিত করিলেন। যথা—

"বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥
কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।
নিরবধি গঙ্গা এই করেন শালঘ্য॥
যদ্যপিও গঙ্গা, অজভবাদি বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥" চৈঃ ভাঃ

ব্রজ-বিপিন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের পাদ-বিধৌত করিয়া শ্রীযমুনা যে সৌভাগ্যলাভ করিয়া কৃতার্থা হইয়াছিলেন শ্রীজাহ্নবী নবদ্বীপে সেই সৌভাগ্যলাভ করিয়া তীর্থোত্তমা হইয়াছেন। গঙ্গার মহিমা সর্ব্ব যুগেই আছে কিন্তু তদপেক্ষা কলিতে যে অধিক মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে কেবল শ্রীনবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরহরির পদ-স্পর্শে, সন্দেহ নাই।

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে শ্রীনবদ্বীপকে ভক্তি-কেন্দ্র করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র স্বীয় ভক্তগণকে প্রকট হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। বিশেষতঃ—

"যেযে দেশে গঙ্গা হরিনাম বিবর্জ্জিত।
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥"

সেই সকল অধন্য কুৎসিত দেশে একএকজন ভুবন-তারণ-ক্ষম ভাগবতকে প্রকট করিয়া সেই সেই দেশের অধম পতিতগণের উদ্ধারের মঙ্গলময় পথ পরিষ্কৃত করিলেন। কেননা—

"যে দেশে যে কুলে ভাগবত অবতার।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তার॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥" চৈঃ ভাঃ

যিনি যেখানেই অবতীর্ণ হউন না কেন, সকলেই শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া

প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনবদ্বীপের দার্শনিকতার শুষ্ক-মরু-বক্ষে যে প্রেমভক্তির উদ্দাম লহরী তুলিয়াছিলেন, ভুবন-পাবন ভক্তগণের হৃদয়ভরা ভক্তি-সরিৎ সম্মিলনে তাহা আরও প্রবলতর বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় লহরী।

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রাকৃত জীবের চক্ষে লৌকিকী লীলার ন্যায় প্রতীত হইলেও অপ্রাকৃত ও ঈশচেষ্টা মিশ্র। প্রভু দুগ্ধ পোষ্য শিশুরূপে শ্রীশচীমাতার পবিত্র ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া ক্রন্দনেরছলে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। আহা! সেভাব কি মধুর! কি বিস্ময়কর!!

"বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব-বন্ধুজন॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম গৌরহরি॥" চৈঃ চঃ।

শিশু স্বভাবে প্রভু যখন রোদন করেন, তখন করতালি দিয়া "কৃষ্ণ হরি" নাম কীর্ত্তন করিলে প্রভু প্রবোধ মানিয়া থাকেন। যে অবলা কুলবধূগণ আবক্ষ বিলম্বি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অতি প্রয়োজনীয় কথাটী কহিতেও সঙ্কুচিতা হন, তাঁহারাও দেবদুর্ল্লভ বাৎসল্যরসে আপ্লুতা হইয়া মুক্ত কণ্ঠে করতালি দিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দয়াল প্রভু সুকুমার শৈশব-স্বভাবে রোদন লীলার ছলে পুরকামিনীগণকে শ্রীহরিনামের অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিলেন। আহা! এমন করুণাবতার প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণ ভরিয়া না ভালবাসিয়া, তাঁহার ভবভয় খণ্ডিত শ্রীচরণ-কমলে ভক্তিভাবে দেহমন সমর্পণ না করিয়া আমরা সর্ব্বদা অলীক অভিমানে স্ফীত এবং বিলাস-সুখ বিভ্রমে বিমুগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দুরতিক্রম্য অধোগতির পথে অগ্রসর হইতেছি। আমরা কি ভ্রান্ত! আমাদের স্থূল-

দেহে আত্মবোধ ও মমতা আছে বলিয়াই আমরা প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানকে ভুলিয়া এই অসার সংসারে মজিয়া আছি এবং নিজেকে কর্ম্মের কর্ত্তা ও ফল ভোক্তা মনে করিয়া নিত্য সুখের আশায় দুঃখের জ্বালায় অধীর হইতেছি। হায়! এই দুঃখের নিদান,—বিলাসের রঙ্গভূমি স্থূলদেহ কি? —এই যে স্নেহ পালিত, সুখ-বর্দ্ধিত সুকুমার নশ্বর দেহ,—এই যে মনিকাঞ্চনরত্নালঙ্কার বিভূষিত সুচারু-দর্শন দেহ, যাহাতে ধূলি স্পর্শ করিলে শতবার সুবাসিত জলে ধৌত করি, ইহারই নাম স্থূলদেহ। ইহা কি? দয়াল শ্রীগৌরহরি বাল্য-লীলাতে এই দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সুমীমাংসা করিয়া জীবকে সুন্দর আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দান করিয়াছেন।

একদিন শ্রীশচীমাতা বাটা ভরিয়া খই সন্দেশ প্রভুকে খাইতে দিয়া গৃহ-কর্ম্ম সমাপন করিতে গেলেন। প্রভু তাহা না খাইয়া লুকাইয়া মাটি খাইতে লাগিলেন। শ্রীশচী মাতা তাহা দেখিয়া "হায় হায়" করিয়া ছুটিয়া আসিয়া মাটি কাড়িয়া লইলেন। বলিলেন—"নিমাই! মাটি খাও কেন?" প্রভুর প্রফুল্ল নয়ন-কমল অশ্রুভারে ছল ছল করিতে লাগিল। এ ভাব স্বভাবিক। শিশু জননীর অলক্ষ্যে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে, জননী তাহা দেখিতে পাইয়া সহসা নিকটে আসিয়া যদি সে কর্ম্মের প্রতিবাদ করেন, অনুযোগ না করিলেও শিশু তখন কাঁদিয়া ফেলে। প্রভুও সেইভাবে সাশ্রু-নয়নে ধরা ধরা কণ্ঠে কহিলেন—

-কেনে কর রোষ
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহ মাটি কি ভেদ বিচার॥
এহো মাটি ভক্ষ্য মাটি দেখহ বিচারি।
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি॥" চৈঃ চঃ।

দেহাভিমানীরা এই রক্তমাংসাস্থি বিশিষ্ট স্থূল লিঙ্গ দেহকে "আমি" উপ-লব্ধি করিয়া ভ্রমাত্মক সংস্কারে আচ্ছন্ন; এই জন্যই তাহারা দেহের কোন সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই আকুল হইয়া উঠে। বাস্তবিক এ দেহ "আমি" নহে। কেননা, এই দেহই যদি "আমি" হয় তাহা হইলে

দেহ ধ্বংস হইলেই "আমির" অস্তিত্বও বিলোপ পাইত। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মানুষ যখন প্রতিনিয়ত পুণ্যের পারিজাত-সৌরভের জন্য লালায়িত এবং পাপের প্রাণ-পীড়ন ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক রহিয়াছে; তখন জন্মান্তর যে আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যদি দেহ ধ্বংসের সহিত "আমিরও" ধ্বংস হইত তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম-পাপপুণ্য ও সদসৎ ইত্যাদির কিছুই বিচার থাকিত না। পরজন্মে কৃত-কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্তই তো জীবের এরূপ আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা। সুতরাং পুনর্দ্দেহ ধারণ অবশ্যম্ভাবী। আবার এই পরিদৃশ্যমান স্থূলদেহের অতীত কোন সূক্ষ্মদেহে "আমির" অস্তিত্ব না থাকিলে দেহান্তর গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব এই দেহ যে উপাদানে নির্ম্মিত, "আমি" সে উপাদানের নহি একণে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। এই স্থূলদেহের উপাদান কি? তাহা লিখিত হইতেছে। তদ্‌যথা—

"পঞ্চাত্মকং পঞ্চসু বর্ত্তমানং
ষড়াশ্রয়ং ষড়্‌গুণ যোগযুক্তম্।
তং সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনিং
চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্॥ সাংখ্যকারিকা।

মানবের স্থূল দেহ, ভূমি-জল-অনল অনিল ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক এবং এই পঞ্চভূতেই বর্ত্তমান, ইহা কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর এই ষড়রসের আশ্রয় এবং ষট্‌স্বর মিলিত গানাদি কাল-যুক্ত। এই দেহে রস- রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু ও বাত-পিত্ত-কফ (অথবা নখ, রোম, কেশ) এই ত্রিবিধ মল বিদ্যমান আছে। ইহা মাতা পিতার যোনি হইতে উৎপন্ন এবং চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার্য্য বস্তুর বিকার বিশেষ।

প্রধানতঃ পঞ্চভূতই বদ্ধজীবের স্থূলদেহকে গঠন করে। বিচার কর, দেখিবে—এই দেহের মধ্যে আকাশ ও তজ্জাত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়; বায়ু ও তজ্জাত চলন, বলন, ধারণ, প্রসারণ ও আকুঞ্চন, তেজ ও তজ্জাত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও কান্তি; জল ও তজ্জাত অস্থি, মাংস, ত্বক, নাড়ি ও রোম, এই সকল পদার্থ রহিয়াছে। ইহাদের সমষ্টিই স্থূলদেহ নামে অভিহিত।

আবার পঞ্চভূতের গুণ শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ কারণান্বয়হেতু কার্য্যে মিলিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আকাশাদি চারি পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ ভূমিতেই দৃষ্ট হয়। আর আমাদের স্থূল লিঙ্গ দেহেও এই সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই, কলি-পাবন শ্রীগৌরহরি দেহকে মাটির বিকার বলিয়াছেন। মৃদ্‌ভাণ্ড যেমন মৃত্তিকার বিকার, আমাদের এই অন্নময়-কোষ স্থূলদেহ-ভাণ্ডও সেইরূপ মাটির বিকার। ইহা—

পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্য্যাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে ॥

পঞ্চদশী।

অর্থাৎ ইহা পিতার ভুক্তান্ন জাত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন এবং অন্নদ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব এই দেহ অন্নের বিকার অর্থাৎ রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার এই অন্নও মাটির বিকার মাত্র। তাই প্রভু বলিয়াছেন—"খই সন্দেশাদি যত অন্ন সকলই যেমন মাটির বিকার, তখন আপনিই তো আমাকে মাটি খাইতে দিলেন, ইহাতে আমার দোষ কি? এবং মাটি খাইতেছি বলিয়া রাগই বা করিতেছেন কেন? বিচার করিয়া দেখুন, এ দেহও মাটি; এবং এই দেহের পোষক যে ভক্ষ্যবস্তু তাহাও মাটি!— সংসারের সকলই মাটি!! অতএব অবিচারে যদি আমাকে দোষ দেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আর কি বলিতে পারি?"

ভগবান্ কপিল যেরূপ জননীকে জ্ঞান যোগ উপদেশ দিয়াছিলেন প্রেমাবতার শ্রীগৌর-ভগবান্‌ও সেইরূপ শ্রীশচীমাতাকে অতি বিনীত ভাবে এই জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিলেন। শ্রীশচীমা শিশুর মুখে এই অদ্ভুত জ্ঞানযোগের কথা শুনিয়া অন্তরে অতীব বিস্মিতা হইলেন—বলিলেন—"বাপ! মাটি খাইতে যোগোপায় তোমাকে কে শিখাইল?———

"মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটির বিকার ঘটে পানিভরি আনি।
মাটি পিণ্ড ধরি যবে শোষি যায় পানি॥" চৈঃ চঃ

দেহ মাটির বিকার, সুতরাং মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পরিপুষ্ট হইবে। নতুবা মাটি খাইলে যে পীড়া হইয়া দেহ ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই

দেখনা—মাটির বিকার ঘট জল ভরিয়া আনিতেছি কিন্তু মাটির-পিণ্ড জলে ডুবাইলে জল শোষিয়া যায়।"

প্রভু আত্মগোপন করিয়া চাঁদ মুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"এবেত জানিনু মাতা আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা যবে লাগিবে তোমার স্তন দুগ্ধ পিব॥"

শ্রীশচীনন্দন এইরূপে মৃদ্ ভক্ষণছলে অজ্ঞান-কলুষিত জীবকে অতি মধুর তত্ত্বোপদেশ দান করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এ দেহ মাটির বিকার। যাহা কোন এক বস্তুর বিকার তাহা সত্যবস্তু নহে। অতএব এদেহ নশ্বর ও মিথ্যা। যথা—

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতৈ র্যোদেহো নির্ম্মিতো ভবেৎ।
স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ভূম্যাদি পঞ্চভূতে যে স্থূল দেহ নির্ম্মিত, তাহা কৃত্রিম ও নশ্বর এবং তাহা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

কিন্তু আমরা এমনই ভ্রান্ত, এই স্থূল দেহটাকেই আত্মা জ্ঞান করি, আত্মা যে কি বস্তু বুঝিতে পারি না। এই দেহের অতিরিক্ত যে চৈতন্যরূপী তাঁহার নামই আত্মা! আত্মা নিত্যবস্তু, ইহার ক্ষয় নাই বৃদ্ধিও নাই। জরা মরণ রোগ, শোক ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা এই আত্মতত্ত্ব না বুঝিয়াই স্থূল দেহ বিয়োগে মৃত্যু মনে করিয়া কাতর হই এবং নূতন দেহ পরিগ্রহকেই জন্ম বলিয়া আনন্দানুভব করি। বাস্তবিক ইহা অজ্ঞানতা প্রকাশ মাত্র। কেননা—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা।

মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেইরূপ জীবাত্মা এই জীর্ণ পাঞ্চভৌতিক দেহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন কলেবর গ্রহণ করেন। অতএব দেহ যখন মিথ্যা তখন দেহ সম্বন্ধীয় সুখ-দুঃখও মিথ্যা বুঝিতে হইবে। কর্ম্মজড় বদ্ধজীব এই অবাস্তব সুখে দুঃখে অভি-

ভূত হইয়াই সংসারে উদ্ভ্রান্ত ভাবে বিচরণ করিতেছে। তাই বলি, ভ্রান্ত জীব! এই ক্ষণ ভঙ্গুর নশ্বর মাটির বিকার দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরাগতি লাভের চরণপদ্ম অন্বেষণ কর। যে রমণীয় যৌবন-শ্রীহৃদয়-সরোবরে কত অতৃপ্ত সুখ-লালসার লহরী সৃজন করিতেছে, বলদেখি, তাহা কতিপয় দিবস-স্থায়িনী কি না? নলিনীর নয়ন-রঞ্জিনী শোভা যেমন প্রভাতে উন্মেষিত হইয়া মধ্যাহ্নে বিকসিত হয় এবং সায়াহ্নে সন্ধ্যার আবিলতা সংস্পর্শে ম্লান হইয়া যায় এই অশেষ ব্যাধি-সঙ্কুল মাটির-পুতুল দেহের অবস্থাও কি তদ্রূপ নহে? এই আছে, দেখিতে দেখিতে ধূলির শরীর ধূলিতে মিশাইয়া যাইবে। অতএব ভাই! দেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া দেহের অতিরিক্ত যে "আমি" কি বস্তু এবং সেই "আমির" বা আমার কর্ত্তব্য কি অবধারণ কর; নতুবা এই ভয়াবহ ভব-সিন্ধুপারের উপায় নাই। আত্মতত্ত্ব না জানিতে পারিলে উপাসনার কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না। সুতরাং জীবমাত্রেই প্রথমতঃ আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ অজ্ঞানান্ধ জীব স্থূল দেহটাকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, এই ভ্রমাত্মক সংস্কার বিদূরিত করিবার নিমিত্তই যেন পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বাগ্রে এই সারতত্ত্ব উপদেশ দান করিলেন। অতএব মূঢ় জীব! অকপট বিশ্বাসে ভুবন-পাবন শ্রীশচীনন্দনের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ কর, অনায়াসে পরম পুরুষার্থ নিগূঢ় প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। পরিব্রাজক চূড়ামণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—

> "অরে মূঢ়া গূঢ়ং বিচিনুত হরের্ভক্তি পদবীং
> দবীয়স্যা দৃষ্টাপ্যপরিচিত পূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ।
> ন বিশ্রম্ভ চিত্তে যদি চ দোল্ল্যভামিব তৎ
> পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজতঃ শরণং গৌরচরণং॥

মূঢ়গণ! যাহা বেদাদির গোপনীয় এবং দুরদৃষ্ট বশতঃ ব্যাসাদি মুনিজনও পূর্ব্বে যাহার পরিচয় অবগত ছিলেন না, তোমরা সেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় মনোহর ভক্তিমার্গের অনুসন্ধান কর। 'তাহা অতি দুর্লভ বস্তু, কি প্রকারে লাভ হইবে?' মনে যদি এরূপ অবিশ্বাসই জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার উপায় বলি শুন,—সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই পতিত-প্রেমদ শ্রীগৌর হরির শ্রীচরণে শরণাগত হও।

তৃতীয় লহরী।

অন্ধ নিশার তিমির-তরঙ্গময় বিশালবক্ষ সহসা শারদ জ্যোৎস্নাফুল্ল পূর্ণ শশীর উদয়ে যেমন হয়, অকস্মাৎ করুণাবতার শ্রীগৌর-চন্দ্রের উদয়ে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন বঙ্গভূমিও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যাহাদের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান-ব্রত, বেদাধ্যয়ন ও সদাচারাদি কিছু-মাত্র ছিলনা, সেই সাধনমাত্র-রহিত পাপাসক্তগণও পাপপুঞ্জ-ক্ষয়ে প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া পুরুষার্থের শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইল। আহা! সহজে এমন ব্রহ্মাদি দেব-দুর্ল্লভ প্রেমলাভ আর কোন অবতারেই হয় নাই। সুতরাং এমন সর্ব্বাবতার-সার শ্রীচৈতন্য-চরণারবিন্দের কৃপা-মকরন্দ-লালসায় যাহার মন-মধুপ মুহূর্ত্তের জন্যও উন্মত্ত না হইল তাঁহার সুধা-সার-বিনিন্দন শ্রীনামরসাস্বাদনে যাহার পরকুৎসা-পরিরত পাপরসনা ভুলেও কখন আগ্রহ প্রকাশ না করিল,—তাঁহার অতুল গুণ-গরিমা গান শ্রবণে যাঁহার অঙ্গ উদ্দাম পুলকভরে কণ্টকিত না হইল তাহাকে ধিক্। তাদৃশ ব্যক্তি অগণ্য মহৎ পুণ্যাচরণ করিলেও এবং অনন্য-হরিভজন-পরায়ণ হইলেও তিনি যখন কলির উপাস্য দেবতা শ্রীগৌরভগবানের উপাসনা বিহীন তখন তিনি যে অধন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসী কুলগুরু শ্রীপাদ-প্রবোধানন্দ প্রভুর চরণ-সরোজের কৃপা-মকরন্দ পানে কৃতার্থ হইয়া বলিয়াছেন।—

> ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদন পরিফুল্লান্ জড়মতীন্
> ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ধিগ্বিকট তপসো ধিকৃচ যমিনঃ।
> কিমেতান্ শোচামো বিষয় রসমত্তান্নরপশূন্
> ন কেষাঞ্চিল্লে শোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ॥

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের যথার্থতত্ত্ব-তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া যাঁহারা "আমিব্রহ্ম" এই মাত্র তত্ত্বজ্ঞানে প্রফুল্লমুখ সেই নির্ব্বেদ ব্রহ্মজ্ঞানীগণকে ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মাসক্ত জড়মতি যাঁহাদের চিত্ত যথার্থ পরমার্থানু-সন্ধানে বিবেক শূন্য, অথচ প্রাকৃত মায়িক নশ্বর সুখলেশ অনুসন্ধানে

সদা নিরত, সেই কর্ম্মীগণকেও ধিক্, যাঁহারা দুঃসহ নিদাঘ সময়ে তীব্র তপন-তাপ ও বর্ষায় অবিরাম বৃষ্টিধারা অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করেন এবং অবিসহ্য শীতে জলে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিতি করেন, এরূপ ঘোর তপঃ-ক্লেশ-সহিষ্ণু জপধ্যানাদি পরায়ণ উৎকট তপস্বীগণকেও ধিক্ এবং যাহারা সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে বশীভূত করিয়াছেন সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্; যেহেতু ইহাঁদের মধ্যে কেহই শ্রীগৌর-পদকমল মকরন্দের বিন্দু লেশও প্রাপ্ত হন নাই, হায়! এই সকল বিষয় রসপ্রমত্ত পশুবৎ অজ্ঞান মানবগণের অবস্থা দর্শনে বাস্তবিকই বড় দুঃখ হয়।

পূর্ব্বজন্মের পুণ্যপুঞ্জ প্রভাবেই এ হেন শ্রীগৌর-ভগবানের ভুবনবন্দ্য পদারবিন্দ ভজনে জীবের অনুরাগ জন্মে। শ্রীভগবানের কৃপা-লেশ প্রাপ্ত না হইলে কি জীব শ্রীগৌর লীলার মধুরিমার মহীয়সীশক্তি কখন অনুভব করিতে পারে? না তাঁহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারে? যাঁহারা জন্মে জন্মে শ্রীভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া তদীয় দাসত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; ভক্ত বৎসল সেই স্বভক্তগণের নিকট কখনই আত্ম গোপন করিতে পারেন না। ভক্তের নিকট ভগবানের স্বাধীনতা কোথায়? শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ। শ্রীভা।

আমি ভক্ত পরাধীন; সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য অর্থাৎ আমি স্বতন্ত্র হইয়াও স্বেচ্ছায় ভক্ত-পরতন্ত্রী।

একদা এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিশ্র মহাশয় অতিথি ব্যবহারে তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন। ব্রাহ্মণ ষড়াক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তিনি যথা সময়ে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে বসিলেন দয়াল প্রভুর ইচ্ছা তাঁহাকে কৃপাদর্শন দিবেন, তাই, ধ্যানমাত্র প্রভু তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেই নিবেদিত অন্ন একগ্রাস গ্রহণ করিলেন। মিশ্র মহাশয় প্রভুর এই আচরণবালি সুলভ-চপলতা মনে করিয়া প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইলেন। বিপ্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। বলিলেন—"মিশ্র!

"কোন জ্ঞান বালকে মারিয়া কিবা কার্য্য॥
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে, মারি-তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে॥ চৈঃ ভাঃ

মিশ্র পরম দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে পুনশ্চ ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান মাত্র শ্রীশচীনন্দন প্রভু ব্রাহ্মণের সেই নিবেদিত অন্ন আবার গ্রহণ করিলেন! এইরূপে তৃতীয় বার প্রভুকে অন্ন গ্রহণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তখন দয়াল প্রভু চাঁদ মুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"—ওহে বিপ্র তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আসি, আসি তোমা স্থান॥"

ভাগ্যবান বিপ্র বিস্ময়-বিহ্বল নয়নে প্রভুর দিকে চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নয়ন মন বিভোর হইয়া গেল। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান মার্গে যাঁহার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন সেই হৃদয়ের আরাধ্য দেবের শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

"অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন॥"

অনন্তর করুণাসাগর শ্রীগৌর সুন্দর তাঁহার অঙ্গের উপর শ্রীকর-কমল অর্পণ করিলেন। প্রভুর সেই শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র চেতনা লাভ করিয়া বিপুল আনন্দাবেশে স্তম্ভিত হইলেন। অঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবাবলী পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তখন প্রভু সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—

"এ কে তো আমার তুমি জন্মেজন্মে দাস।
দাস বিনা অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥"

শ্রীভগবান যখন ধরা-ধামে অবতার রূপে প্রকট হন, তখন তিনি স্বয়ং "আমিই অবতার" এরূপ প্রকাশ করেন না। শ্রীভগবদ্ভক্ত মহানুভব মুনিগণ তাঁহার জীব-অগোচর অপ্রাকৃত আকৃতি প্রকৃতি ও রূপ মাধুর্য্য এবং অলৌ-

কিক কার্যাবলী দর্শনে তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া নিরূপণ করেন। ভক্তাধীন শ্রীভগবান ভক্তের নিকট স্বরূপ প্রকাশ না করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে পারেন না। এই অপার করুণাগুণেই শ্রীভগবান ভক্তবৎসল নামে অভিহিত। এই জন্যই যাঁহারা শ্রীভগবানের দাস তাঁহারাই শ্রীভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে বা তাঁহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্য বহির্ম্মুখজনের ভাগ্যে এরূপ সৌভাগ্য লাভ কখনই সম্ভবপর নহে! যথা—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥" চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক কর্ম্ম ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও অভক্তেরগণ ঐ সমস্ত দেখিতে পায় না এবং শত চেষ্টা দ্বারাও শ্রীভগবত্তত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। দিবান্ধ পেচক যেমন বৃক্ষ কোটরে থাকিয়া কেবল অন্ধকার দুঃখ অনুভব করে সেইরূপ অভক্তগণও গৃহকারাগারে থাকিয়া কেবল সংসার দুঃখে মুহ্যমান হয়। অসুর-স্বভাব বশতঃই অভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রকট প্রভাব ও মহিমা অনুভব করিতে অসমর্থ। যথা—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত দৈব পরমার্থ বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

হে ভগবন্! তোমার পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব রূপ ও আচরণ দ্বারা, অলৌকিক প্রভাব দ্বারা, সত্ত্বগুণ-প্রবল শাস্ত্র দ্বারা এবং প্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞ ও পরমার্থবিদ্ পণ্ডিতগণের মতালোচনা দ্বারাও আসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ তোমাকে অবগত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে আত্মগোপনের নানা যত্ন করিলেও "লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে।" অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবৎ সেবা পরায়ণ ভক্ত তাঁহারা নিজ স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিতে পারেন এবং কেহ কেহ তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষও করিয়া থাকেন। যথা—

মায়া বলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

হে ভগবন্! তোমার প্রভুত্বের স্বভাবকে নিজ যোগমায়া প্রভাবে গোপন করিলেও কোন কোন অনন্যচিত্ত ভক্ত তোমার ঐ স্বরূপকে নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব যাঁহারা শ্রীভগবানের দাস তাঁহারাই যে শ্রীভগবত্তত্ত্ব বুঝিবার বা তদীয় স্বরূপ দেখিবার অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তগণ অহেতুকী ভক্তির আনুকূল্যেই এই সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকেন, নতুবা কেবল—লৌকিক প্রমাণে কিম্বা পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শ্রীভগবত্তত্ত্ব কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই ব্রহ্মা স্বয়ং পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ শ্রীভাঃ।

হে দেব! আপনি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ দুই। আপনার সে অদ্ভুততত্ত্ব বুঝিবার অন্য কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি ভবদীয় পদাম্বুজদ্বয়ের কৃপালেশ লাভে অনুগৃহীত হইয়াছেন তিনি অপণ্ডিত হইলেও আপনার মহিমা-তত্ত্ব, যেরূপ অবগত হয়েন, মহাপণ্ডিতজন আপনার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে চিরকাল বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াও ভবদীয় অনন্ততত্ত্বের কণামাত্র জানিতে সক্ষম হয় না। অতএব—

'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ চৈঃ চঃ

ভাই আস্তিক। ঈশ্বরের অস্তিত্বে যদি তোমার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তদীয় বিশেষতত্ত্ব অবগত হইতে বাসনা থাকে তবে আর অণুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীগৌরহরির শরণাপন্ন হও। পতিতোদ্ধারী শ্রীগৌরহরি বড় করুণার ঠাকুর! তিনি জগতের ছোট বড় সকলকে সমভাবে কৃপামৃত বিতরণে কৃতার্থ করেন। একবার তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিতে পারিলে,—প্রাণের আরাধ্যদেবতা বলিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিটুকু শ্রীচরণতলে ঢালিয়া অর্চ্চনা করিতে শিখিলে—বা ততদূর করিতে

স্থির থাকিতে পারেন না। তাই ভজন-রসিক সিদ্ধভক্ত শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমার মহা মধুরতায় বিমোহিত হইয়া গাহিয়াছেন—

"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সেজন ভকতি অধিকারী॥"

তবে জগতের লোকে যে তাঁহার সম্বন্ধে এত তর্ক বিতর্ক করে, তাঁহাকে ভজনা করিতে সঙ্কুচিত হয়; ইহাতে তাহাদের তত দোষ নাই। প্রভুর মায়াশক্তিই সকলকে এরূপ মোহাচ্ছন্ন করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে। যথা—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্ম মোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥ শ্রীভাঃ।

বিবাদী কি সম্বাদী অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী কি দ্বৈতবাদী ইত্যাদি সকল তত্ত্ববাদী-গণের নিকট যাঁহার অবিদ্যাদি শক্তি সকল কখন বিবাদের বা কখন সম্বাদের কারণ হয় এবং সেই সকল বাদীদিগের আত্মাতে মুহুর্মুহু মোহ উপস্থিত করিয়া থাকে, আমি সেই অনন্ত গুণালঙ্কৃত পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি।

জীব এই অবিদ্যা-সম্ভূত মোহাচ্ছন্ন হইয়াই অনিত্যকে নিত্য বোধ করিয়া সংসারে নিত্য অশান্তি ও অভাবে অধীর হইয়া রহিয়াছে। প্রাণ চায় আনন্দ, ভ্রমান্ধ জীব সেই প্রাণের কথা—প্রাণের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া সেই সর্ব্বা-নন্দ-কন্দ শ্রীগৌর-গোবিন্দকে ভজিতে চায়না।—পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়াও কল্পতরুর শীতল ছায়ায় জুড়াইবার অভিলাষ করেনা। অহো! কি পরিতাপের বিষয়! পুঞ্জীভূত অপরাধের ফলেই জীবের এ সুখ সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়া উঠেনা—প্রাণ খুলিয়া শ্রীগৌর ভগবানকে ভালবাসিতে পারেনা। ইহাতে দয়াল প্রভুর মহিমার 'আসে যায়' কি?—পিত্ত-দুষ্ট ব্যক্তির রসনায় শর্করা তিক্তবোধ হয় বলিয়া কি বলিতে হইবে শর্করা মিষ্ট নয়?—

"সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্তবাসে জিহ্বা দোষের কারণে॥

জিহ্বারসে দোষ শর্করায় দোষ নাই।
এই মত সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্য গোঁসাই॥" চৈঃ ভাঃ।

ভাই হিন্দু! তুমি যে কোন দেবতার উপাসক হও, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হও; শ্রীগৌরাঙ্গ যখন এই কলিযুগের যুগাবতার এবং সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন-প্রচারক পরমগুরু, তখন তাঁহাকে আরাধ্যতম বলিয়া পূজা করিতে কাহার আপত্তি হইতে পারে? যিনি জীবের কাতর রোদনে অবতার গ্রহণ করিয়া উদ্ধারের মঙ্গলময় পথ প্রকাশ করিয়াছেন, এহেন নিকটবন্ধু করুণাসিন্ধুর নাম লইতে বা তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে কাহাকেও শিখাইতে হইবে কি? ইহা মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি হওয়া আবশ্যক। অপর সাধ্য-সাধনা ত দূরের কথা, শ্রীগৌর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত ব্রজের মধুর ভজনানন্দও সুদূরপরাহত। যথা—

ভ্রাতঃকীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্য মধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং।
হন্ত প্রেম মহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপিতে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্নত্বয়ি॥

হে ভ্রাতঃ! তুমি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রভাবান্বিত শ্রীনামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনই কর অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্য মধুর রূপ-মাধুরী চিন্তাই কর কিন্তু যদি তোমাতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়; হায়! তাহা হইলে সেই মহাপ্রেমরসোজ্জ্বল বিষয়ে তোমার আশা কখনই সম্ভব হইতে পারেনা।

তাই বলি পাঠক! আপনি যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, নিরর্থক তর্কবাদ উত্থাপন বা বাক্য বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপদে ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করুন, সাধনার সকল অন্তরায় অন্তর্হিত ও সিদ্ধির শান্তি-সুখানুভব সহজলভ্য হইবে। উদ্‌ভ্রান্ত কলির জীব! বল দেখি, ইহা অপেক্ষা প্রভুর দয়ার আর অধিক কি পরিচয় আছে?

স্বকীয় লীলারসাস্বাদনছলে জীবকে সুরাসুর দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রদান করিবার নিমিত্তই ভুবনমোহন শ্রীশচীনন্দের আবির্ভাব। তাই প্রভু মধুর বাল্যলীলারছলে মাঝে মাঝে কপট বাল্য চপলতা প্রকাশ করিয়া এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন যে, তাহা শুনিয়া পরম বিজ্ঞজনও বিস্মিত হইয়া

যাইতেন। একদিন প্রভু উচ্ছিষ্ট ও ত্যাজ্য হাঁড়ীর উপর উপবেশনপূর্ব্বক শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া—যেন উত্তপ্ত মরুভূমির মাঝে মন্দাকিনীর স্নিগ্ধধারা বহাইয়া ছিলেন। আহা! সে অতি নিগূঢ় কথা!!—

প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপাদ্ বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইলে মিশ্র মহাশয় কিছুদিন প্রভুর লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় প্রভু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠেন। একদিন বিষ্ণু নৈবেদ্যের পরিত্যক্ত হাঁড়ীগুলি উপরি উপরি সাজাইয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর কনককান্তি-সুন্দর শ্রীঅঙ্গে সেই ত্যাজ্য হাঁড়ীর কালী সংলিপ্ত হওয়ায় কোটি-কন্দর্প-নিন্দিত লাবণ্য যেন স্বচ্ছ মেঘাবৃত শারদ পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া সঙ্গের শিশুগণ শ্রীশচী দেবীকে সংবাদ দিল। শ্রীশচী দেবী শশব্যস্তে তথায় আসিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—"নিমাই! তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ও স্থানে কি তোমার বসা উচিত? ত্যাজ্য হাঁড়ী স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, এতদিনেও কি তোমার আচার জ্ঞান হ'ল না?" তখন শ্রীগৌরহরি চাঁদমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"——তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিবে কি মতে॥
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভালমন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান॥ ৩॥

অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে সাধকের সমস্ত ভেদভাব তিরোহিত হয় এবং তাঁহার সর্ব্বত্র সমজ্ঞানের উদয় হয়। শুচি, অশুচি, সুস্থান, কুস্থান, ভালমন্দ এমন কি বিষ্ঠা চন্দনেও ভেদবুদ্ধি থাকেনা। তাঁহার আচরণ স্পষ্টতঃ অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রতীতি হয়। তাই, প্রভু বলিয়াছেন আমি মূর্খ, ভালমন্দ কিরূপে জানিব? এরূপ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট সাধকই ব্রহ্মজ্ঞানী নামে অভিহিত। যথা—

কুশলা কুশলা বৃত্তি রহিতঃ সমদর্শকঃ।
লিঙ্গাশ্রম পরিত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী নিগদ্যতে॥

শঙ্করানন্দদীপিকা।

এই ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে। তাহা এ স্থলে সন্নিবেশিত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বাস্তবিক লোকে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রমে পতিত হয় তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

একদা গুরু, শিষ্যের নিকট "শিবোঽহং" বলিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেন। শিষ্য তাহা শ্রবণ করিয়া বাটীতে গিয়া স্বীয় পত্নীকে বলিলেন "দেখ, আমি অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছি আমার আর ভেদবুদ্ধি নাই। সুতরাং আজ কন্যাকে আমার শয্যায় শয়ন করিতে বলিও।" এই কথা শুনিয়া স্ত্রী ঘৃণায় লজ্জায় সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এবং গুরুদেবকে ডাকাইয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। গুরুদেব শিষ্যের চমৎকার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলেন। বলিলেন—"বাছা! সেজন্য চিন্তা নাই। ভোজনের সময় আমি উপস্থিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিব। শিষ্য ভোজনে বসিয়াছেন। স্ত্রী গুরুর পূর্ব্ব উপদেশমত বিষ্ঠা ও মূত্রপূর্ণ পাত্র লইয়া স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তদ্দর্শনে শিষ্য একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। এমন সময় গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন—"বাপু হে! রাগ কর কেন? তোমার না অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে? যদি স্ত্রী ও কন্যাতে ভেদ না থাকে তবে অন্ন-ব্যঞ্জন ও মল-মূত্রে প্রভেদ কি?" শিষ্য তথাপি বুঝেনা। তখন গুরুদেব শূকরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই মল-মূত্র ভক্ষণ করিলেন। পরে স্বরূপ ধারণ করিয়া বলিলেন—"বাপু! তুমি যদি তোমার জামাতার রূপধারণ করিতে পারিতে তাহা হইলে নিজ কন্যা সম্ভোগেও বাধা ছিলনা। কিন্তু তুমি যখন তাহা পারনা তখন ব্যবহারিক কার্য্যে ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়াই কর্ত্তব্য।"

যে ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানের চরম বিকাশ তাহা মুখের কথায় লাভ হয় না।—জন্ম জন্ম বহুতর সাধনা সাপেক্ষ। যাহা হউক এই শুষ্ক ব্রহ্মানন্দেও প্রাণের চরম সুখানুভূতি হয় না। যথা—

ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণোঽহং তেনানন্দেন পূর্ণধীঃ।
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥

পাদ্মে, পাতালখণ্ডে।

যদিও আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ এবং সেই আনন্দ দ্বারা পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন তথাপি কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আমি আত্মাকে শূন্য বোধ করিতেছি।

তাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

সুতরাং ব্রহ্মানন্দাদি সর্ব্বানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস্যভাবে যে অধিক আনন্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার—

"কৃষ্ণ নামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার কাছে খাদোদক সম॥"

যথা শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে—

ত্বৎসাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্যমে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

হে জগদ্‌গুরো! হে প্রভু নরসিংহ! তোমার সাক্ষাৎ-কৃপা-দর্শনানন্দ নির্ম্মল সমুদ্রের ন্যায়, তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া আমি যে সুখানুভব করিতেছি তাহার তুলনায় ব্রহ্মধামের ব্রহ্মানন্দাদি আমার নিকট গোষ্পদের ন্যায় অতি তুচ্ছ বোধ হইতেছে। এই জন্য ব্রহ্মানন্দ সুখাদি কৃষ্ণভক্তের আদৌ স্পৃহনীয় নহে। কেননা ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রীভগবত্তত্ত্ব অধিক উচ্চে অবস্থিত। জ্ঞানের চরম অবস্থাতেই এই ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি এবং অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব এই ভগবত্তত্ত্বেরই অন্তর্গত। যথা—

ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্মচ ব্যজতে স্বয়ং॥

অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বয়ংই ব্যঞ্জিত হইয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভু, ভক্তিলেশ শূন্য নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানকে নির্দ্দেশ করিয়া যে শ্রীশচীমাতাকে ঐ কথা বলিয়াছেন তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে। তিনি ভক্তি-প্রতিপাদ্য যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানকে নির্দ্দেশ করে সেই বিশুদ্ধ পরমার্থ জ্ঞানের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা মুরারী গুপ্তের কড়চায়—

শৃণু শুচিরশুচির্বা কল্পনা মাত্র মেতৎ
ক্ষিতি জল পবনাগ্নি ব্যোম চিত্তং জগদ্ধি।
বিতত বিভব পূর্ণাদ্বৈত পাদাব্জ একো
হরিরিহ করুণাব্ধির্ভাতি নান্যৎ প্রতীহি॥

মাতঃ! শ্রবণ করুন। ক্ষিতি, জল, পবন, অগ্নি, আকাশ, চিত্ত, জগৎ,

শুচি বা অশুচি এই সমুদায় কল্পনামাত্র। একমাত্র যেই পরিপূর্ণতম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীহরির পাদপদ্মের অনন্ত ঐশ্বর্য্যেই এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া জানিবে। তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছু নাই।

এই অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া শ্রীশচী মা বিস্মিতা হইলেও প্রভুর বাল্য চাপল্য দেখিয়া তখন সে ভাব ভুলিয়া গেলেন। অনুনয় বিনয় করিয়া বলি-লেন—"নিমাই! তুমি ওরূপ মন্দ স্থানে বসিয়া থাকিলে কেমন করিয়া পবিত্র হইবে? তখন প্রভু অতি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"—মাতা তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে মোর কভু নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি সেই সর্ব্ব তীর্থ স্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তথি অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টারে কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি॥
লোক বেদরীতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়?॥ ৪ ॥ চৈঃ ভাঃ।

সর্ব্বতীর্থময়ী জাহ্নবী যাঁহার পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা হইয়া এই বিশ্বসংসার পবিত্র করিতেছেন, যাঁহার শ্রীনাম-সমূহ অশেষ পাপতাপের জ্বালা জুড়াইয়া ভুবনে মহামঙ্গলের জয় ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্পাপ ভক্তগণ পরমতীর্থ স্বরূপ পদরেণুতে অখিল লোক পবিত্র করিতেছেন সেই সর্ব্ব পবিত্রতার আধার শ্রীভগবান স্বয়ং যথায় অবস্থিতি করেন তথায় কোন অশুদ্ধতা থাকিতে পারে কি? যিনি বিশ্বস্রষ্টা,—সকল ভালমন্দ, শুচি বা অশুচি যাঁহার কল্পনামাত্র, তাঁহাতে কোন দোষ স্পর্শ দূরে থাক্, বরং লোকধর্ম্ম কি বেদধর্ম্মরীতে কোন অশুদ্ধতা জন্মিলে শ্রীভগবানের কৃপাস্পর্শ মাত্র তাহা বিশুদ্ধ হইয়া যায়। তবে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ কৃপা সংস্পর্শে পবিত্রতা লাভ সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা, কিন্তু তিনি শ্রীভক্ত-স্বরূপে নিত্য কৃপা-কণা বিতরণে জীবের হৃদয়ভরা কলুষ-কালিমা অপসারিত করিয়া অবিষহ্য নরক-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। যথা—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্ত রূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ বৃহন্নারদীয়ে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি নিত্য প্রচ্ছন্ন দেহে মদ্ভক্ত স্বরূপে সর্ব্বদা অখিল লোক রক্ষা করি।

এ হেন ভুবনপাবন ভক্তগণের দর্শন স্পর্শন দূরে থাক্, সামান্য স্মরণমাত্রেই জীব যে পরম পবিত্রতা লাভ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃশুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন স্পর্শ পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ শ্রীভাঃ।

শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন—হে ভগবান্! আপনাদিগকে স্মরণ করিলে সদ্য মানবের গৃহ পবিত্র হয়; তখন দর্শন, স্পর্শন, পাদশৌচ উপবেশন ও সম্ভাষণাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি?

বিশেষতঃ যেখানে ভগবদ্ভক্তগণ অবস্থিতি করেন তথায় সকল দেবতা, সকল পবিত্রতা বিরাজ করে। যথা—

হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাত্মা নিতং তিষ্ঠন্তি সত্তমা॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমা।
তত্রৈব সর্ব্ব শ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনং॥

যথায় শ্রীহরিভক্তিপরায়ণ ভক্তগণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবতা, শ্রীনারদাদি পরম সাধুগণ ও সিদ্ধবর্গ সর্ব্বদা নিবসতি করিয়া থাকেন। ভক্ত নিমিষকাল বা নিমিষার্দ্ধকালমাত্র যে স্থানে অবস্থিতি করেন তথায় নিখিল মঙ্গল সংস্থিত এবং সেইস্থান তীর্থ ও তপোবন স্বরূপ বলিয়া গণনীয়।

আহা! যাঁহার ভক্তগণের এতাদৃশ মহিমা, সেই শ্রীভগবান স্বয়ং যথায় অবস্থিতি করেন সে স্থান যে কিরূপ তীর্থোত্তম হয় তাহা কে বলিতে পারে? প্রভু সর্ব্বত্র আপনাকে প্রচ্ছন্ন বিগ্রহরূপে প্রকাশ করিলেও এ স্থলে "স্রষ্টারে" বলিয়া তিনিই যে "অনাদেরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণঃ" তাহা স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

অনন্তর প্রভু শ্রীমহাপ্রসাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিলেন—

"এ সব হাঁড়ীর মুলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলে রন্ধন॥

বিষ্ণুর রন্ধন হাঁড়ী কভু দুষ্ট নয়
এ হাঁড়ী পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয় ॥ ৫ ॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীভগবৎ সেবাকার্য্যে নিম্নলিখিত পাত্র বিশেষ প্রশস্ত। যথা—

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃণ্ময় মেবচ ॥
পালাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতি প্রিয়ং ॥

হঃ ভঃ বি, ধৃত স্কান্দ-বচনম্।

শ্রীহরির নৈবেদ্য পাত্রের বিষয় বলিতেছি। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র এবং পলাশপত্র ও পদ্মপত্র-রচিত পাত্র শ্রীহরির অতীব প্রীতিকর।

এই সকল পাত্রের মধ্যে কোন্ পাত্রের কিরূপ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

হৈম পাত্রেণ সর্ব্বাণি যেপ্সিতানি লভেন্মুনে।
অর্ঘং দত্ত্বা তথা রৌপ্যেণায়ুরাজ্যং শুভং ভবেৎ ॥
তাম্র পাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃণ্ময় সম্ভবং ॥

সুবর্ণপাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হয়, রৌপ্যপাত্রে আয়ুর্বৃদ্ধি রাজ্য লাভ ও শুভোদয় হইয়া থাকে, তাম্রপাত্রে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও মৃত্তিকা পাত্রে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে।

যিনি এই সকল পাত্র শ্রীহরির উদ্দেশে অর্পণ করেন তাঁহাকে আর নিরয়ে গমন করিতে হয় না।

যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"পাত্রাণাস্তু প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি।"

এই জন্যই প্রভু বলিয়াছেন, বিষ্ণুর এই সকল নৈবেদ্যপাত্রের মূলে দূষণীয়তা নাই। বিশেষতঃ ঐ মৃণ্ময় পাত্র সকল যখন শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশে অর্পিত হইয়াছে এবং উহাতে বিষ্ণু নৈবেদ্য রন্ধন করা হইয়াছে তখন উহা যে পরম পবিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু—

পাবনং বিষ্ণু নৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং ॥ স্কান্দ

সুরগণ, সিদ্ধবর্গ ও ঋষি সমূহ শ্রীহরির নৈবেদ্যকে পরম পাবন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আবার বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—

ব্রহ্মনির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণু স্তথৈব তৎ।

অর্থাৎ শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার, উহা বিষ্ণুর অনুরূপ। সুতরাং এ হেন বিষ্ণু নৈবেদ্যের রন্ধন-পাত্র যে পরম পবিত্র তাহাতে সন্দেহ কি? তাই প্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন "এ হাঁড়ি পরশে আরস্থান শুদ্ধ হয়॥" প্রভু এস্থলে বিষ্ণু নৈবেদ্যের ত্যাজ্য হাঁড়ি স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবার যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা নহে। জীব যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে বিশ্বাসী হইয়া পবিত্রতা লাভে ধন্য হইতে পারে, সেইজন্যই দয়াল প্রভু যেন এই অদ্ভুত লীলার প্রকটন করিয়া শ্রীপ্রসাদের মহিমা বর্ণনা করিলেন। যে হাঁড়িতে শ্রীমহাপ্রসাদ রন্ধন হয় তাহ ত্যাজ্যাবস্থায় কুস্থানে পতিত থাকিলেও যখন তাহার পবিত্রতা নষ্ট হয় না তখন শ্রীমহাপ্রসাদের যে কিরূপ অদ্ভুত মহিমা তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে কি?

ইতঃপূর্ব্বে প্রভু স্থূলদেহতত্ত্ব কহিয়া জীবের দেহাভিমান বিনাশ করিয়াছেন। পরে স্বীয় দাস্য মহিমা পরিব্যক্ত করিয়া জীবকে কৃষ্ণদাস হইতে উপদেশ করিয়াছেন। তাহার পর ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে শ্রীভগবত্তত্ত্বের সূচনা করিয়া জীবের উপাস্য-নির্ণয় করিয়াছেন এবং ভক্তের চির আস্বাদ্য শ্রীমহাপ্রসাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া কৃষ্ণভক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রসাদে বিশ্বাস স্থাপন কৃষ্ণভক্তিলাভের পক্ষে পরম সহায়। তাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

হৃদি রূপং মুখেনাম নৈবেদ্য মুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥

হ, ভ, বি, ধৃত স্কান্দ-বচনং।

যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বদনে শ্রীকৃষ্ণের নাম, উদরে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য এবং মস্তকে পাদোদক ও নির্ম্মাল্য বিরাজিত তাঁহাকে শ্রীহরির সদৃশ জানিবে।

অতএব যাঁহার জন্মে জন্মে পুণ্য পুঞ্জের প্রভাব আছে, এ হেন শ্রীমহাপ্রসাদে কেবল তাঁহারই বিশ্বাস জন্মে। নতুবা অপুণ্য অভাগ্যের পক্ষে এ সৌভাগ্য লাভ কখনই সম্ভব হয় না। যথা—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসে নৈব জায়তে॥ আদিপুরাণ।

হে রাজন্! মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে না।

হায়! বিষয়ান্ধ ভ্রান্ত জীব! এই সকল পরিস্ফুট সার তত্ত্ব না মানিয়া, সর্ব্বোপরি কলির উপাস্য-ঠাকুর শ্রীগৌর ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া, তুমি ত্রিতাপের তপ্ত-খোলায় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছ—অনন্ত দেহভার বহনে না জানি কতই কাতর হইয়া শান্তির আশায় সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? সত্য করিয়া বল দেখি, মধুর বাল্যকাল—তোমার জীবন লীলার সেই প্রথম আরম্ভ হইতে এ পর্যান্ত আশানুরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছ কি? সংসারের উপকরণ অর্থ-বিদ্যা-বন্ধু-পত্নী-পুত্র প্রভৃতির সুখসম্মিলনে তুমি কতটুকু শান্তি পাইয়াছ? আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে কি? তুমি যাহাই বলনা কেন, যে দুরপনেয় সুখ-তৃষায় তোমার অন্তঃস্থল উৎকণ্ঠিত সে তীব্র তৃষার কখনই বিরাম হয় নাই। জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতন পর্য্যন্ত এরূপ অশান্তির অবিসহ্য তুষানলে তোমার দেহ মন দিবানিশি জ্বলিবে; তথাপি তোমার সুখময়ী কল্পনার বিশ্রান্তি হইবে না। তাই বলি ভাই! যদি এ অশান্ত জীবন জুড়াইতে চাও,—ক্ষণিক অসার সুখের পরিবর্ত্তে অগাধ প্রেমামৃত সিন্ধুতে ডুবিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করিতে চাও.—আইস, বুকভরা আশা, প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া, যদি তাহা না পার, কেবল অকপট বিশ্বাস লইয়া আসিয়া আনন্দময় ধামে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে দীনভাবে শরণ লও। আর তোমার দেহ, গেহ, প্রাণ মন যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীচরণতলে অর্পণ করিয়া শেষে আপনাকেও ডালি দিয়া তাঁহার হইয়া তাঁহার কৃপাময় ভক্তগণের সহিত মিলিত হও। এবং তাঁহাদের সহিত শ্রীরাধামাধবের নিগূঢ় উজ্জ্বল লীলারসাস্বাদন করিয়া প্রেমানন্দে ধন্য হও। আহা! ঐ দেখ ভাই! শ্রীগৌর ভক্তগণের সৌভাগ্য কেমন:—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমা মণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদনো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

যে ভক্তি-পথে ব্যাসাদি মুনীশ্বরগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের পূর্ব্বে যে ভক্তি পথে এই ধরাধামে কাহারও বুদ্ধি পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই, শ্রীশুকদেবও যাহা অবগত ছিলেন না কিম্বা অবগত থাকিলেও প্রকটীকৃত করেন নাই এবং এমন কি কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ যাহা এতদিন নিজভক্তের প্রতিও প্রকাশ করেন নাই, সেই উজ্জ্বল প্রেমভক্তি পথে এক্ষণে—শ্রীগৌরভক্তগণ পরমসুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

—00—

চতুর্থ লহরী।

—00—

কর্ম্ম ও জ্ঞান শ্রীভগবানের আজ্ঞা হইলেও ভক্তিই যখন শেষাজ্ঞা তখন ন্যায়ানুসারে পর বিধি বলবান বলিয়া ভক্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। সত্যবটে ভক্তি-পথেও জ্ঞান কর্ম্মের অনুশীলন আছে; কিন্তু সে জ্ঞান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা সে কর্ম্ম স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ। আপাতঃ দৃষ্টিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, অঙ্গ সকলকে কর্ম্ম এবং স্মরণাদি অঙ্গ সকলকে জ্ঞান বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি, জ্ঞান কর্ম্মাদির অতীত চিন্ময় বস্তু। যেহেতু, স্বরূপ শক্তির বৃত্তি-সকলই অসিদ্ধ-সাধকগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপে প্রকাশ পান। এই জন্যই নারদ ভক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

"সা তু কর্ম্ম জ্ঞান যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষরূপা ভক্তি, কর্ম্ম-জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতরা।

কর্ম্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি এবং যোগের ফল সিদ্ধি; কিন্তু ভক্তির ফল শ্রীভগবৎপ্রেম। ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী অশান্ত, ভক্ত শান্ত। কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধি সকল আয়ত্ত হইয়া সাধকের উন্নতির পক্ষে বহুবিঘ্ন উৎপাদন করে; কিন্তু জ্ঞান যোগে ও ভক্তিযোগে সে সম্ভাবনা নাই। চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞান

যোগের আরম্ভ এবং আশয়শুদ্ধি হইতে ভক্তিযোগের আরম্ভ। এই আরম্ভের মূলে কোন সিদ্ধি না থাকায় বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। এতদুভয়ের মধ্যে সমস্ত থাকিলেও সাধন হিসাবে ভক্তিই সরস। কেননা জ্ঞানের যম নিয়মাদি বড়ই বিরস ও কঠিন ব্যাপার কিন্তু ভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনাঙ্গ অতীব সহজ ও মধুর। শ্রীভগবানের কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিলেই ভক্তি যোগে অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে জ্ঞানযোগে আদৌ অধিকার জন্মে না। বিশেষতঃ অন্য সকল সাধনের সিদ্ধাবস্থাতে সুখ শান্তি লাভ ঘটে কিন্তু ভক্তির আরম্ভ হইতেই সুখ শান্তির উদ্দাম উৎস উৎসারিত হয়। অতএব ভক্তির পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সুগম। ভক্তি সাধনের ফলেই প্রেমলাভ। এই সর্ব্ব পুরুষার্থসার প্রেমে যে বিশ্ববিস্মারক উদ্দাম সুখ অন্য কোন সাধনাতেই তাহা নাই। প্রেম অতি দুর্লভ বস্তু। এজন্য শ্রীভগবান্ জীবকে মুক্তি পর্য্যন্ত দেন। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম কাহাকেও সহজে প্রদান করেন না। কিন্তু পরমদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে সেই সুরাসুর দুর্লভ প্রেমসম্পত্তি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া—আত্মপর না দেখিয়া জীবকে অকাতরে বিতরণ দ্বারা পরমৌদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। আহা! এমন পাপীর সহায় প্রেমের ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় না করিয়া—কাঙ্গাল ভাবে তাঁহারই পদে জীবন উৎসর্গ না করিয়া আমরা সংসারে কেবল ধূলি খেলায় ব্যাপৃত রহিয়াছি। শান্তি ফলের সুখাস্বাদ পাইতে হইলে শান্তিবৃক্ষতলে উপবেশন করা কর্ত্তব্য। পতিত-প্রেমদ শ্রীগৌরকল্পতরুর পদাশ্রয় ব্যতীত সে দুর্লভ ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়? তাই বলি, ভাই :—

> সংসার সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদিস্যাৎ
> সংকীর্ত্তনামৃত রসে রমতে মনশ্চেৎ।
> প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্ত-বৃত্তি
> শ্চৈতন্যচন্দ্র চরণে শরণং প্রযাতু॥
>
> শ্রীচন্দ্রামৃত।

যদি এই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে চাও, সঙ্কীর্ত্তনরূপ সুধারসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর এবং প্রেমাম্বুধি-বিহারে যদি তোমাদের মন হয় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরণে শরণাপন্ন হও।

অতএব ভজন-হীনের ভরসা শ্রীশচীনন্দনের অভয় পদাম্বুজে বিশ্বাস-স্থাপন করিলে সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তিলাভ যে সহজেই হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাগ্রজ শ্রীপাদ্‌ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে শোকাতুরা শ্রীশচীকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত প্রভু আশ্বাস বাক্যে বলিয়াছেন—

" শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরের যে দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে॥ ৬॥

চৈঃ ভাঃ

যাঁহার স্মৃতিমাত্রে জীবের দুঃখ দাবানল নির্ব্বাপিত হয়, স্ফূর্ত্তিমাত্র সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে, সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং যাঁহার পুত্র রূপে বিদ্যমান তাঁহার দেহে দুঃখশোক কিরূপে থাকিতে পারে? শ্রীশচী প্রভুর সেই ঢলঢল অমল লাবণ্যমাখা শ্রীবদন-কমল দর্শন মাত্র সকল ভুলিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত জগদাধার শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ যাঁহার পুত্র তাঁহার আর কিসের অভাব—কিসের কুণ্ঠা? তাই প্রভু শ্রীশচীদেবীকে বলিয়াছেন—" মা! তুমি কিছু চিন্তা করিও না তোমার কিসের অভাব? আমি যখন তোমার রহিয়াছি তখন তোমার সকলই আছে।"

এই উক্তি বাৎসল্য-মূর্ত্তি শ্রীশচীর প্রতি কেবল প্রবোধ বাক্য নহে। জীবের প্রতি এক মধুর উপদেশ। অনন্যা ভক্তি-সাধনায় ভক্তের যখন শ্রীভগবান ভিন্ন আর কিছুই থাকেনা তখন তাঁহার সকলই থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ অপেক্ষা পরমাত্মীয় আর কেহ নাই। তিনি—

" প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্যাৎ সর্ব্বস্যাৎ অন্তরতরং॥"

অর্থাৎ তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, সম্পদ হইতে অধিকতর প্রীতিকর, জগতের অপর সকল পদার্থ হইতে আরও অধিক আনন্দ দায়ক এবং আমাদের প্রাণের প্রাণ আপনার হইতেও আপনার অন্তরের বস্তু। কিন্তু তাহাতে কি হয়? আমরা এমনই মোহান্ধ, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা দূরে থাক্‌; ভুলেও তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত করিনা। যাঁহার করুণা শক্তিতে আমরা এই

সংসারে মনুষ্য নামের যোগ্য হইয়াছি; স্বার্থের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে এক-দিনের জন্যও স্মরণ করি না। হায়! ইহা অপেক্ষা কৃতঘ্নতার আর কি পরিচয় আছে ভাই! যিনি ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন অবহেলে আনিয়া দেন তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে কাহার আপত্তি হইতে পারে? "আমাকে ভজনাকর," "আমার শরণ লও" এরূপ কথা প্রকাশ্যভাবে না বলিলেও প্রভু প্রকারান্তরে ভক্তি-লিপ্সু ব্যক্তি মাত্রকেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কৃষ্ণভক্তি সুদুর্ল্লভা, কেননা শ্রীভগবানের কৃপা বা তদীয় ভক্তের কৃপা ভিন্ন ভক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই, এবং শ্রীভগবানও উহা আশু প্রদান করেন না। কেবল ভক্তিসাধনেই ভক্তিলাভ হয় অর্থাৎ প্রেমরূপ সাধ্যভক্তি লাভের জন্য শ্রবণাদি সাধন ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধনান্তরের প্রয়োজন হয় না এবং অন্যসাধন-সহস্র দ্বারাও কখন কৃষ্ণভক্তি লাভ ঘটেনা। যথা—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুন্যতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা॥

যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম হইতে ভুক্তি এবং জ্ঞা[illegible]হইতে মুক্তি সহজে লাভ হয় বটে কিন্তু এইরূপ সহস্র সাধনের দ্বারাও শ্রীহরিভক্তি সুদুর্ল্লভা।

সুতরাং এ হেন সুদুর্ল্লভা ভক্তির ফল প্রেম যে আবার কিরূপ দুর্ল্লভ বস্তু তাহা সহজেই অনুমেয়। ব্রহ্মাদি সুরমণ্ডলগণও এই প্রেমামৃতকণা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন॥ শ্রীগৌরহরি শ্রীশচী দেবীকে যে ব্রহ্মা মহেশ্বরের দুর্ল্লভ বস্তু অবহেলে আনিয়া দিবার কথা বলিয়াছেন তাহা এই অতি দুর্ল্লভ "কৃষ্ণ প্রেম" ভিন্ন কি হইতে পারে? করুণাময় কেবল জননীকেই যে সেই ভুবন [illegible]ভ প্রেমধন প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নহে তিনি সেই স্বপ্রেমামৃত-সমুদ্রে [illegible]গ [illegible]কে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আহা! এমন পরমোদার প্রেমের [illegible]কুর—এমন দানবীর দীনদয়াল অবতার অন্য কোনযুগে হয় নাই। প্রভু কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা না করিয়া—কাঙ্গালে ভূপালে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে সকলকে সমান দয়া করিয়া যাচিয়া যাচিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী করিয়াছেন। অতএব রে মূঢ়মন! সেই সর্ব্ব-দুঃখ-নিবর্ত্তক পরমানন্দ প্রেমধন লাভে যদি

ধন্য হইতে চাও তবে শ্রীগৌর চরণাম্বুজে চিত্তনিবেশ কর। তুমি তাঁহার উপাসনা করিবে, তাহাতে তাঁহার কিছু হইবে না, তোমারই হিতসাধন হইবে—তোমারই আপদুদ্ধারের উপায় হইবে॥ শ্রীগৌরহরি অন্যান্য যুগের ন্যায় দুঃসাধ্য সাধন ভজনের ঠাকুর নহেন। ভালবাসাই তাহার ভজন। একবার যে কোন রূপে তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মিলেই তোমার রসনা তদীয় নামগুণগানে, নয়ন তদীয় শ্রীরূপদর্শনে মন তদীয় শ্রীমূর্ত্তির অনুধ্যানে স্বতঃই আবিষ্ট হইয়া পড়িবে। ভালবাসার স্বভাবই এইরূপ। ভালবাসা যতই গাঢ়তর হইতে থাকিবে উদ্দীপ্ত কৃষ্ণ প্রেমানন্দে তোমার হৃদয়-মন ততই বিভোর হইয়া যাইবে। শ্রীগৌরপদাশ্রয়ের মহিমাই এইরূপ বিচিত্র।

শ্রীশচীদেবী একদিন প্রভুকে "ঘরেতে কিছু সম্বল নাই" বলিলে দয়াল প্রভু বলিয়াছিলেন—

"—কৃষ্ণ পোষ্য করিবে পালন॥" ৭॥

চৈঃ ভঃ

শ্রীকৃষ্ণ হর্ত্তা, কর্ত্তা, পিতা ও জগতের নাথ, সুতরাং সকলের রক্ষয়িতা ও পোষণকারী। বিশেষতঃ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, প্রভুর অবশ্য পোষ্য। দাসগণ যখন নিজের সকল দায় প্রভুর উপর নির্ভর করিয়া প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তখন প্রভু তাঁহাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া প্রতিপালন করেন। কিন্তু প্রভুর দাসত্ব ভুলিয়া স্বার্থান্বেষক হইলেই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এজন্যই আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ভুলিয়া অঘটন পটিয়সী মায়ার দাস হইয়া জন্মে জন্মে এত দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি।

শ্রীভগবানের নিজের প্রয়োজন কিছুই নাই। তাঁহার যাহা কিছু সকলই ভক্তের জন্য। ভক্তের নিকট তাঁহার স্বাতন্ত্র্য কদাপি রক্ষিত হয় না। সুতরাং ভক্ত যখন শ্রীভগবানকে ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ করিয়া নিতান্ত "আমার" করিয়া ফেলেন তখন শ্রীভগবানের অদেয় কিছুই থাকে না। এমন কি ভক্তের যাহা কিছু আবশ্যক স্বয়ংই তাহা বহিয়া লইয়া উপস্থিত করেন। যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥

গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

আমা বিনা অন্য নাহি জানে যে যে জনা।
আমার ভাবনারূপ করে উপাসনা॥
সেই নিত্য যোগী তার যে বস্তু না থাকে।
আমি চেষ্টা করি আনি যোগাই তাহাকে॥
উপাস্থিত দ্রব্য তার করিয়া রক্ষণ।
দুঃখনাশ করি আরো দিই প্রেমধন॥"

পূর্ব্বোক্ত "পোষ্য" শব্দ শ্রীশচীদেবীর উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্ত্রী-বাচক হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, জীবমাত্রেই তাঁহার তটস্থা শক্তি,—আশ্রিত তত্ত্ব নিত্য প্রকৃতি। সুতরাং জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পোষ্যা। ইহাও তাৎপর্য্য হইতে পারে।

হায়! আমরা ভজন সাধন বিহীন কর্ম্মজড় জীবাধম প্রভুর সমুদ্র-গম্ভীর বেদ-বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিবার আমাদের শক্তিই? ব্রহ্মা, শিব অনন্তাদি যাঁহার ভাব বিচারে অসমর্থ, মায়ান্ধ মূঢ় জীবের দ্বারা তাহার কতটুকু আশা করিতে পারে!

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা নচ টীকয়া।" এই প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কেবল ভক্তিতেই ভক্তি শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হয়। বুদ্ধি-প্রতিভা বা টীকার সাহায্যে তাহার কিঞ্চিৎও অধিগম্য হয় না। সুতরাং ভক্তি-প্রাণ ভক্তগণই প্রভুর ভবোক্তির মর্ম্ম-রসাস্বাদনে প্রকৃত অধিকারী। আমরা উহার কণামাত্র বুঝিতে বা বুঝাইতেও অক্ষম। শ্রীগৌর ভক্তগণ এ অনুগত জনকে কৃপাশীর্ব্বাদ দানে কৃতার্থ করুন।

—oo—

পঞ্চম লহরী।

—oo—

একদিন দয়াল শ্রীগৌরহরি জননীকে প্রণাম করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মা! আমাকে একটী দান দিতে হইবে।" প্রভু যখন কোন বিষয়ে কাহাকেও উপদেশ দান করেন তখন তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি অলৌকিক রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রীশচীদেবী পুত্রের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন

নিমাই তখন তাঁহার চঞ্চল বালক নহেন —পরম জ্ঞানী পুরুষ। তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। শ্রীশচী পুত্রের সেইভাব দর্শনে ভয় বিহ্বল হইয়া বলিলেন—

"———তাহি দিব যা তুমি চাহিবা।
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা। ৭ ॥
শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীশচীদেবীর তখন পুত্র জ্ঞান ছিলনা। কাজেই প্রভুর বাক্য আজ্ঞা বলিয়া মানিয়া লইলেন। এবং অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন—

"———না খাইব ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"

একাদশীর ব্রতোপবাস বৈষ্ণবমাত্রেরই যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। "একাদশীতে অন্ন না খাইবা" এই একটী মাত্র একাদশীর সমস্ত-সার তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। একাদশীর বিচার বড়ই গুরুতর। সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

প্রভু জননীকে একাদশীতে অন্ন খাইতে নিষেধ করিলেন। সাধারণতঃ অন্ন শব্দের অর্থ সিদ্ধ তণ্ডুল অর্থাৎ 'ভাত'। আজকাল অনেকে এই প্রমাণের বলে অন্ন (ভাত) মাত্র গ্রহণ না করিয়া রুটী, লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি গোধূম জাত দ্রব্য খাইয়া পুণ্যবান হয়েন। ইহা অতিশয় শাস্ত্র বিগর্হিত। রুটী ও লুচি অন্ন মধ্যেই গণ্য। বিশেষতঃ গোধূম ক্ষার দ্রব্য। যথা—

তিলমুদ্গাদৃতে শস্যং শস্যং গোধূম কোদ্রবাঃ।

তিল ও মুগ ব্যতীত শস্য (যাহা শুটির মধ্যে হয় তাহাকে শস্য বলে) শমীধান, গম, কোদো, ছোলা, দেধানা (দেধান) ইহারা ক্ষার শ্রেণিভুক্ত।

যখন দ্বাদশীতেই এই সকল ক্ষার দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ তখন একাদশীতে উহা ভোজন করিলে যে ব্রতভঙ্গ পাপে পতিত হইতে হয়, তাহাতে আর বিচার কি? যদি বলেন, গোধূমজাত দ্রব্য নাই খাইলাম ময়দার রুটি খাইতে দোষ কি?

রুটি যাহারই হউক উহা ভোজনে ব্রত রক্ষা হয় না। যথা—

পুরোডাশোঽপি বামোরু সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্ত কিং পুনশ্চান্ন সংস্কৃয়া॥

হ, ভ, বি, ধৃত পদ্মপুরাণ বচনং।

হে বামোরু! হরিবাসর দিনে পুরোডাস্ অর্থাৎ যবচূর্ণ-প্রস্তুত যজ্ঞীয় রোটিকাও সর্ব্বদা অভক্ষ্য; অন্ন পাকের কথা কি?

একাদশীতে অন্নভোজন এত নিষিদ্ধ কেন, এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা।—

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্ন মাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরি বাসরে॥
তানি পাপানাবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে॥

হ, ভ, বি, ধৃত নারদীয় বচনং।

হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপ রাশি অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং হরিবাসর দিনে, যে ব্যক্তি অন্ন গ্রহণ করে সে তৎসমুদয় পাতকই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥
এক এব নরঃপাপী নরকে নুপগচ্ছতি।
একাদশ্যন্ন ভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুদারাগামীদেরও নিষ্কৃতির উপায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্নভোজন করে তাহার পরিত্রাণের কোনই প্রায়শ্চিত্ত বিধি নাই। হে রাজন্! পাপীব্যক্তি একাকীই নরকে গমন করে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজী সে পিতৃগণ সহ নরকগামী হয়।

এইজন্যই শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশচীমাতাকে একাদশী দিনে অন্ন খাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে একাদশীতে ভোজন নিষিদ্ধ থাকায় এস্থলে "অন্ন" শব্দের অর্থ কেবল সিদ্ধ তণ্ডুল (ভাত) নহে। অন্নং অদনীয়দ্রব্যং প্রোক্তং তথা

দ্রব্য। অতএব "একাদশীতে অন্ন না খাইবে" ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে কোন ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবে না; সুতরাং উপবাস করিবে। উপবাস শব্দের ব্যুৎপত্তি। যথা—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যো বাসস্তদ্ গুণৈঃসহ।
উপবাস স বিজ্ঞেয়ো নোপবাসস্তু লঙ্ঘনম্॥

হ, ভ, বি,

অর্থাৎ সমস্ত পাপ হইতে উপরত থাকিয়া শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন সহকারে যে অবস্থান তাহাকে উপবাস কহে। উপবাস শব্দে কেবল লঙ্ঘন অর্থাৎ অনাহার বুঝায় না।

অতএব একাদশী ব্রতপালনের উদ্দেশ্য কেবল অনাহার নহে। একাদশীতে উপবাস করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির গুণানুবাদে তন্ময় থাকাই শাস্ত্রের বিধান। একাদশী ব্রতোপবাস নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য।

একাদশীর নিত্যত্ব।

বিধি প্রাপ্তি, ভোজনের নিষিদ্ধতা, অকরণে প্রত্যবায় এবং করণে শ্রীভগবত্তোষ এই চারি প্রকারে একাদশীর নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। ১ম, বিধিবাক্যদ্বারা প্রাপ্তি। যথা—

একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।

ইতি কন্ব।

অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস করিবে কদাচ তাহা অতিক্রম করিবে না।

আরও অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—

উপোষ্যেকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ প্রবৃত্তিভিঃ॥

হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত আয়ুশেষ না হয় অর্থাৎ যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য।

২য়, ভোজনের নিষিদ্ধতা।—

ন ভোক্তব্যং, ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। ইতি পাদ্মে

নিখিল পুরাণ, শতশত আগম, ইতিহাস, ঋষিবর্গ এবং শ্রীনারদাদি মহর্ষিগণও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে হরিবাসর সমাগত হইলে ভোজন করিবে না।

আবার বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

উপবাসফলং প্রেপ্সু র্জহ্যাদ্ভুক্তচতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বাপর দিনে রাত্রৌ নাহর্নক্তঞ্চ মধ্যমে॥

উপবাসফলকামী অর্থাৎ শ্রীভগবত্তোষলাভেচ্ছু ব্যক্তি পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ সংযমদিনে (দশমীতে) রাত্রি ভোজন, অপর দিনে অর্থাৎ পারণদিনে (দ্বাদশীতে) রাত্রি ভোজন এবং মধ্যম দিনে অর্থাৎ উপবাস দিনে (একাদশীতে) দিবা ও রাত্রি ভোজন, এই ভোজন চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিবেন।

তয়, অকরণে প্রত্যবায়। অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস না করিয়া ভোজন করিলে যে প্রত্যবায় হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে। যথা—

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যাস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥

হ, ভ, বি ধৃত স্কান্দ বচনং।

যে ব্যক্তি একাদশী দিনে আহার করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা মহাপাপী পরিগণিত হয় এবং শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে পতিত হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে যে—

স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি চ॥

যে ব্যক্তি হরিবাসরে আহার করে সে কেবল পাপ ভোজনই করিয়া থাকে। উক্ত দিনে নিখিল পাপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে।

শ্রীভগবত্তোষ অর্থাৎ একাদশী ব্রতপালনে শ্রীভগবানের প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। যথা—

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥

হ, ভ, বি, ধৃত মৎস্যভবিষ্যপুরাণয়োঃ।

যে ব্যক্তি শুক্লপক্ষীয় বা কৃষ্ণপক্ষীয় বা একাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে আহার করেন, তাঁহার ঐ ব্রত শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকর হয়।

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

একাদশী ব্রতং নাম সর্ব্বকামফল প্রদং
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রে বিষ্ণু প্রীণন কারণম্‌ ॥

একাদশী ব্রত সর্ব্বকামফলপ্রদ ; সুতরাং এই শ্রীহরির প্রীতি কর ব্রত আচরণ সকলেরই কর্ত্তব্য।

অকরণে প্রত্যবায় হইতেই একাদশী ব্রতের মুখ্য নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে কিন্তু ইহাতে শ্রীভগবৎ—প্রীণনত্ব লাভ হয় বলিয়া বিষ্ণু পরায়ণগণের পক্ষে ইহা মুখ্যতম নিত্য জানিতে হইবে। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয়া একাদশীই নিত্য—যথা :

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥ দেবলঃ।
যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥ বিষ্ণু রহস্যে।

উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই ভোজন করিবে না। শুক্লা একাদশীও যেরূপ কৃষ্ণা একাদশীও তদ্রূপ জানিবেন। উভয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সুতরাং ভক্তি সংযুক্ত হইয়া পুত্র, কলত্র ও স্বজনগণ সহ উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাসী থাকিবে। শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীতে ভেদ জ্ঞান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। যে হেতু—

সর্ব্বেষামিহ পাপানামাশ্রয়ঃ সতু কীর্ত্তিতঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে ॥

হ, ভ, বি, ধৃত কালিকা পুরাণ বচনম্‌।

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় পক্ষীয়া একাদশীর ভেদ বিচার করে সে ইহ ধামে পাতকপুঞ্জের আধার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই নিত্য স্বরূপিণী একাদশী সূতকাদি অশৌচেও পরিত্যাজ্য নহে। যথা—

সূতকেঽপি নরঃ স্নাত্বা প্রণম্য মনসা হরিম্‌ ॥
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রত মেতন্নলুপ্যতে। বারাহে।
মৃতেক তু ন ভুঞ্জীত একাদশ্যাং সদানরঃ ॥

জননাশৌচে স্নানান্তে মনে মনে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া একাদশীতে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে ব্রত লোপের সম্ভাবনা থাকিবে না। এবং মরণাশৌচেও একাদশীতে আহার করা অনুচিত। এ স্থলে "প্রণম্য মনসা হরিম্‌" এই উক্তিতে বুঝাইতেছে যে, সূতকাদি অশৌচে শ্রীভগবানের

পূজা কার্য্য কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু যে ভক্ত নিত্য পূজার নিয়ম করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এই অশৌচেও পূজা কর্ত্তব্য। ফলতঃ

যথা সঙ্কল্পিতং সম্যাগ ব্রতং বিষ্ণু পরায়ণৈঃ।
কর্ত্তব্যঞ্চ তথৈবেহ স্নাত্বা সংশয় বর্জ্জিতম॥

হ, ভ, বি, ধৃত পাদ্ম বচনম্।

কৃষ্ণভক্তগণ ইহ লোকে যে ব্রতে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, স্নানান্তে নিঃসন্দেহে তাহা সেইরূপই করা কর্ত্তব্য।

একাদশী ব্রত পালন এইরূপ মুখ্যতম নিত্য বিধি বলিয়াই শ্রীমহাপ্রভু জননীকে একাদশী করিতে উপদেশ দান করিলেন। কিন্তু যদি বল—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্। মনু॥ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই। কেন না,—

পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ॥ আয়ু সা হরতে ভর্ত্তু নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥ স্মৃতি। পতি জীবমানে যে নারী উপবাস ব্রত আচরণ করে সে তদী পতির আয়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করিয়া থাকে।

তবে শ্রীগৌর ভগবান্ জননীকে এরূপ কার্য্যে ব্রতী করিলেন কেন? তদুত্তর এই যে, স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া স্ত্রীলোক ব্রতোপবাস করিতে পারে, শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে। অথবা এ বিধি একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রত বিষয়ক কিম্বা বৈষ্ণবেতর স্ত্রী-বিষয়ক। যে হেতু একাদশী সার্ব্বজনীন ব্রত। এ ব্রত পালনে কাহারও নিষেধ নাই।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি॥ বিষ্ণু স্মৃতৌ॥ অর্থাৎ নারী রজস্বলা হইলেও একাদশীতে উপবাস করিবে। এস্থলে কেবল "নারী" শব্দের উল্লেখ থাকায় সধবা, বিধবা নারী মাত্রকেই বুঝাইতেছে। আবার বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজা॥

হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কি নারী যে কেহ ভক্তি পূর্ব্বক এই বিষ্ণু প্রীতিকর একাদশী ব্রত সাধন করেন তিনিই মোক্ষ লাভ করেন।

তথাহি বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে—

স পুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈ ভক্তি সংযুতঃ।

একাদশ্যা মুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

পুত্র, ভার্য্যা ও স্বজনগণ সহ ভক্তি সহকারে উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাস করিবে। এস্থলে "সভার্য্যশ্চ" পদের উল্লেখে সধবা নারীরও একাদশী ব্রতে যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বিধবা নারীরও একাদশী ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।

তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণ হত্যা দিনে দিনে॥

কাত্যায়ন স্মৃতৌ।

বিধবা হইয়া যে নারী একাদশী দিনে ভোজন করে তাহার সমস্ত সুকৃতি বিনাশ পায় এবং তাহাকে দিন দিন ভ্রূণ হত্যা পাপে সংলিপ্ত হইতে হয়

ফলতঃ চারিবর্ণের নারী, এমন কি অন্ত্যজ নারী গণেরও একাদশী ব্রতে যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল।

আবার সকল আশ্রমীরই একাদশী ব্রতে অধিকার আছে। যথা—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নি র্যতিস্তথা।

একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ আগ্নেয়ে।

উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই কি গৃহী, কি ব্রহ্মচারী কি সাগ্নিক, কি যতি, সকলেরই উপবাস থাকা কর্ত্তব্য।

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে।—

বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বর বর্ণিনি।

একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥

হে বর বর্ণিনি! সকল বর্ণ, সকল আশ্রম ও স্ত্রী জাতির পক্ষে একাদশীতে অবশ্য উপবাস কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

ভক্তি তত্ত্বে বৈধি ভক্তির ৬৪ অঙ্গের মধ্যে সাধনার প্রারম্ভ অবস্থায় (প্রবর্ত্তদশায়) যে দশাঙ্গের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ৯ম, অঙ্গ "হরিবাসর সম্মান।" হরি বাসর শব্দের মুখ্যার্থ এই—যাহা হরির দিন তাহাই হরিবাসর। অর্থাৎ শ্রীহরি সম্পর্কীয় ব্রত, উপবাস ও উৎসব উপলক্ষীয় যে তিথি ও বাসর, তাহাকে

হরিবাসর বলা যায়। শাস্ত্রে হরিবাসর শব্দের এইরূপ অর্থনির্দ্দেশ আছে—

দ্বাদশ্যেকাদশী যোগে বিখ্যাতো হরি বাসরঃ।
একাদশ্যন্ত্যপাদায় দ্বাদশ্যাঃ পূর্ব্ব এব হি॥
হরি বাসর ইত্যাহু র্ভোজনং ন সমাচরেৎ॥

হ, ভ, বি, ধৃত বচনং।

একাদশী যোগে দ্বাদশী হরিবাসর নামে অভিহিত। একাদশীর শেষ ভাগ ও দ্বাদশীর আদ্যভাগ হরিবাসর বলিয়া কথিত। উহাতে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

"হরিবাসর" শব্দে প্রধানতঃ একাদশী ও দ্বাদশী উভয় তিথিকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। হরি যে তিথির দেবতা উহাই হরিবাসর*। অথবা যাহা হরির দিন এই অর্থে শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ইত্যাদি শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রতোপবাসের দিনও হরিবাসর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।† এস্থলে একাদশীর ব্রতোপবাসই আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণবগণ একাদশীতে শ্রীমহাপ্রসাদান্নও ভোজন করিতে পারেন না। যথা ভক্তি সন্দর্ভে—

অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব তেষা মন্য ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ॥ অর্থাৎ

একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদান্নও ভোজন পরিত্যাগ বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের অন্য আহার তো নিত্য নিষিদ্ধ। অতএব বৈষ্ণবগণ

*একাদশী মুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধি লোপঃ স্যাদুভয়ো র্দেবতা হরিঃ॥

শ্রীভবিষ্যোত্তর পুরাণীয় বচনং।

অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। তাহাতে বিধিলোপ হয় না। যেহেতু শ্রীহরিই উভয়তিথির দেবতা।

†শ্রীবিষ্ণুরহস্যে জন্মাষ্টমী মাহাত্ম্যে—

মাসি ভাদ্র পদে কৃষ্ণ রোহিণীসংযুতাষ্টমী।
জাতো হরি র্জগন্নাথ পূজং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥
তস্মিন্নেপবাসেন কৃতেন হরিবাসরে।"
সপ্ত জন্ম কৃতাৎ পাপান মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

মাত্রেরই একাদশীতে উপবাসী থাকা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য।

ব্রতধিকারীর বয়স নির্ণয়।

৮ বৎসর বয়ক্রমের পর ও যাহার ৮০ বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই, এমন কি নর কি নারী সকলেরই একাদশীর ব্রতোপবাস কর্ত্তব্য। এইজন্যই পরম ভাগবত শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজা স্বরাজ্যে ঢক্কা বাদন পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতি র্নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহণি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্র একাদশ্যামুপোষণং।
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

নারদীয়ে।

"আমার রাজ্যমধ্যে যাহার বয়স অষ্ট বর্ষাধিক এবং যাহার বয়স ৮০ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই এরূপ যে কেহ ব্যক্তি যদি হরিবাসরে আহার করে তাহা হইলে সে পাতকী আমার বধ্য হইবে। আমি তাহাকে যথাকালে দেশহইতে নির্ব্বাসিত করিব।" এই কারণে হে বিপ্র! উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাসী থাকা নরনারীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপবাস অশক্তে প্রতিনিধি।

কোনকারণে একাদশী ব্রত পালনে অক্ষম হইলে প্রতিনিধি দ্বারা ব্রতরক্ষা করার বিধান শাস্ত্রে কথিত আছে। যথা—

অসামর্থ্যে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে।
কারয়েদ্ধর্ম্ম পত্নীঞ্চ পুত্রং বা বিনয়ান্বিতং॥
ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমস্য ন লুপ্যতে॥ বারাহে।

ব্রত সমুপস্থিত কালে যদি দেহের অক্ষমতা হয়, তাহাহইলে সহধর্ম্মিণী বিনয়ান্বিত পুত্র, ভগিনী, কি ভ্রাতার দ্বারা ব্রত সম্পাদন করাইবে, তাহাতে ব্রতলোপ হইবে না। এই সকলের অভাবে—

—অন্যান্ ব্রাহ্মণান্ বাপি কারয়েৎ।
অথবা বিপ্র মুখ্যেভ্যো দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ॥

বায়ু পুরাণ।

অন্য ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি স্বরূপে উপবাস করাইবেন অথবা তদভাবে কোন হরিভক্ত ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান করিলেও ব্রতরক্ষা হইবে।

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের উদ্দেশে পুত্রাদি উপবাস করিতে উপবাসার্থ পুত্রাদিকে দক্ষিণা দিতে হইবে না। কারণ, গুরুজনের শুশ্রূষা করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য। নিজের জন্য উপবাসে যে ফল হয়, উক্ত গুরুজনের উদ্দেশে উপবাস করিলে তদপেক্ষা শতগুণ ফললাভ হয়। এবং যাঁহার উদ্দেশ্যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয় তিনিও সম্পূর্ণ ফলভাগী হন।

যমুদ্দিশ্য কৃতং সোহপি-সম্পূর্ণ ফল মাপ্নুয়াৎ॥
কাত্যায়ন স্মৃতৌ।

এই হেতু স্বীয় পতির উদ্দেশ্যে পত্নী উপোষিতা থাকিলে শতগুণ পুণ্য-ভাগিনী হন এবং পতিও সম্পূর্ণ ফলভাগী হন।

অনুকল্প বিধি।

পত্ন্যাদি প্রতিনিধির অভাবে কিম্বা অন্য কোন কারণে উপবাসে অশক্ত হইলে কি করা কর্ত্তব্য এক্ষণে তাহাই লিখিত হইতেছে। শাস্ত্রে অশক্তের প্রতি অনুকল্পবিধি আছে। সমর্থের প্রতি অনুকল্পবিধি নাই। তাঁহাদের মুখ্যকল্প উপবাস। যে সকল ব্যক্তির অনুকল্প গ্রহণে দোষ নাই, শাস্ত্রে তাহা-দের এইরূপ বিবরণ আছে। যথা—

উপবাসে ত্বশক্তানামশীতে র্ব্বৃদ্ধ জীবিনাম্।
একভক্তাদিকং কার্য্যমাহ বৌধায়নো মুনি॥

বৌধায়ন স্মৃতৌ।

৮০ বৎসরের উর্দ্ধকাল জীবী ব্যক্তিউপবাসে অশক্ত হইলে একভক্তাদি বিধানে অনুকল্প করাই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে,—

ব্যাধিভিঃপরিভূতানাং পিত্তাধিক শরীরিণাম্।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি পরিকল্পনম্॥

যাহারা রোগাভিভূত, পিত্তাধিক্য শরীর বিশিষ্ট এবং যাঁহাদের বয়স ত্রিংশৎ বর্ষাধিক হইয়াছে তাঁহারা নক্তাদিবিধানে অনুকল্প করিবেন। এস্থলে ত্রিংশদ্

বর্ষাধিক বলিতে, মানবের উত্তম বয়স ৬০ বৎসরের অতীত ৩০ বৎসর সুতরাং ৯০ বৎসর এবং "বনং পঞ্চাশতঃ ব্রজেৎ" এই প্রমাণ অনুসারে গৃহাশ্রমে বাসের বিহিত বয়স ৫০ বৎসর অধিক ৩০ বৎসর সুতরাং ৮০ বৎসর বুঝিতে হইবে। অতএব যাঁহারা ৮০।৯০ বৎসরের বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

ফলতঃ অনুকল্পবিধান কেবল বালক বৃদ্ধ, ও আতুরের জন্য। যথা—

এক ভক্তেন নক্তেন বাল বৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়ো মূল ফলৈর্ব্বাপি ন নির্দ্দ্বাদশীকো ভবেৎ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

অসমর্থ অষ্টবর্ষাধিক বালক, অশীতিপর বৃদ্ধ ও রোগী একভক্ত অর্থাৎ একবার মাত্র ভোজন, নক্ত বিধান অর্থাৎ রাত্রিতে একবার ভোজন, অথবা দুগ্ধ, ফল, মূল দ্বারা অনুকল্প করিয়া শ্রীএকাদশী ব্রত দিবস যাপন করিবেন। বিনাব্রতে দ্বাদশী অতিবাহন করিবেন না অর্থাৎ কদাচ একাদশী ব্রতভঙ্গ করিবেন না।

এক ভক্ত লক্ষণ।

দিনার্দ্ধ সময়েঽতীতে ভূঞ্জতে নিয়মেন যৎ।
একভক্ত মিতি প্রোক্তং কর্ত্তব্যং তৎপ্রযত্নতঃ॥

দিবসের অর্দ্ধ সময় অর্থাৎ ২ প্রহর অতীত হইলে রাক্ষসী বেলার * পূর্ব্বে নিয়ম পূর্ব্বক অর্থাৎ দশমীদিনে দশমীবিহিত হবিষ্যান্ন ও একাদশীদিনে তদ্দিন বিহিত ভক্ষ্যদ্রব্য একবার মাত্র ভোজন করাকে একভক্ত ব্রত কহে। ইহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবে। কিন্তু এই একভক্ত ব্রতাপেক্ষা নক্ত-বিধান শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সুতরাং নক্ত বিধানেই অনুকল্প করা কর্ত্তব্য।

নক্ত বিধান।

নক্তং হবিষ্যান্ন মনোদনম্বা ফলন্তিলাঃ ক্ষীর মথাম্বুচাজ্যম্।
যৎপঞ্চগব্যং যদিবাপি বায়ু প্রশস্ত মত্রোত্তর মুত্তমঞ্চ॥

নক্ত অর্থাৎ রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন, অন্ন ভিন্ন অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র, ও গোময় সমভাগ) বা বায়ু এই সকল দ্রব্য উত্তরোত্তর প্রশস্ত। ইহার মধ্যে যাহা কিছু একটী নিয়ম পূর্ব্বক ভোজন করার নাম নক্তব্রত। এই নক্ত বিধানে হবিষ্যান্ন একাদশীর অনুকল্প হইতে

* দিনমানকে ৫ পাঁচভাগ করিয়া শেষভাগকে রাক্ষসী বেলা কহে

পারে না। একাদশীতে অন্ন গ্রহণের নিষিদ্ধতা থাকায় হবিষ্যান্নও নিষিদ্ধ হইল। যাঁহারা নিত্যনক্তব্রতী কেবল তাঁহাদের জন্যই হবিষ্যান্ন বিহিত। পূর্ব্বোক্ত একভক্ত ও এই নক্ত বিধানের যে লক্ষণ লিখিত হইল উহা সাধারণ বিধি জানিবেন। একাদশীব্রতে উহার বিশেষ আছে। একাদশী ব্রতে একভক্ত ও নক্ত বিধানে পয়ো মূল-ফলাশনই একান্ত বিহিত। নক্তকাল রাত্রি ১২ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত। কিন্তু নক্ত ব্রতে ইহারও বিশেষ আছে। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে নক্তব্রতের কাল নির্দ্দেশ না থাকায় বৈষ্ণবগণ নক্তবিধানে রাত্রির যে কোন সময়ে অনুকল্প করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রে নক্ত কালস্পষ্টই লিখিত হইয়াছে। যথা—

দিবাকরস্তু তৎ প্রোক্তমন্তিমে ঘটিকাদ্বয়ে।
নিশানক্তস্তু বিজ্ঞেয়ং যামার্দ্ধে প্রথমে সদা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

দিনমানের শেষ ২ দণ্ড বেলাকে দিবা নক্ত, এবং রাত্রি মানের প্রথম যামার্দ্ধ অর্থাৎ অর্দ্ধপ্রহর কালকে নিশানক্ত বলে। রাত্রিভোজন নিষেধ হেতু যতি ও বিধবা গণ দিবানক্তে অনুকল্প করিবেন এবং গৃহস্থ ব্যক্তি নক্ষত্র দর্শনের পর নিশার প্রথম যামার্দ্ধের মধ্যে ফল মুলাহার দ্বারা অনুকল্প করিবেন। যথা—

নক্তং নিশায়াং কুর্ব্বীত গৃহস্থো বিধি সংযুতঃ।
যতিশ্চ বিধবা চৈব কুর্য্যাত্তৎ স দিবাকরং॥
নক্তে চাপি বিধি প্রোক্ত ফলাহারে তথৈবচ॥

মাৎস্যে, একাদশীমাহাত্ম্যে।

নক্তবিধানেও ফলাহার বিধি। অতএব একাদশীর অনুকল্প বিধানে এক ভক্ত, নক্তব্রত ও পয়োমূল ফলাশন এই ত্রিবিধ ব্যবস্থার মধ্যে শেষোক্ত ব্যবস্থা যে সর্ব্বৈব মুখ্য তাহা নারদীয় পুরাণে স্পষ্ট বিঘোষিত হইয়াছে।

মূলং ফলং পয় স্তোয় মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং।
মন্বেব ভোজনং কিঞ্চিদেকাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মূল,ফল, দুগ্ধ ও জল ইহাই মুখ্যাঙ্গ। এই সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ ভোজন একাদশীতে অনুকল্প বলিয়া কথিত।

নারিকেল ফলঞ্চৈব কদলীং লবলীস্তথা।
আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরিতকীং॥
ব্রতান্তরং প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধাঃ॥ অনন্তসংহিতা।

নারিকেল, কদলী, লোড়, আম্র, আমলকী, কাঁটাল ও হরিতকী পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে একাদশীব্রতে হবিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

আবার শ্রীহরিভক্তিবিলাসে মহাভারতীয় বচন। যথা—

অষ্টৈতানি ব্রতঘ্নানি আপোমূল ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণ-কাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণে কামনা, গুরু আজ্ঞা ও ঔষধ এই ৮টী দ্বারা, ব্রতভঙ্গ হয় না। তবে যদি—

সর্ব্বভূত ভয়ং ব্যাধি প্রমাদো গুরুশাসনম্।
অব্রতঘ্নানি পর্য্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ॥

ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তু হইতে ভয়, ব্যাধি, ভ্রান্তি ও গুরু আদেশ, এই সকল কারণে একবার মাত্র সংঘটিত হইলে শাস্ত্রানুসারে ব্রতভঙ্গ হয় না। তবে অসাবধানতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ হইলে ব্রতভঙ্গ হয়।

অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প বিধি থাকিলেও তিনটী বিশেষ ব্রতে অনুকল্প বিধি নাই। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেও উপবাস একান্ত কর্ত্তব্য। যথা শ্রীভগবদ্বাক্য—

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্ব পরিবর্ত্তনে।
ফলমূল জলাহারী হৃদিশল্যং মমার্পয়েৎ॥

কাশ্যপ পঞ্চরাত্রে।

শয়ন, উত্থান, ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন এই তিন একাদশীতে ফলমূল জলাহার করিলে আমার হৃদয়ে শেল প্রোথিত করা হয়। অর্থাৎ সে ব্যক্তি মহাপরাধী হয়।

আবার কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী ও ত্রিস্পৃশা একাদশীতে পুত্রবান্ গৃহীব্যক্তির উপবাস-নিষেধাত্মক যে বচন আছে তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে বিধেয় নহে। বৈষ্ণবের একাদশীব্রত নিত্য জানিবেন। তথাপি মনে সন্দেহ হইলে যথোক্ত অনুকল্প গ্রহণ করিতে পারেন।

একাদশীতে শ্রাদ্ধ নিষেধ।

একাদশী ব্রতদিনে পিতামাতার শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে তদ্দিনে পিণ্ডদান না করিয়া পারণ দিনে তাহা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কেননা, শ্রীহরিবাসরে পাপ সকল অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া পিতৃ ও দেবগণ সেই গর্হিতান্ন গ্রহণ করেন না। এই জন্য পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

একাদশ্যাং যদারাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ হে রাম! একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।

এস্থলে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ শব্দ দ্বারা কেহ কেহ শ্রাদ্ধমাত্রই নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ আদ্য শ্রাদ্ধের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া আদ্যশ্রাদ্ধ ব্যতীত একোদ্দিষ্টাদি শ্রাদ্ধ সমূহ একাদশীর উপবাস দিনে নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমোদন করেন। কিন্তু যখন একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে—"ত্রয়স্তে নরকে যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ।" (ব্রঃ বৈঃ পুঃ) অর্থাৎ যে পিণ্ডদান করে, যে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করে, ও যে প্রেতলোকস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ হয়, এই তিনজনই নরকে গমন করে। তখন আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রেত শ্রাদ্ধের নিষেধ পক্ষে সদাচার দৃষ্ট না হইলেও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে একাদশীব্রত দিনে আদ্য শ্রাদ্ধাদি কোন শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তদ্দিনে শ্রাদ্ধ না করিয়া তাহার পরদিন অর্থাৎ পারণ দিনে শ্রাদ্ধ করা বিহিত বলিয়াই বিবেচিত হয়।

উপবাস দিনে নিষেধ।

অসত্যভাষণং দ্যূতং দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত উপবাস পরোনরঃ॥ শাতাতপে।

উপবাস-পর ব্যক্তির একাদশীতে অসত্য ভাষণ, পাশাক্রীড়া, দিবানিদ্রা, ও মৈথুন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এবং পাষণ্ডীসহ আলাপ, হিংসা, আমিষ্য স্পর্শ, পুনঃ পুনঃ জলপান, তাম্বুলভক্ষণ, একান্ত বিগর্হিত। পাষণ্ডীসংস্পর্শে বা আলাপে যে পাপ উপস্থিত হয়। স্নানান্তে সূর্য্যদর্শন ও শ্রীহরি স্মরণই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। তদ্ভিন্ন ব্রতদিবসে ভোগবিলাসও অবশ্য বর্জ্জনীয়া। যথা—

গন্ধালঙ্কার বাসাংসি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যন্তি দন্তধাবন মঞ্জনম্॥ শাতাতপে।

অর্থাৎ গন্ধ, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, পুষ্পমাল্য, অনুলেপন, দন্তধাবন, ও অঞ্জন এই সমস্ত উপবাসে দোষাবহ। তবে শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য ধারণে নিষেধ নাই। অতএব ব্রতদিনে অহোরাত্র ক্ষমা, দয়া, সত্য, শৌচ, জিতেন্দ্রিয়, অচৌর্য্য প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নাম বা মন্ত্র জপ, ধ্যান বা তদীয় নাম, গুণ, কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা কালাতিপাত করিবেন। ব্রতদিনে শ্রীভগবৎ

সেবার্চ্চনা বিশেষভাবে করা কর্ত্তব্য। এবং শ্রীহরিবাসরে শক্তি অনুসারে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া নিশা জাগরণ অতীব শুভজনক। শাস্ত্রে জাগরণ মাহাত্ম্য বিস্তারিত বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

উপবাসের পূর্ব্বদিন, উপবাস দিন এবং পারাণ দিন অর্থাৎ দশমী, একাদশী, ও দ্বাদশী এই দিবসত্রয় ব্রতদিন নামে অভিহিত। সুতরাং এস্থলে উপবাসের পূর্ব্বদিনের ও পারাণদিনের পালনীয় বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না। উপবাসের পূর্ব্বদিনে (দশমীতে) প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্য সকল সমাপন করিবেন। দশমীতে বৈষ্ণবের ক্ষৌরকর্ম্ম অবিহিত নহে বলিয়া ঐ দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম সাধনান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া পতাকাদিতে সুশোভিত করিবেন। পরে উত্তম সিংহাসনে শ্রীভগবানকে উপবেশন করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহা পূজা সম্পন্ন করিবেন এবং বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সম্মাননা ও নৃত্যগীতাদি মহোৎসব করিবেন। শ্রীভগবানের উৎসব সাধনকালে অস্পৃশ্য স্পৃষ্ট হইলেও স্নানের আবশ্যক নাই। দশমীতে ক্ষার ও লবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন* এক-ভক্তবিধি অনুসারে একবারমাত্র ভোজন করিবেন। খট্টাদি ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন, স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন, কাংসপাত্রে ভোজন, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যা কথন, পুনর্ভোজন, পরিশ্রম, চণক, কোদোশাক, পরপাক অন্ন, ব্যায়াম, প্রবাল, দিবানিদ্রা, শিলাপিষ্টদ্রব্য, দন্তধাবন, (অম্বুদয়ে দন্তধাবনে দোষ নাই, অভাবে ১০ দশটী কুলকুচি দ্বারা মুখশোধন কর্ত্তব্য) ও অঞ্জন এইগুলি দশমীতে পরিত্যজ্য। পারণ দিনে অর্থাৎ দ্বাদশীতেও এই সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে। বিশেষ ঔষধ সেবন ও শ্রীহরি নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিবে না। উপবাস পূর্ব্বক দ্বাদশীতে প্রাতঃকালে মঙ্গলারত্রিক সম্পাদন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সমর্পণ দ্বারা বৈষ্ণববর্গকে সম্মাননা করিয়া বিদায় করিবেন। অনন্তর প্রাতঃকালীন পূজা সমাধা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে উপবাস সমর্পণ করিয়া তুলসী

---

* হবিষ্য দ্রব্য। যথা—শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, যব, তিল, মটর, কঙ্গু, উড়িধান, বেতোশাক, হিঞ্চা, ষষ্ঠিকা (একপ্রকার শাক বা ধান বিশেষ), কালকাসন্দা, মুলা, কেউ ব্যতীত অন্যান্য মূল দ্রব্য, সৈন্ধব ও করকচলবণ, গব্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, কাঁটাল, আম্র, হরিতকী, পিপুল, জীরা, নারাঙ্গাফল, তেঁতুল, কদলী, লোড়, আমলকী, চিনি বাতাসা ইত্যাদি (গুড় নহে) অতৈলপক্ক দ্রব্য।

সমন্বিত নৈবেদ্য ভোজন করিবেন। দ্বাদশী প্রভাতে শ্রীভগবানকে স্নান উপচার প্রদান নিষিদ্ধ বলিয়া রজনীযোগে স্নান করাইতে হয়। কিন্তু পবিত্রা ও দমন দ্বাদশীর উৎসবে রাত্রিতেও প্রভুকে স্নান করান নিষিদ্ধ। সে যাহা হউক, দ্বাদশী লঙ্ঘন করিয়া পারণ কর্ত্তব্য নহে। দ্বাদশীর প্রথম-পদকে শ্রীহরিবাসর কহে, উহা লঙ্ঘনপূর্ব্বক পারণ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ দ্বাদশী দিনে ৪৫ দণ্ডের উর্দ্ধ যত দণ্ডপল দ্বাদশী থাকে আদিতে তত দণ্ডপল ত্যাগ করিয়া পারণ করিতে হইবে। তবে হ্রাসবৃদ্ধিকালে দ্বাদশীকে ৪ চারি ভাগ করিয়া প্রথম ভাগ বর্জ্জন করিবে। যদি পারণ দিনে অত্যল্পকাল দ্বাদশী থাকে, তবে মন্ত্র জপ পূর্ব্বক শ্রীহরির উদ্দেশে উপবাস নিবেদন করিয়া জলপান দ্বারা দ্বাদশীর মধ্যে ব্রত রক্ষা করিবে। পরে প্রাতঃকালে পুনশ্চ নিয়মমত নিত্যকৃত্য পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য করিবেন। তাহাতে দোষ হইবে না। বিদ্ধা হেতু যদি দ্বাদশীতে ব্রত হয়, এবং দ্বাদশী যদি তৎপরদিন কালামাত্রও না থাকে তবে ত্রয়োদশীতেই যথাবিধি পারণ করিতে হইবে। কিন্তু পরদিন কলার্দ্ধমাত্রও দ্বাদশী থাকিলে দ্বাদশীতেই পারণ করিতে হইবে। এমন কি দ্বাদশীর ন্যূনতা দৃষ্ট হইলে উষাকালেই স্নানদান হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। কেননা, দ্বাদশীর মধ্যে পারণ না করিলে পুণ্যক্ষয় ও শত জন্ম নরক ভোগ ঘটে। অতএব পারণ দিনে কলার্দ্ধমাত্রও দ্বাদশী থাকিলে এবং নিত্যকৃত্য সমাধা করিতে দ্বাদশী অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে সংক্ষেপে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জলপান দ্বারা পারণ কর্ত্তব্য। পরে নিত্যকৃত্য করিলে দোষাবহ হইবে না।

আবার 'সম্পূর্ণা' ও 'বিদ্ধা' ভেদে দ্বিবিধা একাদশী এবং অষ্ট মহাদ্বাদশীর যে বিচার আছে। তাহা বাহুল্যবোধে এস্থলে আর আলোচিত হইল না। পরে যথাস্থানে সবিস্তার বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

কলিকাতা, ১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন; "কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

ষষ্ঠ লহরী

"গভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে।"

নদীয়া-কেশরী শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর প্রেমের লীলা সমুদ্রাধিক গভীর। প্রভুর মায়াশক্তিতে মোহিত হইয়া তদীয় সেবকগণই যখন সেই বিশ্ব-বিস্ময়-জনক লীলা মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না, তখন আমরা—কর্ম্মজড় মায়াসক্ত জীব উহার কণিকামাত্রও বুঝিবার আমাদের শক্তি আছে কি?—আমাদের পাষাণ-কঠিন হৃদয়ে সে নূতন প্রেমের নূতন ছবি সহজে অনুবিম্বিত হয় কি? বরং যখন শিশু ছিলাম, সংসারের দুঃখ শোক মর্ম্মবেদনা ভাল জানিতাম না—বুঝিতাম না—সরল প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিতাম; তখন অন্যের দুঃখ দেখিলে নয়নে অশ্রুপ্রবাহ উথলিয়া উঠিত—অসৎ কার্য্যে হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিত। কিন্তু হায়! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একি ঘোর পরিবর্ত্তন!—বাল্যের সে কুসুম-কোমল হৃদয় যে বজ্রাদপি কঠিন হইয়া উঠিল—সরলতার শুভ্রাসনে কুটিলতা বিরাজ করিল। দুঃখ-শোক-নৈরাশ্যে হৃদয় ভরিয়া গেল। শত শত পাপ-প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় কোন্ নরকার্ণবের দিকে উধাও ছুটিতেছি। অহো! মোহান্ধ আমরা, প্রেমের কাঙ্গাল প্রেমাবতার শ্রীমহাপ্রভুর মহিমা বুঝিতে পারি কি?—দিশেহারা অন্ধজীব তাঁহাকে কেমন করিয়া চিনিবে?—ক্ষুদ্রাধম কীটাণুকীট জীব কিরূপে সে অনন্ত স্বরূপকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া স্ব স্ব দুর্গতির অবসান করিবে! তাই, দয়াল প্রভু জীবের এই দারুণ দুঃখে আত্মহারা হইয়া আচণ্ডাল সমুদায়ের ঘরে ঘরে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি নামের শুভবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। কর্ম্মালস জীব প্রেমভক্তির সেই মধুর হিল্লোলে নবজীবন লাভ করিয়া অপূর্ব্ব পুলকানন্দে নাচিয়া উঠিল। অমনি লক্ষ লক্ষ জীব আপন আপন হৃদয়ে তাঁহাকে—সেই প্রেমের ঠাকুরকে প্রেমের পূর্ণাবতাররূপে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রেমভক্তির পুষ্প-চন্দনোপহারে পূজা করিতে শিখিল! কিন্তু হায়! আজকাল তাঁহার সম্বন্ধে এত তর্ক, এত সন্দেহ কেন?—জীবের এ অধঃপাতের মূল কোথায়? কাল-মাহাত্ম্যে জীবের ধর্ম্মভাব শূন্যতাই ইহার

প্রবলতম কারণ বলিতে হইবে। কি বিড়ম্বনা!! যিনি দ্যুলোক-দুর্ল্লভ প্রেম-পীযূষ দানে কত অশেষ পাপীর উদ্ধার সাধন করিলেন—অপরিমেয় সুখ-শান্তির উৎস বহাইয়া চরাচর ভাসাইলেন,—সেই জগবাসী-জীব-তাপহারী প্রাণের দেবতাকে প্রাণভরা ভালবাসায় আরাধনা করিতে কখন আপত্তি হইতে পারে কি? এমন প্রাণ-জুড়ান সুশীতল কল্প-কুঞ্জ থাকিতে কোন্ নির্ব্বোধ আতপতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছুটিয়া বেড়ায়?—কোন্ পিপাসাতুর পুণ্যতোয়া ভাগিরথীতীরে বসিয়া পঙ্কিল কূপ-সলিলের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে? ভ্রান্ত যারা—মোহমায়ার কুহেলিকায় পথহারা—তুচ্ছ বিষয়-লোলুপ পাষণ্ড যারা, কেবল তাহারাই এরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। তাই বলি, আইস ভাই! আইস, তোমার পুঞ্জীভূত পাপের বোঝা লইয়া—আইস তোমার শোকেতাপে দগ্ধ-হৃদয় লইয়া, আইস, ভক্তবৎসল শ্রীগৌর-হরির শ্রীচরণান্তিকে শরণ লও। তাহাতে ক্লেশের লেশমাত্র নাই। প্রভু বড় দয়াল। তোমার আমার মত মহাপাপীর দুঃখহরণ করাই তাঁহার ব্রত। তিনি পরিচর্য্যার অপেক্ষা করেন না। কেবল অভিমান ত্যাগ করিয়া একবার তাঁহাকে ভালবাস, তাঁহার মধুর "শ্রীগৌর" নামটী উচ্চারণ কর, পলকে তোমার পর্ব্বত প্রমাণ অপরাধ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। উদ্দাম প্রেমপুলক ভরে অশ্রুর স্নিগ্ধ-প্রবাহ উথলিয়া উঠিবে—আত্মা অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। ভাগ্যবান শ্রীপ্রভুর এই মহামহিমা উপলব্ধি করিয়া চিরকৃতার্থ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাহার তাহাতে প্রত্যয় না হয়, তিনি কৃপাপাত্র —অতিদীন।

প্রভুর বিদ্যাবিলাস বড়ই মধুর। তাঁহার বৃহস্পতি-নি[illegible] পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দর্শনে মহাপণ্ডিতগণও বিস্মিত—স্তব্ধ হইয়া যাইতে[illegible]। হইবারই তো কথা! যিনি স্বয়ং সরস্বতি-পতি তাঁহার বিদ্যা চর্চ্চা [illegible] চমৎকার? সহাধ্যায়ী ছাত্রগণ প্রভুকে বিশেষ মান্য করিতেন। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে তাদৃশ লক্ষ্য করিতেন না। প্রভু শ্রীগঙ্গাদাসের টোলে অধ্যয়ন করেন। সেই টোলে মুরারি গুপ্তও পড়েন। মুরারি রুদ্রের অংশ—প্রভুর অন্তরঙ্গ। প্রভু তাঁহার সহিত প্রায়ই কৌতুক তর্ক করিতেন; কিন্তু মুরারি শিশুজ্ঞানে প্রভুর কথা উপেক্ষা করিতেন। একদিন মুরারি গম্ভীর ভাবে আপন মনে ব্যাকরণ পড়িতেছেন, মনে একটু পাণ্ডিত্যাভিমানও আছে। দয়াল প্রভু তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য ভাব দর্শনে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

—"ওহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়।
ব্যাকরণ শাস্ত্রে এই বিষম অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি, কি বুঝিবে ইহা
ঘরে যাহ তুমি, রোগী দঢ় কর গিয়া॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

মুরারিরে পরিহাস করিবার এক প্রধান তাৎপর্য্য আছে। মুরারি চিকিৎসা ব্যবসায়ে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে নবদ্বীপে খ্যাতাপন্ন। আবার 'যোগবাশিষ্ঠ' পড়েন—জীবে ভগবানে অভেদ জ্ঞান করেন—ভগবদ্ভক্তি মানেন না। আপনাকে 'জ্ঞানী' মনে করিয়া হৃদয়ে একটু অভিমানও জন্মিয়াছে। সেবককে এরূপ বিপথগামী দেখিয়া দয়াল প্রভু তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্যই যেন এই উপহাসোক্তি করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শৈশবলীলায় একদিন মুরারিকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সে অতি অপূর্ব্ব কথা!

একদিবস মুরারি "সোঽহং" জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে বন্ধুগণের সহিত রাজপথে চলিয়াছেন। মনোভাব পরিব্যক্ত করিবার জন্য বিবিধ অঙ্গভঙ্গীও করিতেছেন। প্রভুও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তদনুরূপ অনুকরণ করিয়া হাত মুখ নাড়িতেছেন। তদ্দর্শনে মুরারি, অতি গম্ভীর-স্বভাব হইলেও, সহ্য করিতে না পারিয়া রোষভরে প্রভুকে অনেক তীরস্কার করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে "ভোজনের কালে ভাল শিক্ষা দিব" বলিয়া ভ্রুকুটী করিলেন।

মধ্যাহ্ন সময়, মুরারি ভোজনে বসিয়াছেন। এমন সময় বালক শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভোজন পাত্রে প্রস্রাব ত্যাগ করিলেন। মুরারি ছি ছি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তখন প্রভু রোষ-কষায়িত লোচনে মুরারির দিকে চাহিয়া এক অদ্ভুত তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"হাত নাড়া মাথা নাড়া ছাড়হে মুরারি।

জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি॥
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যেনা করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে॥"

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।

এই বলিয়া প্রভু চকিতের মত কোথায় চলিয়া গেলেন। প্রভুর এই প্রস্রাব ত্যাগ ব্যাপার অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের একরূপ পরীক্ষা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে মুরারির ভ্রম-নিরসনের জন্যই প্রভুর এই শিক্ষা। এই গ্রন্থের তৃতীয় লহরীতে এতৎ সম্বন্ধে বিচার দ্রষ্টব্য। এইরূপ সাবধান করা সত্ত্বেও মুরারির মোহ-বিকার বিদূরিত হয় নাই। তাই, আজ প্রভু মুরারির সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রভু কহে—"ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।"
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার॥

প্রভুর কৃপায় মুরারি পরম পণ্ডিত হইলেও শেষে পরাস্ত হইলেন। প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গে পদ্ম হস্ত দিলেন। আর অমনি মুরারির সর্ব্বাঙ্গ হর্ষ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মুরারি বিস্ময় বিহ্বল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়।" সেই হইতে মুরারির মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইল। মুরারি প্রভুর কৃপাশক্তি লাভে ধন্য হইলেন।

এইরূপ বিদ্যাবিলাস-রঙ্গে কিছুদিন অতীত হইলে প্রভু নিজেই মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে একটী টোল স্থাপন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রভুর অলৌকিক পাণ্ডিত্যপ্রসূণ-সৌরভে চারিদিক প্রমোদিত হইয়া উঠিল। প্রভু শিষ্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনার কালে প্রায়ই অন্যান্য অধ্যাপকগণের প্রতি আক্ষেপ করিতেন। একদিন প্রভু কহিলেন—

—"সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥৭॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

যাঁহারা সন্ধিকার্য্য অর্থাৎ ব্যাকরণোক্ত বর্ণদ্বয়ের মিলনরূপ সন্ধিবৃত্তি জানেন না, হায়! কলিযুগে তাহারাই ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত। ইহা প্রভুর শ্লেষোক্তি হইলেও ইহার আর একটী তাৎপর্য্য আছে। তখন শ্রীনবদ্বীপ জ্ঞানের রাজধানী ছিল বটে; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনা আদৌ ছিলনা, বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। শুষ্ক-জ্ঞানের উত্তপ্ত কটাহে শ্রীভগবত্তত্ত্ব বা ভক্তিবাদ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। সেই ধর্ম্মভাবশূন্য ঈশ্বরবাদ-বিরহিত জ্ঞানচর্চ্চাই অধ্যাপকগণের জীবনের ব্রত এবং পাণ্ডিত্য দাম্ভিকতাই তাঁহাদের

শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিল। তাই প্রভু বলিলেন যে, শ্রীভগবানের সহিত জীবের মিলনরূপ সন্ধিকার্য্যে বা সন্ধ্যা বন্দনাদি শুভদ শ্রীভগবৎ উপাসনা কার্য্যে যাঁহাদের আদৌ জ্ঞান নাই, কি পরিতাপের বিষয়! তাঁহারাই কলির ভট্টাচার্য্য—তাঁহারাই ধর্ম্ম ও সমাজের কর্ত্তা! ফলতঃ যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, কৃষ্ণভক্তি বিনা তাঁহার সে জ্ঞান গৌরব অতি তুচ্ছ! কেননা—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্ত্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্ত স্তং বিদ্যাৎপুরুষাধমঃ॥

শ্রীগরুড় পুরাণ।

সর্ব্ববেদ পারদর্শী সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তিও সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্ না হইলে পুরুষাধম বলিয়া গণ্য।

তাই শ্রীনারদ কহিয়াছেন—

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।

শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ যে কার্য্যে শ্রীহরির সন্তোষ উৎপন্ন হয় তাহাই প্রকৃত কার্য্য এবং যে বিদ্যা দ্বারা শ্রীহরি-চরণে মতি হয় সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। যথা—

অত্যদ্ভুতমিদং জ্ঞানং হরে নামানুকীর্ত্তনং।
অজামিলোঽপি সঙ্কেতং যৎকৃত্বা হরিতাংগতঃ॥

শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তন অতি অদ্ভুত জ্ঞান। ইহার অভাসে মহাপাপী অজামিলও শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করিল।

দীন দয়াল প্রভু মোহান্ধ জীবের শিক্ষার জন্য শ্রীল রামরায়ের শ্রীমুখে এই ভাব স্পষ্ট পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

প্রভু কহে "কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?"
রায় কহে "কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"
"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি !
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তিঃ বলি যার হয় খ্যাতি॥"

অতএব যিনি কৃষ্ণ ভক্তি-রস-বেত্তা তিনিই প্রকৃত ভট্টাচার্য্য পদবাচ্য। নতুবা দ্বাদশ গুণযুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও কৃষ্ণপদারবিন্দ বিমুখ হইলে চণ্ডালাধম।

যাঁহার প্রেরণায়, ইঙ্গিতে, উপদেশে নিখিল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন সেই

শ্রীভগবান্ কি কখন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন? প্রভু গৃহাশ্রমে আছেন, সুতরাং গৃহ-ধর্ম্ম পালন তাঁহার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু—

"গৃহিনী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

অমনি প্রভুর ইচ্ছায় বনমালী ঘটক শ্রীবল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী-দেবীর সহিত প্রভুর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া শ্রীশচীদেবীর নিকট আসিলেন। শ্রীশচীদেবী সে প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ না করায় বনমালী কিছু দুঃখিত হন। তাহাতে প্রভু জননীকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—

"আচার্য্যের সম্ভাষ না করিলে কেনে।" ১০॥
শ্রীচৈঃ ভাঃ॥

প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীশচী পরমানন্দে বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। শুভক্ষণে শুভবিবাহ সমারোহে সমাধা হইল। শ্রীগোলোকের সার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তিমতী মহালক্ষ্মী শ্রীশচীদেবীর ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে বিরাজ করিলেন। প্রভু প্রকৃত গৃহী হইলেন। কারণ, শাস্ত্রে আছে

ন গৃহং গৃহ মিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ উদ্বাহতত্ত্ব।

পণ্ডিতগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই প্রকৃত গৃহ বলিয়া থাকেন। যেহেতু, গৃহস্থব্যক্তি পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্ব পুরুষার্থ লাভ করেন।

আরও কথিত আছে—

"গৃহবাস সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্॥" দক্ষোক্তি।

অর্থাৎ গৃহবাস সুখের জন্য, সেই সুখের মূলই পত্নী।

এই মধুর বিবাহ-বিলাসের পূর্ব্বেই শ্রীবল্লভ-নন্দিনী শ্রীলক্ষ্মীর সহিত প্রভুর আন্তরিক মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। সে অতি মধুর কথা। একদিন গঙ্গাস্নান কালে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। লীলাশক্তি প্রভাবে কেহ কাহাকে চিনিতে না পারিলেও দর্শনমাত্রে উভয়ের স্বাভাবিক প্রীতি-ভাব উদিত হইল। শ্রীলক্ষ্মী—রুক্মিণী, শ্রীনিমাই—শ্রীকৃষ্ণ, উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বপ্রেমের নিশ্চয় হইল—রুদ্ধ প্রেমের উৎস হৃদয় প্লাবিয়া উথলিয়া উঠিল। উভয়েই প্রাণে প্রাণে উল্লাসিত হইলেন। তখন—

"প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥" ১১ ॥

শ্রীচৈঃ চঃ ॥

শ্রীলক্ষ্মী প্রীতি-পুলকিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গে পুষ্পচন্দন ও গলে মল্লিকা মালা দিয়া বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজগোপাঙ্গনাগণের কাত্যায়নী ব্রত সফল করিয়াছিলেন সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও হাস্যপ্রফুল্ল-মুখে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর পূজা অঙ্গীকার করিলেন। যথা—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥

শ্রীভাঃ ১০।১২।

হে সাধ্বীগণ! আমাকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত তোমাদের প্রেমাত্মক সঙ্কল্প ও কাত্যায়নী অর্চ্চন, তোমরা লজ্জাবশতঃ না প্রকাশ করিলেও আমি বিদিত হইয়াছি। তোমাদের কামনান্তর নাই বলিয়া আমি উহা অনুমোদন করিলাম। তোমাদের ঐ সঙ্কল্প সফল হইবার যোগ্য।

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিতে পারে ॥"

সপ্তম লহরী।

"যারে তান্ কৃপা হয় সেই জানে তানে।"

প্রেমোন্মাদিনী তটিনী যেমন সাগর-সঙ্গম-আকাঙ্ক্ষায় মৃদুতরঙ্গ-রঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া বহিয়া যায়, আর তাহার সরস-সংস্পর্শে উভয় তট-শোভিত তৃণ গুল্মাদি নবজীবন লাভে সুদৃশ্য হইয়া উঠে, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও স্বপ্রেম-প্রবাহে ভুবন ভাসাইয়া আপন মনে নাচিয়া গাহিয়া খেলিয়া গেলেন; আর তাঁহার পবিত্র স্পর্শে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার পাইল। যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে আলোকও আপনা আপনি উদ্ভাসিত হইয়া থাকে সেইরূপ শ্রীভগবান স্বয়ং স্বমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিবার জন্য ধরাধামে সুপ্রকট হইলেন আর জীবোদ্ধার। প্রেমদান প্রভৃতি ভুবন মঙ্গল কার্য্যগুলি আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রকটাবতারে প্রভু না চাহিলেও পাপীতাপীকে যাচিয়া এই সুদুর্ল্লভ প্রেমধন

দান করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমরা সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত। এখন আমাদিগকে ডাকিয়া চাহিয়া লইতে হইবে। যদি বলেন, চাহিয়া লইব তবে তিনি কিসের দাতা শিরোমণি? ভাই! আকাশে পূর্ণশশীর উদয় হইলে চন্দ্রকিরণ প্রাসাদ-পর্ণশালা সর্ব্বত্রই সমভাবে আলোকিত করে; কিন্তু যে ব্যক্তি জ্যোৎস্নাকে দু'চক্ষের বিষ বলিয়া ঘরের ভিতর দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে—জ্যোৎস্নাকে নিন্দা করাই যাহার মজ্জাগত অভ্যাস, বল দেখি, সে হতভাগ্য কি কখন সুধাংশুর স্নিগ্ধ-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারে? তাই বলি, ভাই, হৃদয়গত কুসংস্কার অপসারিত কর। ভুবন পাবন শ্রীগৌর ভগবানের কৃপা কণা লাভের জন্য কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর—প্রাণ খুলিয়া ভালবাসার হৃদয় লইয়া "হা প্রাণ গৌরাঙ্গ" বলিয়া ডাক। ভাই, যে যত বড় মহাপাপী সে তত অধিক প্রভুর করুণাপাত্র। আহা! এমন পাপীর সহায় দয়ার ঠাকুর আর ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া পাইবে না?—

"হেন অবতার ভাই, নাই কোন যুগে।
কোন অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে॥"

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা যেমন অসীম, তাহার লীলাও সেইরূপ অমানুষী ও অচিন্ত্য। তিনি বৈষ্ণব দেখিলেই তাঁহার সহিত শাস্ত্র যুদ্ধ করিতেন। বৈষ্ণবের উপরেই যেন তাঁহার অধিক আক্রোশ। প্রভুর লীলায় ইহা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! লীলার সূচনাতেই পাছে প্রভু সেবকগণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়েন বোধ হয়, সেইজন্য সেবকগণের সহিত অধিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন। যদিও "লুকাইতে নারে প্রভু ভক্তগণ স্থানে"। তথাপি শ্রীভগবানের ইচ্ছা বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই।

"ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
শ্রীচৈঃ ভাঃ॥

ভাই, ভগবদ্ভক্ত মহাত্মগণও প্রভুর মায়ায় বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদা ভাবিতেন—"আহা! এমন লোকললাম দিব্য শরীর—এমন কোটি কন্দর্প-নিন্দি রূপমাধুরী—এমন বৃহস্পতি-বিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রতিভা, ইহাঁতে কৃষ্ণ প্রেমরস নাই; কি ক্ষোভের বিষয়! ইহাঁতে যদি কৃষ্ণভক্তিরসামৃত সঞ্চারিত হয় তাহা হইলে এ বস্তুটী না জানি কি মধুরই না হয়!"—এই ভাবিয়া প্রভুর কৃষ্ণ ভক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এবং সাক্ষাতেও কেহ কেহ প্রভুকে দুষিয়া বলিতেন—"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে।"

দয়ালপ্রভু সেবকগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সহাস্যমুখে বিনয়পূর্ণবাক্যে উত্তর করিতেন—

"——তোমরা শিখাও মোর ভাগ্য ॥" ১২ ॥

অর্থাৎ তোমরা আমাকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করাও, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।" শ্রীভগবান্ ভক্তাধীন তাহাতে ভক্তাবতার রূপে ভুবনে ভক্তভাবের জ্বলন্ত আদর্শ দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং ভক্তের নিকট এরূপ দৈন্য প্রকাশ তাঁহার স্বাভাবিক। এমন কি তিনি সেব্য হইয়া স্বীয় সেবকগণের নিকটও দৈন্যপ্রকাশে সঙ্কুচিত হইলেন না। তাই শ্রীগৌরহরি শ্রীমুখে "তৃণাদপি সুনীচেন, "অমানিনা মানদেন" ইত্যাদি দৈন্যের মহামন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং এইরূপে স্বীয় লীলা জীবনে কেমন করিয়া দৈন্য আচরণ করিতে হয় তাহা উদ্ভ্রান্ত জগজ্জীবকে ভূরি ভূরি দেখাইয়া গিয়াছেন। আহা! এমন দীন-দয়াময়ের শ্রীনাম গানের মধ্যে আত্মহারা হইয়া থাকাতে কি আনন্দ – মরি! মরি! কি আনন্দ নিরভিমানী হইয়া প্রেমধামের পথিক হইতে—প্রেমময়ের চরণছায়ায় জুড়াইবার জন্য অগ্রসর হইতে!!

লীলাময় শ্রীগৌরহরি সকল ভক্তের সহিতই যে এরূপ বিনয়ভাবে আলাপ করিতেন, তাহা নহে। শ্রীমুকুন্দ দত্ত নামক একজন বৈষ্ণব শ্রীনবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন এবং শ্রীঅদ্বৈত সভায় কীর্ত্তন গান করিতেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিলে সহজে ছাড়িতেন না, ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন অর্থাৎ সঙ্গতি বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া তাহার সমাধানের জন্য প্রশ্ন করিতেন। প্রভুর কৃপা-শক্তিতে মুকুন্দও পরম পণ্ডিত। তিনি তাহার ব্যাখ্যা করিতেন এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রভু-ভৃত্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বাধিত। কিন্তু মুকুন্দের প্রতি প্রভু বড় সন্তুষ্ট। এক দিবস প্রভু ছাত্রগণ সঙ্গে চাঞ্চল্য করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পথে মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রভুকে দেখিয়া মুকুন্দ ভয়ে ভয়ে এক পাশে সরিয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা দেখিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিতে পার, ও বেটা আমারে দেখি পলাইল কেন?" গোবিন্দ বলিলেন, আমি জানিনা, বোধ হয় কোথায় উহার আর কোন প্রয়োজন আছে।" ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"—জানিলাঙ যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥১৩॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

কৃষ্ণ ভক্তিরসে যাঁহাদের প্রাণমন সদাবিভাবিত, কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য মিথ্যা বাক্যব্যয় ভাল লাগে কি? তাই,শ্রীবাস মুকুন্দাদি ভক্তগণ প্রভুর ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে প্রভুকে বহির্ম্মুখ ভাবিয়া দূরে দূরে থাকেন। এ লীলা বিচিত্র বটে। যিনি কৃষ্ণ-প্রেমরসে ভুবন ভাসাইবার জন্য অবতীর্ণ, তিনি কিনা আপনাকে বহির্ম্মুখ পরিচয় দিতেছেন? বোধ হয় ভক্তের নিকট আত্মসংগোপনের নিমিত্তই এরূপ বহির্ম্মুখতার পরিচয়।

বহির্ম্মুখ সংলাপ যে বৈষ্ণবগণের একান্ত অকর্ত্তব্য তাহা—"বহির্ম্মুখ সম্ভাষ করিতে না জুয়ায়।" বাক্যে স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা অবতার-বাদী, প্রভুর শ্রীমুখের কৃপাজ্ঞাই আমাদের নিকট বেদবিধি অপেক্ষা অধিক বলবতী ও প্রাণতুল্য রক্ষণীয়া। আবার শাস্ত্রেও বহির্ম্মুখ সম্ভাষের বহুল দোষ কীর্ত্তিত আছে। অতএব কৃষ্ণভক্তিবিমুখগণের সঙ্গ-সম্ভাষণ অবশ্য পরিত্যজ্য। যেহেতু—

অসদ্ভি সহ সঙ্গস্ত ন কর্ত্তব্য কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থ হানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চজায়তে॥

ভক্তশূর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি-বিহীন অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কদাচ করিবেনা। তাহাতে ঐহিক পারলৌকিক সর্ব্বার্থ সাধনের যে কেবল হানি হয়, তাহা নহে, নরকাদি ভোগও ঘটিয়া থাকে। অধিকন্তু—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমোদমোভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্॥ শ্রীভাঃ।

উহা দ্বারা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ ক্ষমা, শম, (অন্তঃকরণ উপরতি), দম, (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) ও ভাগ্য ইত্যাদি সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব—

বরং হুতবহ জ্বালা পিঞ্জরান্তর্ব্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরি চিন্তা বিমুখজন সম্ভাব বৈশসম্॥

কাত্যায়ন সংহিতা।

জ্বলন্ত অগ্নিশিখার পিঞ্জর মধ্যে বাস করা বরং ভাল তথাপি শ্রীকৃষ্ণচিন্তা-বিমুখ জনের সঙ্গ রূপ ক্লেশ ভোগ করিতে যেন না হয়।

এমন কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে তাহারও সঙ্গ পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যথা—

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃস্মৃতাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোমপানাদি বর্জ্জয়েৎ॥"

হঃ ভ, ধৃত পদ্মপুরাণম্।

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালেরও অধম। তাহাদের সহিত সম্ভাষণ তাহা-দিগকে স্পর্শ এবং তাহাদের সহিত সোমপান, সহবাস অন্নভক্ষণাদি অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

রমণীগণের ক্রীড়া-মৃগ, শিশ্নোদর-তর্পণ-পর ব্যক্তিগণকে অসাধু বলা যায় বটে,কিন্তু যাহারা অভক্ত তাহারাই অসাধুর শ্রেষ্ঠ। ভগবদ্ভক্তির অভাবে তাহা-দিগকে সর্ব্ব দোষই আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা কোথাও শ্রেয়ো-লাভ করিতে পারেনা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে লিখিত আছে—

ভগবদ্ভক্তি হীনা যে মুখ্যাঽসন্তস্ত এব হি।
তেষাং নিষ্ঠাশুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি॥

যাঁহারা শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিহীন তাহারাই মুখ্য অসাধু। সচ্চরিত্র হইলেও কুত্রাপি তাহাদের শুভগতি হয় না।

অসাধুর সঙ্গ-সম্ভাষণ কৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে যে অতীব দোষাবহ তাহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং এইরূপ বহির্ম্মুখ ভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় ভক্তগণের আচরণ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এবং গৌণভাবে বুঝাইলেন—যখন অসৎসঙ্গ জীবের নরকনিদান, তখন সাধু সঙ্গই জীবের পরম শুভপ্রদ, সুতরাং অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গের অচিন্ত্য মহিমার কিঞ্চিদ্ভাগ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সর্ব্বাবতার-সুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইরূপে বহির্ম্মুখের দোষ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া মুকুন্দকে উপহাসচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"—আরে বেটা কথোদিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক।"

তারপর শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"—আগে পঢ়ো কথোদিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিণ॥
এমত বৈষ্ণব মুঞি হইব সংসারে।
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তিগায়॥ ১৪॥

শ্রীচৈঃ, ভাঃ।"

এই শ্রীমুখোক্তি শ্লেষব্যঞ্জক হইলেও প্রভু এস্থলে সত্যবাদিতার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিকই শ্রীগৌরহরি এমন বৈষ্ণব হইলেন যে তাহা কেবল ভূলোকে নহে দ্যুলোকেও অতি দুর্ল্লভ। আহা! এমন পতিত-পাবন বৈষ্ণবের আদর্শ আর কি কোথাও আছে? অজভব এই বৈষ্ণব-নিধির পদ-রজ-স্পর্শে পবিত্র হইবার জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ হইলেন—দীনহীন কাঙ্গাল বেশে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে লুটাইলেন। "আমি এমন বৈষ্ণব হইব, অজভবও আমার দ্বারস্থ হইবেন,—প্রভুর এই বাক্য পরিহাস সূচক মনে করিয়া শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ হাসিলেন, কেহ বা শ্রীনিমাইপণ্ডিতকে নাস্তিক মনে করিলেন—"নিমাই ব্রহ্মা শিবকেও মানেন না।"

"এই মত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥"

অষ্টম লহরী

"সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভৃত্যজয়।"

জগৎপাবন শ্রীগৌরাঙ্গবতার বিনা ভক্তি ও ভক্তের গৌরবের এমন দিন

আর হয় নাই। দয়াল প্রভুর স্নেহময় মধুর আকর্ষণে সমাজের উচ্চাধিকারী হইতে সমাজের অতি ঘৃণ্য অস্পৃশ্য শ্বপচাধমও সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের সমান অধিকারী হইয়া সুরপদকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন—তাঁহারাও ভুবন-বরেণ্য হইয়া অশেষ পাপীর উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। আহা! এমন কি—

"সর্ব্বলোকে ছাড়ে যারে অপরশ বলি।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥"

যে অবতারে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা—দয়ার, প্রেম-পবিত্রতার পুণ্যপ্রবাহ ঘটিয়াছিল, তাহা যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার না হয়, তবে আর কাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলিব? আবার যিনি—

"সৌন্দর্য্যে কামকোটি সকল জন সমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি বাৎসল্যে মাতৃ-কোটি স্ত্রিদশ বিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে। গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধি কোটি মধুরিমণি সুধাক্ষীর মাধ্বীক কোটি—গৌরদেব স জীয়াৎ রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্য কোটিঃ॥ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত।

অর্থাৎ যিনি সৌন্দর্য্যে কোটি কন্দর্প, জগজ্জনের প্রীতি বিধানে কোটিচন্দ্র, বাৎসল্যে কোটি জননী, ঔদার্য্যে কোটি কল্পতরু, গাম্ভীর্য্যে কোটি সমুদ্র এবং মাধুর্য্যে কোটি সুধাক্ষীর-খণ্ড, সেই প্রণয়-রস-বিষয়ে কোটি কোটি বৈচিত্র্য প্রদর্শক শ্রীগৌরাঙ্গদেব জয়যুক্ত হউন।

মরি! মরি এ বস্তু—এই গোলকের গৌরবনিধি কিরূপ অপূর্ব্ব অনুপম মধুর বস্তু—তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? কিন্তু আমরা এমনই কর্ম্মক্লান্ত অলস—কলুষকালিমায় আমাদের আত্মা এমনই অতিমাত্র মলিন যে, আমরা সেই প্রাণের প্রিয়তম দেবতা—হৃদয়ের সারধন শ্রীগৌরশশীকে আজও ভাল চিনিতে পারিলাম না—আজও তাঁহার প্রেমে, তাঁহার নামে প্রাণ মজাইয়া পরমানন্দ উপভোগের প্রয়াস পাইলাম না। কি দুর্ভাগ্য? অনিত্য সংসার সম্পদের মধুর স্বপন আজিও যে হৃদয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে—অতৃপ্ত সুখাসক্তির মোহন গীতি আজও যে প্রাণের মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে। দুঃখ-শোক-তাপ যে জীবন যজ্ঞের আহুতি, সে উৎকণ্ঠাময় জীবনে সুখ কোথায়? আমরা ত ব্যাকুলভাবে প্রবৃত্তির স্রোতে পড়িয়া ক্রমশঃই অশান্তির রাজ্যে নীত হইতেছি। তথাপি যে পরমধনকে পাইলে আর কিছুরও জন্য ব্যাকুল হইতে হয় না—কি পরিতাপের বিষয়! আমরা ভুলেও সে দয়ানিধির করুণা

লাভের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতেছি না। কিন্তু পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন দয়াল—তেমনই দাতাশিরোমণি। যে দুর্ল্লভ রসের কণামাত্র পাইলেও শিব বিরিঞ্চি মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করেন, দয়াল প্রভু, সেই কৃষ্ণপ্রেম-রসের সদাব্রত-দানভাণ্ডার জগজ্জনের জন্য সদা উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। অতএব আইস, যে যেখানে আছ, অসঙ্কোচে আইস, বাধা নাই—বিচার নাই, যত পার এ অমৃত-রস আস্বাদন কর,—ভবব্যাধি দূরতো হইবেই—পিপাসারও শান্তি হইবে—হৃদয় অনির্ব্বচনীয় ভূমানন্দে ভরিয়া যাইবে।

শ্রীভগবান ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই ভক্তের হৃদয়হারী আকুল আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া অবতার গ্রহণ করেন। অবশ্য এ অবতার ব্যাপারে শ্রীভগবানের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকিতে পারে কিন্তু মুখ্যতঃ ভক্তের প্রতি অজস্র করুণাধারা বর্ষণের জন্যই যেন তাঁহার প্রকট আবির্ভাব। ভক্ত, ভগবানের প্রাণস্বরূপ। এমন কি তিনি প্রেয়সী অপেক্ষাও ভক্তকে অধিক প্রিয়তম জ্ঞান করেন। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ উহা স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। এ জন্য শ্রীভগবান্ ভক্তের জয় সর্ব্বকালই বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সকল অবতারেই এরূপ ভক্ত-পক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গবতারে স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভক্তের মহিমা গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

অখণ্ড মূর্ত্তানন্দ শ্রীশচীনন্দন শিষ্যগণ সঙ্গে বিদ্যাবিলাস রঙ্গে নিমগ্ন। এই সময়ে একদিন শ্রীপাদমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সমুদ্র-গভীর প্রেমের হৃদয় লইয়া সন্ন্যাসীবেশে শ্রীনবদ্বীপধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পর একটী প্রেমে-ঢলঢল বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে পাইয়া শ্রীনবদ্বীপের শ্রীঅদ্বৈত প্রমুখ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আনন্দের উদ্দাম উৎস উৎসারিত হইল। শ্রীপাদ্ পুরী গোপীনাথ আচার্য্যের বাড়ীতে কয়েকমাস রহিলেন। তাঁহার সহিত প্রভুর পরিচয় হইয়াছে, প্রভু তাঁহাকে নিত্য দেখিতে যান। শ্রীপাদ-পুরী কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সর্ব্বদা বিহ্বল। তিনি স্বরচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" নামক একখানি শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও গদাধরকে শ্রবণ করান। শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভুকে প্রাণের ঠাকুর বলিয়া জানেন না, "নিমাই পণ্ডিত" বলিয়া জানেন, অথচ প্রভুকে দেখিলে তাঁহার প্রাণমন উল্লাসে পুলকিত হয়। শ্রীপাদপুরী একদিন গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন "নিমাই! তুমি পরম পণ্ডিত, আমি এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক

গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি,ইহার কোন স্থানে কোন দোষ থাকিলে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবে, আমি তাহাতে সন্তোষলাভ করিব।"

এই কথা শুনিয়া বিনয়ের খনি শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

"—ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খে বলে "বিষ্ণায়" "বিষ্ণবে" বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥ ১৫ ॥

শ্রীচৈঃ ভাঃ।

মধুর কৃষ্ণ কথামৃত জাহ্নবীর পুতধারা অপেক্ষাও অতি পবিত্র এবং তাহার মহিমাও অপরিসীম। যে কোন রূপেই হউক এই সুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণ কথা, আলোচনা দূরে থাক্ একবার রসনায় উচ্চারিত হইলেই এক অচিন্ত্য ফল-প্রদান করেন। এমন কি—

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যম্বা স্তোভং হেলন মেববা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ মশেষাঘহরং বিদুঃ॥ শ্রীভাঃ॥

সঙ্কেত অর্থাৎ পুত্রাদির নামগ্রহণ ছলে, পরিহাস প্রসঙ্গে,সঙ্গীতালাপে কিম্বা অবজ্ঞা করিয়া শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিলেও অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ যাহাতে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি লীলাগুণের প্রসঙ্গ আছে তাহা স্বকল্পিত অসত্য হইলেও সত্য ও মঙ্গলপ্রদ। এবং—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃনাং
যদুত্তমঃ শ্লোক যশোঽনুগীয়তে॥ শ্রীভাঃ।

অর্থাৎ যাহাতে উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা বর্ণিত আছে তাহাই রমণীয়, তাহাই রুচিপ্রদ অতি পুরাতন হইলেও তাহাই মনের নিত্য মহোৎ-সবকর এবং জীবের শোকার্ণব শোষক।

এ হেন সর্ব্বতাপ-নিবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-কথামৃত আবার ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখ

নির্গলিত হইলে যে কি অপূর্ব্ব মহামধুর—কি অনন্ত গুণসম্পন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে?—কে বলিতে পারে, তাহার মহিমামাধুরী কিরূপ অদ্ভুত!

আবার যিনি ভক্তিলক্ষণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বা তদ্ধর্ম্মের কিঞ্চিৎমাত্রও প্রকাশ করেন তিনিই গুরুস্বরূপে নিরন্তর পূজনীয়। যথা—

শ্লোক পাদস্থ বক্তাপি যঃ পূজ্য স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণো: স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র।

যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তদ্ধর্ম্মাদিমাহাত্ম্য বিস্তার করেন তাঁহার কথা দূরে থাক, পাদমাত্র শ্লোকবক্তাও গুরু বলিয়া নিরন্তর পূজার যোগ্য।

তাই ভক্তপ্রাণ শ্রীগৌর ভগবান বিনয় সহকারে বলিলেন—"শ্রীপাদ! একেই তো কৃষ্ণ কথা নিত্যশুদ্ধ সুনির্ম্মল; তাহাতে আবার ভক্তের বর্ণনা। (যেমন তেমন ভক্ত নহেন—সর্ব্বজন পূজ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী—প্রেমের খনি—প্রেমময় শ্রীভগবানের অতি প্রিয় ভক্ত)। ভক্তের কবিত্ব যেমনই হউক, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। যে হেতু—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

শ্রীবিষ্ণুর প্রণাম কালে মূর্খব্যক্তি "বিষ্ণায় নমঃ" বলে এবং পণ্ডিত ব্যক্তি "বিষ্ণবে নম" বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে উভয়েরই সমান পুণ্য, কেননা ভগবান্ ভাবগ্রাহী। তিনি ভক্তের শ্রীমুখোক্তির বর্ণগত বা শব্দগত দোষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি বিভাবিত প্রীতিভাবই গ্রহণ করেন। অতএব—

"ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনা মাত্রে কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার যে প্রেমের বর্ণন।
ইহা দূষিবেক কোন সাহসিক জন॥

ঠাকুরের এই বিনয় মধুর বাক্যে শ্রীঈশ্বর পুরীর সর্ব্বশরীর যেন অমৃতসিক্ত হইল। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে হৃদয় প্লাবিয়া প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস বহিল। পুরী প্রেম গদ্‌গদকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন—যেখানে দোষ থাকে তুমি অবশ্য তাহা বলিবে।"

ইহার পর একদিন গ্রন্থপাঠের সময় প্রভু একটী শ্লোকের ধাতু লাগে না।

সর্ব্বশরীর যেন অমৃতসিক্ত হইল। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে হৃদয় প্লাবিয়া প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস বহিল। পুরী প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন—"তোমার তাহাতে দোষ নাই। যেখানে দোষ থাকে তুমি অবশ্য বলিবে।"

ইহার পর একদিন গ্রন্থপাঠের সময় প্রভু একটী শ্লোকের ধাতু লাগেনা বলিয়া ভুল ধরিলেন। বলিলেন—"এ ধাতু আত্মনেপদী নয়"—পরস্মৈপদী হইবে। শ্রীঈশ্বরপুরী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও তিনি তখনই ইহার উত্তর করিতে পারিলেন না। পরদিন প্রভু আসিলে, বলিলেন-"তুমি যাহা পরস্মৈপদী বলিলে আমি তাহা আত্মনেপদী করিয়াছি।" ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন। ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি—ভক্তের জয় ঘোষণা করিবার নিমিত্ত ভক্ত-প্রিয় শ্রীগৌরহরি আর তাহাতে কোন দোষ ধরিলেন না। সকল কালেই শ্রীভগবান এইরূপ ভক্তের জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন।

কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিন্তু ভক্ত-শূর ভীষ্ম তাঁহাকে নিশ্চয়ই অস্ত্রধারণ করাইবেন বলিলেন। ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইলনা। ভীষ্মের অব্যর্থ শরে অর্জ্জুনকে কাতর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের সংহার জন্য চক্রধারণ করিয়া রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন। এই ব্যাপারে শ্রীভগবান্ একদিকে যেমন ভক্তাধীনতা ও ভক্তবাৎসল্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, অন্যদিকে ভক্তবাক্য সার্থক করিয়া ভক্তের বিজয়-গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন।

আবার ভক্ত-মহারাজ অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসার উপাখ্যানে শ্রীভগবান্, ভক্তের মহিমা কিরূপ বাড়াইয়াছেন তাহা ভক্ত-পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বিবৃত হইল। একদা মহারাজ অম্বরীশ দ্বাদশীকৃত্য সমাপন করিয়া পারণের উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মহারাজ ঋষির যথোচিত সৎকার করিয়া ভোজনার্থ অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ঋষির তখনও মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া-কলাপ সমাপন হয় নাই। তিনি কালিন্দীতটে গমন করিলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইল, ঋষি প্রত্যাগমন করিলেন না। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট; ইহার মধ্যে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হয়, অথচ অতিথিও অভুক্ত। ধর্ম্মজ্ঞ অম্বরীষ ধর্ম্ম সঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার পূর্ব্বক তিনি জলমাত্র পান করিয়া ব্রতরক্ষা করিলেন। শ্রুতি বলেন—"আপোঽশ্নাতি যত্তন্নৈবাশিতং ভবতি নৈবানশিতামিতি।" অর্থাৎ জলমাত্র পানকে ভোজন ও অভোজন দুই

বলা যায়। অতএব দ্বাদশীর অনতিক্রমে ভোজন এবং ব্রাহ্মণের অনতিক্রমে অভোজন এই উভয়দিক রক্ষিত হইল। অনন্তর দুর্ব্বাসা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিয়া প্রজ্ঞাবলে সকলই জানিলেন। ব্রাহ্মণের ভোজন না হইতেই রাজা স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ং ভোজন করিয়াছেন, এই বলিয়া ঋষি ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া একটী জটা উৎপাটন করিয়া জ্বলন্ত কালানল সদৃশ এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। কৃত্যা অসিহস্তে রাজার বধসাধনে উদ্যত হইল। ভক্তের এই শঙ্কট অবস্থা দেখিয়া শ্রীভগবান্ ভক্তের রক্ষার জন্য স্বীয় চক্র প্রেরণ করিলেন। চক্র নিমেষে সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া দুর্ব্বাসার দিকে ধাবমান হইলেন। ঋষি এই আকস্মিক বিপত্তিতে অতিমাত্র ভীত হইয়া নানাদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চক্রও স্বীয় দিগ্দাহী তেজপ্রভাব বিস্তার করিয়া পলায়নপর ঋষির পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শেষে ব্রহ্মা ও শঙ্করের নিকটও অভয়াশ্রয় লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ভক্তদ্রোহী ঋষি অত্যন্ত কাতরভাবে সেই ভক্তপ্রিয় শ্রীভগবানের পাদমূলে গিয়া পতিত হইলেন। শ্রীভগবান্ সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন—

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভি গ্র'স্ত হৃদয়ো র্ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

ওহে দ্বিজ! আমি ভক্ত পরাধীন অস্বতন্ত্রের ন্যায়; ভক্তজন আমার প্রিয়, একারণ সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে। অতএব তুমি, সেই মহাত্মা অম্বরীষের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করাইতে যত্নপর হও—তবে তোমার এ উৎপাতের শান্তি হইবে।”

শ্রীভগবানের আদেশে চক্রতাপিত ঋষি তৎক্ষণাৎ অম্বরীষের সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন—কাতরপ্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। অম্বরীষ ভগবচ্চক্রের স্তুতি করিয়া শান্ত করিলেন। ঋষি পরিত্রাণ লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তের মহামাহাত্ম্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন।

এস্থলে শ্রীভগবান্ অনায়াসেই চক্রকে নিবারণ করিয়া ঋষিকে রক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করিলেন না—কেবল ভুবনমাঝে ভক্তের বিজয় মহিমা জ্বলন্ত অক্ষরে প্রতিফলিত করিবার জন্য!—দেখাইলেন—ভক্তের সান্ত্বনা ভিন্ন ভক্তদ্রোহীর ত্রিভুবনেও পরিত্রাণের উপায় নাই। এইরূপে—

“সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভৃত্যজয়।
এই তান্ স্বভাব সকল বেদে কয়॥

নবম প্রবাহ।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সংসার-দাবানল-দগ্ধ জগজ্জীবের শান্তিবিধানের নিমিত্ত করুণাধারাববর্ষী জলদ স্বরূপ। শুষ্কধর্ম্মের উত্তপ্ত সৈকতপ্রান্তরে দয়াল প্রভু, ভক্তির স্নিগ্ধ-ধারা বর্ষণ করিলেন, আর অমনি তাহা শত শত ভক্তের প্রাণকে রসাইয়া গলাইয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় শক্তিলাভে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া তরতর বেগে প্রবাহিত হইল। সেই অমিয়-শীতল ভক্তি-প্রবাহে জীবজগতের দুঃখ দুর্ভোগ ক্রমশঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যে নিবিড় জলদের অপার করুণা-ধারা-সম্পাতে এরূপ অভাবনীয় সুখ-শান্তির তরঙ্গ উঠিল—সেই ব্রজের জলদ-শ্যামই যে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দন নিমাই পণ্ডিত-রূপে বিদ্যাবিলাস-রঙ্গে বিভোর, তাহা কেহই তখন জানিতে বা বুঝিতে পারিল না। প্রভুর মায়ানাটে বিমোহিত হইয়া তখন ভক্ত ও অভক্ত সকলেই প্রভুকে একজন প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত মনে করিতে লাগিলেন। প্রভু শিশু-কালে ব্যাকরণ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেই তিনি বড় বড় পণ্ডিতকে বিদ্যাবিচারে পরাস্ত করেন।

একদিন প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে নগর ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় মুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুকুন্দের হাতে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥" চৈঃ ভাঃ। ১৭॥

মুকুন্দ বড়ই বিব্রত হইলেন। ভাবিলেন—"তাইতো, আজ কেমন করিয়া ইহার হাত এড়াইব। তবে নিমাই ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছেন, উঁহাকে অলঙ্কার জিজ্ঞাসা করিয়া পরাভব করিব।" এই ভাবিয়া মুকুন্দ বলিলেন—"পণ্ডিত! ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র, ইহা বালকদেরই বিচার্য্য। অতএব তোমার সঙ্গে অলঙ্কারের বিচার করিব।" প্রভু বলিলেন—

"—বুঝ তোর যেবা লয় মনে।" চৈঃ ভাঃ। ১৮॥

অর্থাৎ তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই জিজ্ঞাসা কর।"

এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ বাছিয়া বাছিয়া কবিতালঙ্কার জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বশক্তিময় শ্রীগৌরচন্দ্র তাহার বিচার পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া তাহাতে ভূরিভূরি দোষ দেখাইলেন। মুকুন্দ সে খণ্ডন আর স্থাপন করিতে পারিলেন না, হারি মানিলেন। তখন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—

"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝাবাঙ ঝাট্ আসিবারে চাহ॥ চৈঃ ভাঃ। ১৯॥

আজি ঘরে গিয়া ভাল করিয়া পুথি দেখগে, তারপর কাল ত্বরা করিয়া আসিবে, আমি বুঝাইব।"

প্রভুর এই শ্লেষব্যঞ্জক কথায় মুকুন্দ কিছু অপ্রতিভ হইলেন বটে, কিন্তু প্রভুর চরণের ধুলি লইয়া প্রফুল্লমনে ভাবিতে লাগিলেন –

"মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নহিব, অভ্যাস নাহি যথা॥
এমন সুবুদ্ধি, কৃষ্ণভক্ত হয়ে যবে।
তিলেক ইঁহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥"

মুকুন্দ প্রভুকে বহির্ম্মুখ ভাবিয়া তদীয় কৃপাসঙ্গ হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু ভক্তবৎসল। তিনি আর কতদিন ভক্তকে শ্রীপাদ-পদ্মের শীতল ছায়া হইতে দূরে রাখিবেন? তাই তিনি এরূপ বিচার প্রসঙ্গে মুকুন্দকে আপনার কৃপা-সান্নিধ্যে আকর্ষণ করিলেন। মুকুন্দ ধন্য হইলেন।

তারপর আর একদিন গদাধরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রভু তাঁহাকে দুইহাতে ধরিয়া রাখিয়া বলিলেন—

"ন্যায় পড় তুমি, আমা যাও প্রবোধিয়া। চৈঃ ভা। ২০॥

গদাধর বলিলেন—"জিজ্ঞাসা কর।" তখন প্রভু বলিলেন—

"——কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥ চৈঃ ভাঃ। ২১॥

গদাধর বলিলেন—"আত্যন্তিক দুঃখনাশ। ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ।" গদাধরের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু "ব্যাখ্যা করিতে না জানিলে"—বলিয়া তাহা নানারূপে দূষিতে লাগিলেন। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই মুক্তি, ইহাই নৈয়ায়িকদিগের মত। গদাধর ন্যায় পড়েন, তাই তিনি মুক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। বন্ধনের বিপরীত যাহা, তাহার নামই মুক্তি। জীবের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত দেহাদিতে যে "আমি আমার" সম্বন্ধাভিনিবেশ জন্মে তাহাই ঐহিক সুখ দুঃখের কারণ এবং ইহার নামই বন্ধন। জ্ঞানপ্রভাবে জীবের এই বন্ধন মোচন হইলে জীবকে আর সুখদুঃখের চক্রপাকে জন্মে জন্মে ঘুরিতে হয় না। জীব বাসনা-জালে আবদ্ধ হইয়া আমরণ কেবল দুঃখের প্রতিকার করিয়া বেড়াইতেছে এবং ভাবী জীবনেও তাহাই করিবে। যদি

কোন উপায়ে জীবের এই দুঃখভোগের অবসান ঘটে—অনন্তকালের মধ্যেও যদি দুঃখের মুখাবলোকন করিতে না হয় তাহা হইলে সেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাকেই মুক্তি বলা যায়। আবার বেদান্ত বলেন—দুঃখ ব্যতিরেকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের নামই মুক্তি। মুক্তিবাদ সম্বন্ধে নানাজনে নানা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন বাহুল্যবোধে এস্থলে অধিক আলোচিত হইল না। পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

দেহাত্মাভিমান ও তদভিনিবেশ অপগত হইলেই চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিতেই জ্ঞানের প্রসারতা এবং জ্ঞানের প্রসারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব সচ্চিদানন্দের অংশ কণা। সুতরাং জীবের স্বরূপ নিত্য আনন্দময়। অবিদ্যার অজ্ঞানাবরণ জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়া জীব সংসারে বন্ধনজনিত দুঃখভোগ করে। কোন উপায়ে এই বন্ধন দুঃখের বিনিবৃত্তি ঘটিলে জীবের যে স্বরূপাদি সাক্ষাৎকার জন্য পরমানন্দ উপস্থিত হয়, তাহার নামই মোক্ষ বা মুক্তি। ফলতঃ জীব স্বস্বরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণদাসরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য প্রেমানন্দ উপভোগের নামকেই বিশুদ্ধমুক্তি বলা যাইতে পারে। ইহারই অপর নাম নির্গুণা ভক্তি! নির্ম্মল ভক্তিসুখের নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বোধ হয়। প্রেম-সাধিকা ভক্তি মুক্তির অনেক উচ্চে অবস্থিত। যথা—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি কর্ম্মতঃ।
সেয়ং সাধন সহস্রৈ র্হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা॥

অর্থাৎ জ্ঞানের অনুশীলনে মুক্তি সহজে লাভ হইতে পারে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগসুখও সহজে পাওয়া যায় কিন্তু এরূপ সাধন সহস্র দ্বারাও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ।

ভক্তিসুখ নিষ্কাম; সুতরাং উপাধিশূন্য। কিন্তু মুক্তি স্বতন্ত্র কামনা বিশেষ, সুতরাং উপাধি বিশিষ্ট। অতএব মুক্তিসুখ ঔপাধিক সুখ। মুক্তি ভক্তিসুখকে আবৃত করে বলিয়া ভক্তগণ ইহাকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ করেন। যথা—

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥ শ্রীঃ ভাঃ।

ভক্তগণ আমার সেবা (শ্রীভগবৎসেবা) ব্যতিরেকে সালোক্য, (ভগবানের সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (চতুর্ভুজাদি সমান-রূপ), সামীপ্য (পারিষদত্বাদি লাভ) এবং একত্ব (ব্রহ্মসাযুজ্য) এই পঞ্চবিধ

মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না, কেবল কৃষ্ণ সেবার বাধক বলিয়া। স্বর্গাদি মায়িক ভোগ ও সাযুজ্য মুক্তি, কালের দ্বারা আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ সাযুজ্যমুক্তি দ্বারা জীবের সত্তাকাল অপরাধ কবলে পতিত হয়। এজন্য ভক্তগণ সাযুজ্যকে নরক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যথা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে।

অর্থাৎ কর্ম্মীর স্বর্গভোগ আকাশ-কুসুম সদৃশ এবং জ্ঞানীর সাযুজ্য মুক্তি নরকের তুল্য। তাই কোন সাধক বলিয়াছেন—"চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।"ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মুক্তি দ্বিবিধা কথিত আছে। যথা—

হরিভক্তি স্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তি মিচ্ছন্তি সাধবাঃ॥

অর্থাৎ হরিভক্তি ও নির্ব্বাণ ভেদে মুক্তি দ্বিবিধা। নির্ব্বাণ অপেক্ষা হরি-ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠতমা মুক্তি তাহা ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। অতএব আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তির প্রকৃত লক্ষণ নহে। শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনরূপ ভক্তির একাঙ্গভজনই জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয়, পরন্ত পরম পুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত যখন শ্রীভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন পাপ দুঃখাদি আপনা হইতেই ক্ষয় পায় এবং মুক্তিও আপনা হইতে সংসিদ্ধ হয়। পাপাদি ক্ষয় ও মুক্তি নামের আনুষঙ্গিক ফল।—

"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তিপাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সুর্য্যের প্রকাশ॥" চৈঃ চঃ।

অতএব ভক্ত এই আনুষঙ্গিক ফলের জন্য আকুল হইবেন কেন? আনুষঙ্গিক ফল তো জীবের চরম লক্ষ্য হইতে পারেনা। সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখ নাশ মুক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ নহে—শ্রীহরিভক্তিলাভই জীবের শ্রেষ্ঠমুক্তি। বোধ হয়, এইজন্যই প্রেমভক্তির মহোদধি শ্রীগৌরাঙ্গ, গদাধরকে ব্যাখ্যা করিতে জানিলে না বলিয়া দূষিলেন। এত বড় তার্কিক কে যিনি স্বয়ং সরস্বতি-পতিকে বিচারে পরাস্ত করিবেন? প্রভু পূর্ব্বোক্ত মুক্তিলক্ষণ সম্বন্ধে নৈয়ায়িক মতকে নানারূপে দূষিলেন! কিন্তু কিরূপ প্রমাণাদি প্রয়োগে দূষিলেন তাহার মীমাংসা করা এ শাস্ত্রজ্ঞান হীন অজ্ঞ জীবাধমের সাধ্যাতীত। সুপণ্ডিত ভাবুক ভক্তগণই উহার বিচার মীমাংসার প্রকৃত অধিকারী।

গদাধর প্রভুর সহিত তর্কযুদ্ধে হারিলেন। হারিয়া মনে মনে ভাবিলেন "আজি বর্ত্তি পলাইলে" অর্থাৎ আজ একবার পলাইতে পারিলে বাঁচি। তখন ভক্তের মনোভাব অবগত হইয়া প্রভু বলিলেন -

"——গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিয়াও তুমি আসিহ সত্বর॥" চৈঃ ভাঃ। ২২॥

গদাধর নমস্কার করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীনিমাই শিষ্যগণ সঙ্গে জাহ্নবীর পবিত্র পুলিনে বসিয়া ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনবদ্বীপের ভাগবতগণও সন্ধ্যা হইলে গঙ্গাতীরে আসিয়া পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে আনন্দোপভোগ করেন। তাঁহারা দূর হইতে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনিয়া হর্ষ-বিষাদ ভাবিতে লাগিলেন। হর্ষ—শ্রীনিমাই এত অল্পবয়সে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বিষাদ—তিনি কৃষ্ণভজন করেন না। তাঁহারা স্নেহ-পরবশ হইয়া প্রতিদিনই কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন—

"হেন কর কৃষ্ণ! জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্যমন॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ! দেহ আমা সভাকারে॥" চৈঃ ভাঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্য্যামী, ভক্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি সেই হইতে শ্রীবাসাদি কৃষ্ণভক্তগণকে দেখিলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। এবং ভক্তের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিতেন। কেননা, "ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।" কোন কোন ভক্ত সাক্ষাতেই প্রভুকে কহিতেন—"পণ্ডিত! কেবল বিদ্যাচর্য্যা করিয়া বৃথা কালযাপন করিতেছ কেন? কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই লোকে লেখা পড়া শিখে। সে যদি না হইল তবে বিদ্যায় কায কি?"

ভক্ত ভগবানের মধ্যে এ লীলা অদ্ভুত বটে। ভক্তগণ যাঁহাকে কৃষ্ণ ভজিতে উপদেশ দিতেছেন, তিনিই যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই যে জগতে কৃষ্ণ-ভক্তির উদ্দাম-প্রবাহ প্রবাহিত করিবার জন্য ধরামাঝে অবতীর্ণ তাঁহারা প্রভুর মায়ায় তাহা জানিতে পারিতেন না। প্রভু বিনয়পূর্ণবাক্যে সহাস্যে উত্তর করিতেন—

——"বড়ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার॥

তুমি সব কর যার শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান্॥
কথোদিন পঢ়াইয়া মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবে কাছে॥" চৈঃ ভাঃ। ২৩॥

তোমরা আমাকে কৃষ্ণভক্তিসার শিক্ষা করাও সে আমার পরম সৌভাগ্য। বিশেষতঃ তোমরা কৃষ্ণভক্ত, তোমরা যাহার শুভানুসন্ধান কর আমার মনে হয় সেই ভাগ্যবান্। আমার ইচ্ছা আছে—কিছুকাল পড়াইয়া কোন ভাল বৈষ্ণবের সঙ্গ লইব।"

প্রভু এস্থলে সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিলেন কিন্তু প্রভুর মায়াশক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া সেবকগণ ঐ শ্রীমুখোক্তিকে উপহাস ব্যঞ্জক মনে করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি প্রভুকে একবার দেখিলেন—একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন—বা তাঁহার বিষয় একবার মনে মনে ভাবিলেন, তিনিই প্রভুর প্রতি এমন আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, ক্ষণেকের জন্যও তদীয় সঙ্গ বা আলোচনা ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন না।

"দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দীপ্রায় হয় যেন পরে প্রেমফাঁস॥" চৈঃভাঃ॥

এইরূপ লীলা করিতে করিতে প্রভু একদিন অপ্রকৃতস্থ হইয়া প্রেমভক্তি বিকার সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ প্রভুর বায়ুবিকার উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া বিষ্ণু তৈলাদির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু—

আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে॥ চৈঃ ভাঃ।

কিছুতেই কিছু হইল না। প্রভু এই অবস্থায় 'আপনা প্রকাশ' করিয়া অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—

"—মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধরেঁ। মোর নাম বিশ্বম্ভর॥
মুঞি সেই, মোর তো না চিনে কোন জন॥" চৈঃ ভাঃ। ২৪॥

আমিই সর্ব্বলোকেশ্বর। আমিই বিশ্বকে ধারণ পোষণ করিতেছি; তাই আমার নাম বিশ্বম্ভর। আমিই সেই—গোলোকের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে 'মুঞি' শব্দ তিনবার উল্লেখ করিয়া প্রভু এক অত্যুজ্জ্বল মহান সত্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রভু যে সর্ব্ব লোকেশ্বর এই বাক্যের দৃঢ়তার জন্যই

প্রভু দুইবার "মুঞি" শব্দের উল্লেখ করিলেন। পরন্তু অজ্ঞলোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই তৃতীয়বার "মুঞি সেই" বলিয়া ত্রিসত্য করিলেন।

আবার তিনিই যে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিন তত্ত্ব, তাহাও এতদ্বারা বুঝাইলেন। ভগবদ্ভক্তগণ যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ বলেন, "মুঞি সর্ব্বলোকেশ্বর" বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গই যে সেই পূর্ণতত্ত্ব শ্রীভগবান্ তাহা স্পষ্ট বিঘোষিত হইয়াছে। তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥
প্রকাশ বিশেষে তিহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণভগবান॥"—চৈঃ চঃ।

অতএব যোগীগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই পরমাত্মাও যে শ্রীগৌরাঙ্গের অংশ তাহা "মুঞি বিশ্বধরোঁ মোর নাম বিশ্বম্ভর" বাক্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভু যে স্বীয় অংশ বিভূতি দ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মারূপে জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তাহা এই শ্রীগীতাপ্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে। যথা—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তোমার এ সকল বহুবিষয় জানিবার প্রয়োজন কি? আমিই একাংশ দ্বারা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া

আবার ব্রহ্মবাদীরা "সোঽহং" বলিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করেন, সেই ব্রহ্মও যে শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গকান্তি তাহা "মুঞি সেই" বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ যে অদ্বয়তত্ত্ব প্রকাশভেদে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত, সেই সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিই যে তিনি স্বয়ং সুপ্রকট, তাহা প্রভু আপন শ্রীমুখে জগতের কর্ণে ঘোষণা করিলেন; কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারিল না;—ভাবিল, প্রভু ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন। তার পর প্রভু স্ব-ইচ্ছায় সে ভাব সম্বরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

প্রভু একদিন দ্রব্য কিনিবার ছলে নাগরিকগণকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত

শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন। প্রভু সর্ব্বভূতহৃদয়, তাঁহার দর্শনমাত্র জীবের প্রাণমন তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহার নামে পাষাণ গলে—প্রেমে ভুবন উন্মাদিত হয়, তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনে জীবের চিত্ত দ্রবীভূত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি! প্রভু নগরের নানা পসারে গমন করিয়া নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। তন্তুবায়, তেলী, মালী, গোপ, তাম্বুলী, বণিক প্রভৃতি যিনিই সেই দেবদুর্ল্লভ বস্তুকে দর্শন করিলেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া সম্ভ্রমের সহিত উত্তম উত্তম দ্রব্য অর্পণ করিলেন। প্রভু আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ কাহাকেও কপর্দ্দক মাত্রও প্রদান করিলেন না, কিন্তু তাহার বিনিময়ে এমন মহারত্ন প্রদান করিলেন, যাহা সুরলোকেও সুদুর্ল্লভ।

"এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের চরণ॥"

এইরূপ লীলারঙ্গে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ নাগরিকগণকে ধন্য করিয়া এক সর্ব্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অমানুষী তেজঃ প্রভাব দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ বিনয়সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। তখন প্রভু হাস্য প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—

"—তুমি সর্ব্ব জান ভাল শুনি।
বল দেখি অন্য জন্মে কি আছিলাঙ আমি॥" চৈঃ ভাঃ॥ ২৫॥

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবালগোপাল মন্ত্রের উপাসক। তিনি শ্রীগোপালের ধ্যান করিয়া প্রভুর দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন,—

"—মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই করে॥
নিজ ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥"

সর্ব্বজ্ঞ পরম ভগবদ্ভক্ত, তাই প্রভু প্রথমতঃ তাহার ধ্যানের ধন অভীষ্ট মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া ধন্য করিলেন। কিন্তু ইচ্ছাময় শ্রীগৌর-ভগবানের মায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনার সাধনার ধনকে নিকটে পাইয়াও চিনিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

প্রভুও ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"হয় কোন দেবতা বিপ্ররূপে আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন, নয় এ ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিদ্।" সর্ব্বজ্ঞ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই গোলযোগে পড়িলেন। তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—

"কে আমি, কি দেখ কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া।" চৈঃ ভাঃ ॥ ২৬ ॥

জীবের দুঃখ দুর্দ্দশা দুরীকরণের নিমিত্তই যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং উপস্থিত, সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিয়াও মায়াশক্তিপ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে প্রভু সহজেই সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকট হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা নহে। তাই সর্ব্বজ্ঞ বিস্ময়বিহ্বলভাবে উত্তর করিলেন,—"পণ্ডিত! তুমি এখন যাও, ভাল করিয়া মন্ত্র জপিয়া বিকালে এ কথা প্রকাশ করিব।"

প্রভু "ভাল ভাল" বলিয়া সেখান হইতে শ্রীধরের গৃহে গিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীধর দরিদ্র-পসারি,—থোড়, কলা, মূলা বিক্রয় করেন। কিন্তু স্বভাব অতি মধুর, পরম বৈষ্ণব। সুতরাং প্রভুর অতি প্রিয়পাত্র। প্রভু যখনই বাজারে আসিতেন, অগ্রেই শ্রীধরের সঙ্গে হাস্যপরিহাস বাক্যালাপ না করিয়া অন্যত্র যাইতেন না। প্রভু শ্রীধরের সহিত প্রায়ই উদ্ধত ব্যবহার করিতেন। বৈষ্ণব দেখিলেই প্রভু কেন যে এরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন, তাহার আভাস ইতিপূর্ব্বে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভু শ্রীধরকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"—শ্রীধর! তুমি যে অনুক্ষণ।
হরি হরি বোল তবে দুঃখ কি কারণ ॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন বস্ত্র দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি ॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ভক্তজন-সুলভ বিনয়মধুরবাক্যে উত্তর করিলেন;—"পণ্ডিত! আমি তো উপবাস করি না, আর ছোটই হউক বড়ই হউক, বস্ত্রও পরিধান করিয়া থাকি। ইহাতে আমার দুঃখ কি?"

ইহাই প্রকৃত ভক্তের উক্তি। যিনি সম্ভোগ্য-বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা রাখেন

না অথচ তাহার জন্য শোচনাও করেন না—শ্রীভগবানের পদারবিন্দে মন-মধুপকে গাঢ় সন্নিবিষ্ট রাখিয়া নিত্য প্রসন্ন, তিনিই প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য। যথা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মাঃ ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই জীবের প্রকৃত দরিদ্রতা। অন্ন বস্ত্রের অভাবকে প্রকৃত দরিদ্রতা বলা যায় না। কারণ, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ আহার্য্য দ্বারাও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে এবং শাকান্ন দ্বারাও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে। বহুমূল্য ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানেও লজ্জা নিবারণ হয়, আবার বৃক্ষবল্কলেও সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সুতরাং দুর্ল্লভ ভক্তিধনে মহাধনী ভক্ত তুচ্ছ বিষয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? তাঁহারা সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। জীব অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মার কর্ম্ম স্থূলদেহে আরোপিত করিয়াই তো আপনাকে সুখী দুঃখী অনুভব করে। পঞ্চভূতাত্মক দেহ-পিণ্ডটা যখন নশ্বর মিথ্যা, তখন এই দেহসম্বন্ধীয় সুখ দুঃখও মিথ্যা বুঝিতে হইবে। যাহাতে একের দুঃখ, তাহাতে অপরের সুখ হয়। ফলতঃ যাহার যাহাতে প্রবৃত্তি, তাহার তাহাতেই সুখ। আবার এই সুখ দুঃখও অভ্যাস হেতু মূলক। অতএব সুখ দুঃখানুভব কেবল অজ্ঞানতা প্রকাশ মাত্র। এইজন্যই কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ তুচ্ছ অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন না। কর্ম্মময় সংসারে জীব কর্ম্ম করিতে একান্ত বাধ্য বলিয়া কোন একটী সামান্য কর্ম্মসূত্র ধরিয়া নিষ্কামভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ ধনবানের উপাসনা করেন না। তাঁহারা কেনই বা করিবেন?—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

শ্রীভাগবত।

শীতত্রাণের জন্য বস্ত্রখণ্ড, দুর্ব্বার জঠরানল নিবারণের জন্য অন্ন, পিপাসার্থ জল ও শিলাবর্ষণাদি হইতে পরিত্রাণের জন্য বাসস্থান, এ সমস্ত বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায় না সত্য, তথাপি ইহার নিমিত্ত ধনমদান্ধ ব্যক্তিদিগের সেবার প্রয়োজন কি? পথে কি জীর্ণবস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষসকল কি

ফলাদি ভিক্ষাদানে পরকে পোষণ করে না? নদনদী সব কি শুকাইয়া গিয়াছে? না, পর্ব্বত গুহা সকল রুদ্ধ হইয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ কি শরণাগত জনগণকে রক্ষা করেন না?

অতএব ভক্তজনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তা করা বৃথা। ইহা নিষ্কঞ্চন ভগবদ্ভক্তজনের আচরণীয়। এরূপ নিষ্কাম নির্ভরতায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। যে পরিমাণ ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার জন্য যত্ন অবশ্যই করিবেন; কিন্তু নিজ সাধন সিদ্ধিতে সাবধান থাকিয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন না, এবং তাহা যে সুখপ্রদ নহে, ইহা নিশ্চয়বোধ করিবেন। আর অন্য কোন প্রকারে যদি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধনিকজনোপাসনাদি বৃথা পরিশ্রমের আবশ্যক করে না। এই জন্যই ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শ্রীধর অকিঞ্চিৎ-কর থোড় মোচা খোলা ইত্যাদি বিক্রয় দ্বারা অনাড়ম্বরে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যিনি ব্রজলীলায় হাস্যকরী কুসুমাসব ছিলেন, তিনিই এই শ্রীগৌর-লীলায় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত পণ্ডিত শ্রীধর। সাধারণতঃ ইনি "খোলা বেচা শ্রীধর" নামে বিখ্যাত। যথা, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

খোলা বেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।
আসীদ্ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ॥

এই কারণেই প্রভু শ্রীধরের সঙ্গ পাইলে তাঁহার সহিত নানা প্রকার মধুর কৌতুকালাপ না করিয়া সহজে ছাড়েন না। প্রভু শ্রীধরের কথা শুনিয়া পুনরায় রহস্যপূর্ণ বাক্যে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"—দেখি বস্ত্র, গাঁঠি দশ ঠাঁঞি।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি খড় নাঞি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরি রে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া॥ চৈঃ ভাঃ॥ ২৮॥

পরম ভাগবত শ্রীধর বিনয় মধুর বাক্যে উত্তর করিলেন,—"পণ্ডিত! উত্তম কহিলেন বটে, কিন্তু তাহাদেরও যেমন কাল কাটিতেছে, আমারও সেইভাবে কাল কাটিতেছে। রাজা রত্নময় প্রাসাদে থাকেন, দিব্য আহার করেন, দিব্য বেশভূষা পরিধান করেন; পক্ষিগণ দেখ, বৃক্ষের উপরে বসিয়া— বনের ফল খাইয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু কাল উভয়ের পক্ষেই সমান

ভাবে গত হইয়া যায়। ঈশ্বর ইচ্ছায় সকলেই স্বস্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে!"

শ্রীধরের তত্ত্বোপদেশ প্রভু বুঝিয়াও বুঝিলেন না। পূর্ব্ববৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন,—

"—তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুঞি বিদিত করিব কথোদিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ২৯॥

প্রভু শ্রীধরকে কৃপণ-স্বভাব উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"তুমি বাহিরে দারিদ্র্যের ভাণ কর, কিন্তু তোমার বিস্তর ধন আছে। আমি কিছুদিন পরে তোমার ভণ্ডামী প্রকাশ করিয়া দিব।"

এস্থলে দয়াময় শ্রীগৌরহরি একটী নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলেন। শ্রীধর ভক্তিধনে মহাধনী। এই ভক্তি ধন ভাঙ্গাইয়া তিনি সুরসাল প্রেমফল লুকাইয়া আস্বাদন করেন। কিছুদিন পরে যখন ভক্তবৎসল প্রভু এই ভক্তি-তত্ত্ব—এই মহামৃত ধারা জগতে অকাতরে বিতরণ করিবেন, তখন শ্রীধর সে প্রেমামৃত লুকাইয়া একাকী ভোজন করিতে পারিবেন না—তখন ভক্তিধন শ্রীধরের একলার সম্পত্তি হইবে না; জগবাসী সকলেই ঐ ভক্তিধনের অধি-কারী হইয়া প্রেমসুধাপানে কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীধর মিনতি করিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত! বাড়ী যাও, আমার সহিত কোন্দল করিও না।" প্রভু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন,—

"—আমি তোমা না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩০॥

শ্রীধরের মুখখানি শুকাইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—"গোসাঞি, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, খোলা বেচিয়া খাই, আমি তোমায় কি দিতে পারি?"

তখন প্রভু ঈষৎ গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

"—যে তোমার পোঁতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে॥

এবে কলা, মূলা থোড় দেহো কড়ি বিনে।
দিলে, আমি কোন্দল না করি তোমা সনে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩১॥

প্রভু এস্থলে যে "পোঁতা ধনের" কথা উল্লেখ করিলেন, ইহা শ্রীধরের হৃদয় নিহিত ভক্তিধন ভিন্ন কি হইতে পারে? "সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে,"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীধরের হৃদয়নিহিত ভক্তিধন লাভের জন্য এখন আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ—তাহা পরেই তো লাভ হইবে। দয়াল প্রভু যখন প্রেমভক্তির মহোদধিরূপে প্রকাশ পাইবেন, তখন শুধু শ্রীধর কেন,—শ্রীধরের মত কোটি কোটি ভক্তের হৃদয় প্রেমে গলিয়া—তরঙ্গ তুলিয়া বহু জন্মযত্নার্জ্জিত ভক্তিরত্ন সেই প্রেম-রত্নাকরের পাদমূলে উপহার দিয়া মিলিত হইবে। এই জন্যই প্রভু বলিলেন,—"তোমার পোঁতা ধন এখন থাক্। তুমি যদি বিনামূল্যে আমাকে থোড়, কলা, মূলা দাও, তাহা হইলে আর তোমার সহিত বিবাদ নাই।"

শ্রীধর মনে ভাবিতে লাগিলেন—"এ বিপ্র বড়ই উদ্ধত। আমাকে মারিলেই বা ইহার কি করিতে পারি। অথচ বিনামূল্যে প্রত্যহ জিনিস পত্র দিবারও সাধ্য নাই। তথাপি বলে ছলে যদি ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!"—এই ভাবিয়া শ্রীধর বলিলেন,—"গোসাঞি! আমি তোমাকে থোড়, মূলা, কলা প্রত্যহ বিনামূল্যে দিব। কিন্তু আমার সহিত আর কোন্দল করিতে পারিবে না।"

প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"—ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাই।
সবে থোড়, কলা, মূলা ভাল যেন পাই॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩২॥

ভক্তের হৃদয়-বিহারী শ্রীভগবান্ প্রাণ-প্রিয় ভক্তজনকে যেন সহসা ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ শ্রীধর যে-সে ভক্ত নহেন,—ব্রজের হাস্যরসরঙ্গী প্রিয়সখা! প্রভু পরিহাস প্রসঙ্গে স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু এমনই মায়াশক্তির প্রভাব, শ্রীধর তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না—চির-পরিচিত বাঞ্ছিতকে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। প্রভু থোড়, পাতা, খোলা লইয়াও যাইলেন না দেখিয়া, শ্রীধর বিমর্ষ হইলেন। না জানি, ব্রাহ্মণ আবার কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন তাহা বুঝিতে পারিয়া রহস্যব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন,—

"—আমারে কি বাসই শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৩৩॥

অর্থাৎ শ্রীধর! তুমি আমাকে কি মনে কর, ইহা কহিলেই আমি বাড়ী চলিয়া যাই।

শ্রীধর বলিলেন,—"তুমি বিপ্র—বিষ্ণু অংশ।"

ষড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ী ধর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণের নামই বিপ্র।* বিপ্র বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ। তাই ব্রাহ্মণ ভূদেব নামে অভিহিত। কেন না,—

ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা বাচো বেদাঃ করে হরিঃ।
গাত্রে তীর্থানি যাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতিস্ত্রিবৃৎ॥
সাবিত্রী কণ্ঠকুহরা হৃদয়ং ব্রহ্মসঙ্গতম্।
তেষাং স্তনান্তরে ধর্ম্মঃ পৃষ্ঠেঽধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্ পূজ্যাঃ বন্দ্যাঃ সদুক্তিভিঃ॥ কল্কীপুরাণ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের এক করে স্বর্গ অন্য করে হরি, বাক্যই বেদ, গাত্রে তীর্থ ও যজ্ঞ সমূহ, কণ্ঠে সাবিত্রী, হৃদয়ে ব্রহ্ম, স্তনান্তরে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠে অধর্ম্ম কথিত আছে। অতএব হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণগণ নিত্য পূজনীয় ও বন্দনীয়।

ব্রাহ্মণং প্রণমেদ্‌যস্তু বিষ্ণুবুদ্ধ্যা নরোত্তম।
আয়ুঃ পুত্রাশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সম্পত্তি স্তস্য বর্দ্ধতে॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রণাম করেন, তাহার আয়ু, পুত্র, কীর্ত্তি ও সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

প্রক্ষাল্য বিপ্রচরণৌ দূর্ব্বাভির্যোঽর্চ্চয়েদ্বুধঃ।
তেনার্চ্চিতো জগৎস্বামী বিষ্ণুঃ সর্ব্বসুরোত্তমঃ॥ ক্রিয়াযোগসারে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপ্রচরণদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া দূর্ব্বাদল দিয়া অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সর্ব্বসুরোত্তম জগৎস্বামী শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা সিদ্ধ হয়।

এই জন্যই ভক্তপ্রবর শ্রীধর বলিলেন,—বিপ্র, বিষ্ণু অংশ। আবার প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীভগবানের গুণাবতার। সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয় স্ত্রিভিরেবচ॥ পাদ্মে।
একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষটকর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয় নাম ধর্ম্মবিৎ॥ দানকমলাকর।

উৎপত্তি বলিয়া অর্থাৎ "প্রজাপতে র্বাপত্যম্" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ। এজন্য শ্রীধর, শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব না জানিয়া বিষ্ণু-অংশ ব্রাহ্মণ বলিলেন; কিন্তু সর্ব্বাবতারবীজ, শ্রীগৌর গোপালের ইহা যথার্থ পরিচয় হইল না। তাই প্রভু বলিলেন,—

"—না জানিলা আমি গোপবংশ।
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোয়াল ॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীগোপরাজ-নন্দনই যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি-সুবলিত যুগলময় হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নামে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—শ্রীব্রজরসরাজই যে শ্রীগৌর ভক্তরাজরূপে যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম প্রচার দ্বারা আচণ্ডাল জীবকুলের উদ্ধার সাধন করিতে আসিয়াছেন, তাহা স্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করিলেন। শ্রীপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে যখন গোপপল্লীতে প্রবেশ করেন, তখন প্রভুকে দেখিয়া গোপগণের হৃদয়েও পূর্ব্বলীলার সংস্কার স্ফুরিত হইয়া উঠে। তাঁহাদের মধ্যে—

"কেহ বলে, চল মামা ভাত খাই গিয়া।
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া ॥
কেহ বলে, আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলা মনে নাহিক তোমাত ॥"

প্রেমে সাম্যভাব স্বাভাবিক। প্রভু সর্ব্বজনমান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গোপগণের সে মর্য্যাদাজ্ঞান নাই। তাঁহারা স্বাভাবিক প্রীতিভরে প্রভুকে অতি নিজ জন মনে করিতেছেন! শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে তাঁহাদের এই যে অন্তরঙ্গভাব উদ্দীপিত হইল, ইহাতে শ্রীগৌর ও শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনের অভেদত্ব সূচিত হইল।

শ্রীধর প্রভুর পরিচয়, পরিহাসব্যঞ্জক মনে করিয়া হসিলেন। প্রভুর মায়ার কারণ নিজ আরাধ্য ধনকে চিনিতে পারিলেন না। ভক্ত-চিত্ত-চোর শ্রীগৌরকিশোর হাসিয়া আবার বলিলেন,—

"—শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য ॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ৩৫ ॥

"শ্রীধর! তুমি যে গঙ্গাকে প্রত্যহ পূজা কর, আমা হইতেই তোমার সে গঙ্গার মাহাত্ম্য, আমার চরণ হইতেই গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে।"

শ্রীধর "শ্রীবিষ্ণু" স্মরণ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিত! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লোকে শান্ত হয়, কিন্তু তোমার চাপল্য ক্রমে দ্বিগুণই বাড়িতেছে। তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নাই?"

শ্রীশচীনন্দন শ্রীধরের সহিত এইরূপ লীলারঙ্গ করিয়া সেদিনকার মত বিদায় হইলেন।

যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে॥

প্রভু একদিন রাজপথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছেন। আহা! সে দৃশ্য কি মনোহর!! যেন কোটি অকলঙ্ক পূর্ণশশী অগণিত নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত হইয়া ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। মরি! মরি!!—

চলিছে পথে গো গোরা সুন্দর নটরায়।
হেরি সে মূরতি মদন মুরছি কোটী চরণে লুটায়॥
চাঁদের লাবণি অমিয়া সঙ্গ,
গঠিত ললিত কনক অঙ্গ,
ভাবে ঢল ঢল সে রূপতরঙ্গ, অপাঙ্গে ভুবন ভুলায়।
ললাটে তীলক, অধরে তাম্বূল,
শ্রীকরে পুস্তক পরণে দুকূল,
গলে ফুলমালা শোভায় অতুল, দরশে ত্রিতাপ জুড়ায়॥
স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়া সঙ্গে,
বাহু দোলায়ে যান প্রভু রঙ্গে,
তৃষিত নয়নে যত নগরিয়া পলক হারায়ে চায়॥

শ্রীশচীনন্দন এইরূপ ভুবনসুন্দরবেশে নদীয়ার রাজপথে গমন করিতেছেন। সহসা শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রভুর সেই চঞ্চলভাব দেখিয়া শ্রীবাস হাস্যপ্রফুল্লমুখে কহিলেন,—"ওহে উদ্ধতের চূড়ামণি! কোথায় যাইতেছ? শুন, কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্যই লোকে বিদ্যাশিক্ষা করে। তুমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়া কৃষ্ণ না ভজিয়া বৃথা কালযাপন করিতেছ কেন?"

শ্রীবাসের কথা শুনিয়া প্রভু মৃদু হাসিয়া অথচ কপট গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কহিলেন,—

"—শুনহ পণ্ডিত!
তোমার কৃপায় সেহ হইব নিশ্চিত॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৩৬॥

এই বলিয়া প্রভু শিষ্যগণের সহিত সুরধুনীতীরে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্রালাপে নিমগ্ন হইলেন।

প্রভুর অসাধারণ ব্যাখ্যাশক্তি দর্শনে নবদ্বীপের বৃহস্পতি-কল্প পণ্ডিতগণ ভাবিতেন,—"নিমাই পণ্ডিত কখনই মনুষ্য নয়, এত তেজ মানুষে সম্ভবে না।" কিন্তু প্রভু সেই সকল অধ্যাপকগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেন,—

"—তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥
সেই বাক্য বাখানিয়ে যদি আরবার।
আমা প্রবোধিব হেন দেখি শক্তি কার॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৩৭॥

"যে ব্যক্তি আমার সহিত একবার মাত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে সাহসী হইবেন, আমি যাহা ব্যাখ্যা করিব তাহা খণ্ডন করিয়া আমাকে বুঝাইতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই পণ্ডিত বলি। কই, এরূপ শক্তি কাহার আছে দেখি?"

তখন শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ বিদ্যামদে এরূপ প্রমত্ত যে, তাঁহারা কেবল বিদ্যার্জ্জন ও বিদ্যানুশীলনকেই জীবনের সারধর্ম্ম মনে করিতেন। এই পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপকগণের সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীপ্রভুর এই তেজো-ব্যঞ্জক অহঙ্কার প্রকাশ। একেই তো শ্রীভগবান্‌কে দেখিলে স্বভাবতঃই সকলের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে এইরূপ সগর্ব্ব বাক্যে জ্ঞানবৃদ্ধ সুপণ্ডিতগণও শ্রীপ্রভুর সহিত বিদ্যা-বিচারে সাহসী হয়েন না।

হেন সে সাধ্বসজন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সভেই যায়েন একদিকে নম্র হৈয়া॥

দয়াল প্রভু স্বীয় কৃপাশক্তি প্রেরণায় এইরূপে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণের হৃদয় অভিমানশূন্য করিয়া চিত্তে দৈন্য-বিনয়ের ভাব-কুসুম ফুটাইলেন. কেবল ভক্তির মধু-ধারায় তাঁহাদের সেই নীরস প্রাণকে সরস-মধুর করিবার নিমিত্ত

বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু, হৃদয়ে অভিমানের লেশমাত্র থাকিতে জীবের চিত্ত ভক্তির দিকে উন্মুখ হইতে পারে না।

আমরা বিষয়-প্রমত্ত জীব, অভিমানের ঘোর ঘন-ঘটায় আমাদের অন্তরাকাশ নিরন্তরই আচ্ছন্ন। সুতরাং ভক্তি-কৌমুদীর স্নিগ্ধ-আভা তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে কি? আমরা ভক্তিশূন্য প্রাণে সাংসারিক-ভোগবিলাসে অঙ্গ ঢালিয়া অশান্তির দাবানলে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি। মধ্যে মধ্যে বিষাদ-বিভীষিকাময় মেঘমন্দ্রে হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। হায়! আমরা এমনই ভ্রান্ত, সম্মুখে শান্তির কল্পকুটীর পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় সারা সংসার ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। অতএব এস ভাই, অভিমানশূন্য হৃদয়ে, প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণমূলে আসিয়া শরণ লও—তাঁহার পাদপদ্মে প্রাণ-মন সমর্পিয়া চিরতরে বিকাইয়া যাও। এমন সরস প্রেমের ঠাকুর—ভালবাসার ঠাকুর - এমন প্রাণের ঠাকুর বলিয়া গৌরব করিবার ঠাকুর আর কেহ নাই ভাই! সংসারের শোকে তাপে পরিতপ্ত হৃদয় জুড়াইবার একমাত্র সুখ-শীতল কুঞ্জ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণকমল। অতএব ভাই!—

ভজন্তু চৈতন্য পদারবিন্দং
ভবন্তু সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগদ্বিচিত্রং
মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়া ক্ষমাদ্যৈঃ॥ শ্রীচন্দ্রামৃত॥

পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণারবিন্দ আশ্রয় কর। তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তিরসে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তোমরা মধুর স্বভাব, সৌভাগ্য, দয়া ও ক্ষমাদিগুণে ত্রিভুবনকে বিচিত্রভাবে আনন্দিত করিবে।

দশম লহরী।

আনন্দময় শ্রীভগবানের সকল লীলাই আনন্দময়। লবণ-সমুদ্রে শত শত তরঙ্গ উঠে, সে তরঙ্গের লীলারঙ্গে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাহার লবণ আস্বাদ সর্ব্বত্রই সমান। লীলাময়ের লীলা-তরঙ্গ যতই বিচিত্র হউক না কেন,

তাহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই পূর্ণ ও নিত্য মধুর। লীলার দ্বারাই শ্রীভগবানের আনন্দ চিন্ময়মূর্ত্তি পরিস্ফূরিত হন। সমুদ্রে ও সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন কোন বিভেদ নাই, সেইরূপ লীলাময় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার লীলাও অভেদ! সুতরাং লীলার সাহায্যে সে অখিলরসামৃত চারুমূর্ত্তি যেমন সহজে লাভ করা যায়, লীলা পরিহার করিলে কখনই তেমন অনায়াসলভ্য হন না। তখন তিনি অজ, অরূপ, অস্পর্শ—কি এক ধারণাতীত সামগ্রী হইয়া পড়েন। তাই, ভক্ত শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদন করিতে এত ভালবাসেন। আবার বিবিধ দুঃখ দবার্দ্দিত জীবের পক্ষেও শ্রীভগবানের লীলারস নিষেবণ ব্যতীত অতি দুস্তর সংসার-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য প্লব নাই। অতএব তাঁহার লীলানুশীলনই যে, আমাদের একমাত্র ভরসা তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে সময়ে দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় ভুবনবিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রভাবে শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের গর্ব্বপাত করিয়া অসংখ্য শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে অধ্যাপন লীলায় গাঢ় নিমগ্ন, সেই সময়ে সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী ভারতের সকল পণ্ডিতের স্থান জয় করিয়া শেষে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নদীয়া ব্যাপিয়া প্রতি পণ্ডিত সভায়, এমন কি, প্রতি ঘরে ঘরে এই এক মহাধ্বনি উত্থিত হইল যে—

"সর্ব্বরাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥"

যদিও তখন শ্রীনবদ্বীপে নানা শাস্ত্ররাজ মহা মহা অধ্যাপক ছিলেন, অধিক কি, যাঁহারা নারায়ণের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মার সহিত বিচার করিতেও সমুদ্যত, সেই অধ্যাপক শিরোমণিগণও দিগ্বিজয়ীর আগমনে মহাচিন্তিত হইলেন। হইবারই তো কথা—

"সরস্বতী বক্তা যাঁর জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভো পারে তার সনে॥"

সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলী তখন সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে শ্রীনবদ্বীপের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহার বিহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু শিষ্যগণের সহিত শাস্ত্র-প্রসঙ্গে যেরূপ সদা প্রফুল্ল, আজও সেইরূপ। তাঁহার আনন্দমাখা পবিত্র বদনচ্ছবি যিনি দর্শন করিলেন, তিনিই ভাবিলেন, দিগ্বিজয়ীর আগমনে চতুর্দ্দিকে যে কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, যেন তিনি তাহার কিছুই অবগত নহেন। প্রভুর এই অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে শিষ্যগণ

বিনীতভাবে দিগ্বিজয়ীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া সর্ব্ব গর্ব্বহারী শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"শুন ভাই সব! এই কহি তত্ত্ব কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয়, নহুষ, বেণ, নরক, রাবণ।
মহা দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়ে।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥
এতেকে তাহার যত বিদ্যা অহঙ্কার।
দেখিবা হেথাই সব হইবে সংহার॥" চৈঃ ভাঃ।৩৮॥

"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ"—অহঙ্কারের ন্যায় প্রবল রিপু আর নাই। অহঙ্কারই জীবের অধঃপাতের মূল। জলদ যেমন রবি-শশীর কিরণ-পটলকে আবৃত করে, কীট যেমন ফল-ফুলশোভিত বৃক্ষ-বল্লরীর শ্যাম শোভাকে নষ্ট করিয়া ফেলে, অহঙ্কারও তেমনি প্রতিভাশালী পবিত্র-চরিত্রজনগণের প্রতিভা ও পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ যেমন বজ্রপাতের পূর্ব্ব-সূচনা, অহঙ্কারও তেমনি পতনের পূর্ব্ব রূপ। সূর্য্যের প্রখর তাপে ধরণী-বক্ষ উত্তপ্ত হইলে জীবকুল যখন অধীর হইয়া পড়ে, তখন কোথা হইতে শীতল মেঘমালা আসিয়া সূর্য্যের সে দুর্ব্বিষহ জ্যোতিকে আবৃত করিয়া ফেলে। ভগবানের রাজ্যের নিয়মই এই। তিনি কোন বিষয়ে কাহারও অহঙ্কার সহ্য করেন না। যে ব্যক্তি যে গুণে যখনই প্রমত্ত হইয়া দর্পিত হইয়াছেন, সর্ব্ব দর্পহারী শ্রীভগবান কোন না কোন প্রকারে তাহার সে দর্প বিনাশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র হস্ত ছিল। তিনি বাহুবলে, ইন্দ্র-চন্দ্র-শমন-বরুণাদি সুরগণ-সেবিত রক্ষরাজ রাবণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু জমদগ্নি মুনিপুত্র পরশুরামের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। যযাতি রাজার পিতা নহুষ ইন্দ্রত্ব-লাভের অহঙ্কারে

স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করেন। কিন্তু শেষে অগস্ত্য মুনির শাপে সর্পযোনি লাভ করিলেন। পৃথুরাজের পিতা বেণও ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। নরকরাজা,—যাহার উপদ্রবে জগদ্বাসী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলেন। অতএব এরূপ মহা দিগ্বিজয়ী যে যে ব্যক্তির কথা শুনিয়াছ, বুঝিয়া দেখ, কাহার গর্ব্ব না চূর্ণ হইয়াছে? আবার বড় বড় সাধুদের মধ্যেও যখনই কোন বিষয়ের অহঙ্কার প্রবেশ করিয়াছে, শ্রীভগবান্ তখনই তাঁহাদের প্রাণে কাঁটা ফুটাইয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সামান্য অহঙ্কারের জন্য স্বর্গে যাইতে পারিলেন না। ফলতঃ শ্রীভগবানের রাজ্যে অহঙ্কারে উর্দ্ধশির হইয়া কেহ অধিক দিন বিচরণ করিতে পারেন না। ভগবানের তাহা অসহ্য। দেখিবে, সে দিগ্বিজয়ীর যত বিদ্যার 'বড়াই' এইখানেই বিনষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি প্রকৃত গুণী, সে তাহার স্বভাব সুলভগুণে সর্ব্বক্ষণই ফলবান্ বৃক্ষের ন্যায় বিনম্রভাবে অবস্থান করেন, কখন আটোপ-টঙ্কারে অহঙ্কার প্রকাশ করেন না।

এই বলিয়া প্রভু সহাস্য-বদনে শিষ্যবর্গ সঙ্গে সুরধুনী-তীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। নির্ম্মল সুধাকরের ঢল ঢল রজত-কিরণে ধরণীবক্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে। পবিত্র-তোয়া জাহ্নবীর মৃদু তরঙ্গগুলি সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না মাখিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। মৃদুমধুর সান্ধ্য-সমীর সেই আনন্দ লহরোত্থিত শীকরবিন্দু বহন করিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে, তাহার স্নিগ্ধ-পরশে তটচারী জীবকুলের প্রাণ মন পবিত্রতার-ভাবে পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। সেই পূর্ণচন্দ্রবর্তী রজনীতে—সেই পবিত্র জাহ্নবী পুলিনে বসিয়া শ্রীশচীনন্দন ভাবিতে লাগিলেন—

"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে।
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা অহঙ্কার।
জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর॥
সভা মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃততুল্য হইবেক সংসার ভিতরে।
লাঘবো বিপ্রেরে করিবেক সর্ব্বলোকে।
লুঠিবেক সর্ব্বস্ব, মরিবে বিপ্র শোকে॥

দুঃখ না পাইবে বিপ্র গর্ব্ব হৈবে ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয় ॥ চৈঃভাঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রভু মান্যমানকৃৎ। মাননীয় জনের গৌরব তিনি সাদরে রক্ষা করেন। প্রকাশ্য সভামধ্যে দিগ্বিজয়ীকে পরাজয় করিলে সর্ব্বজন সমক্ষে দিগ্বিজয়ী বড়ই অপদস্থ হইবেন। এই জন্য প্রকারান্তরে তাঁহার দর্পচূর্ণ করিবার মনস্থ করিলেন। প্রভুর ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে দিগ্বিজয়ী তখনই সেইপথে আকৃষ্ট হইলেন। সশিষ্য কেশব সেই পবিত্র জাহ্নবী-পুলিন পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, সম্মুখে এক চাঁদের হাট। গগন-চাঁদ ভ্রমে ঊর্দ্ধে চাহিলেন, দেখিলেন, এ গগন-চাঁদ নহে—এ নদীয়ার আনন্দ-চাঁদ!! এ চাঁদের সহিত গগন-চাঁদের তুলনাই হইতে পারে না। গগন-চাঁদ সকলঙ্ক, তাহার কলারও ক্ষয়বৃদ্ধি আছে, এ যে কলা কলঙ্ক বিরহিত কোটী কোটী চাঁদের মাধুর্য্য-মথিত মধুর মূর্ত্তি! মণ্ডলে মণ্ডলে শিষ্যগণ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী সে অপূর্ব্ব শোভা-সম্ভার দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইনিই নিমাই পণ্ডিত। তখন দিগ্বিজয়ী গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া প্রভুর সভায় প্রবেশ করিলেন। পরিচয় পাইয়া প্রভু মহা সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর দিগ্বিজয়ী প্রভুকে বালকবোধে অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন, "নিমাই পণ্ডিত! তুমি ব্যাকরণ পড়াইলেও তোমার এই শিশু-শাস্ত্রে বড় প্রতিষ্ঠা শুনিয়াছি।"

প্রভু তখন বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—

"—ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেও না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥
কাহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাহা আমি সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥ চৈঃ চঃ ॥৪০ ॥

আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু আমিও বুঝাইতে পারি না এবং আমার শিষ্যরাও বুঝে না। কোথায় আপনি সর্ব্বশাস্ত্র কবিত্বে প্রবীণ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর কোথায় আমি শিশু পড়ুয়া।" সে যাহা হউক—

তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ চৈঃ চঃ ॥

—তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ বর্ণন।
শুনিয়া সবার হউ পাপ বিমোচন॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৪১॥

প্রভুর বিনয়-মধুর-বাক্যে দিগ্বিজয়ী পরিতুষ্ট হইয়া গর্ব্বভরে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। জগতে যতপ্রকার অদ্ভুত শব্দ ও অলঙ্কার আছে, সেই সকল শব্দালঙ্কার-সম্ভারে মুহূর্ত্তমধ্যে শতশ্লোক রচনা করিয়া শুনাইলেন। মেঘ-গর্জ্জনবৎ সে কবিত্ব-গাম্ভীর্য্য-শ্রবণে শিষ্যগণ অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর সেরূপ হইলেন না। তাঁহার কবিত্বের বহুল প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—

"তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাই আর॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি জান ভাল অর্থ কিম্বা সরস্বতী॥" চৈঃ চঃ॥৪২॥

আপনার ন্যায় কবি জগতে প্রকৃতই দুর্ল্লভ। আপনার শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা মহাবিশারদগণেরও কঠিন ব্যাপার। সুতরাং আপনার শ্লোকের অর্থ আপনি কিম্বা আপনার অভিষ্টাদেবী সরস্বতীই বিশেষরূপ অবগত আছেন। অতএব—

তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।
তুমি বিনে, বুঝাইলে বুঝান না যায়॥
এতেকে আপনি কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বোল তুমি সেই সুপ্রমাণ॥ চৈঃ ভাঃ। ৪৩॥

আপনি যে অভিপ্রায়ে, যে অর্থ লক্ষ্য করিয়া শব্দযোজনা করিয়াছেন, তাহা লইয়া কিছু বিচার করুন। অন্ততঃ—

"এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজমুখে।
শুনি সব লোক তবে পায় বড় সুখে॥" চৈঃ চঃ॥ ৪৪॥

প্রভুর এই বিনয়-মধুর-বাক্যে দিগ্বিজয়ী হৃষ্টচিত্তে ব্যাখ্যার শ্লোক জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু দিগ্বিজয়ীর পঠিত শত শ্লোকের মধ্যে এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন;—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সতত মিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষাঃ শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুর নরৈরর্চ্চ্য চরণা
ভবানী ভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥

তখন দিগ্বিজয়ী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোকপাঠ করিলাম, তাহার মধ্যে কিরূপে তোমার শ্লোক কণ্ঠস্থ হইল ?"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—

"দেববরে তুমি যৈছে কবিবর।
তৈছে দেববরে কেহ হয় শ্রুতিধর ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৪৫ ॥

অর্থাৎ সরস্বতীর বরে কেহ কবিবর হয়, আবার তাঁহারই বরে কেহ শ্রুতিধরও হইয়া থাকে।

প্রভুর এই বাক্যে দিগ্বিজয়ী প্রভুকে শ্রুতিধর জ্ঞান করিয়া আনন্দের সহিত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।—

"এই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরন্তর দীপ্তি পাইতেছে। ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উদ্ভূত হইয়া অতিশয় সৌভাগ্যবতী হইয়াছেন এবং সুর-নরগণ দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপ মনে করিয়া ইহাঁর চরণদ্বয় অর্চ্চনা করিতেছেন। ইনি ভবানী-ভর্ত্তা মহাদেবের মস্তকের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া অদ্ভুত গুণবতী হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা শ্রবণে প্রীত হইয়া দয়াল প্রভু কহিলেন,—"পণ্ডিত !

—কহ শ্লোকের গুণ দোষ ॥" চৈঃ চঃ ॥ ৪৬ ॥

দিগ্বিজয়ী আপনাকে মহাপণ্ডিত মনে করেন, সুতরাং তাঁহার কখনই শ্লোকে দোষ থাকিতে পারে না। এই বিশ্বাসে কহিলেন,—"এই শ্লোকে আদৌ কোন দোষের প্রকাশ নাই। ইহাতে উপমালঙ্কার গুণ ও কিছু অনু-প্রাস আছে।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—

"—কহি যদি না করিহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকের কিবা আছে দোষ ॥
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে।

ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৪৭ ॥

"পণ্ডিত! রাগ করিবেন না। আপনার নূতন নূতন বাক্যবিন্যাস করিবার অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি আছে এবং সেই বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দিয়া যে কবিতা রচনা করিলেন, ইহাতে দেবতাগণও সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিলে ইহাতেও দোষগুণ দেখা যায়।"

"শ্লোকে দোষ আছে" এই কথা শুনিয়া গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি কেবল ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র পড়িয়াছ, অলঙ্কার কিছু পড় নাই। তুমি এ কবিত্বের বিচার কি জানিবে?"

শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে কহিলেন,—

"—অতএব পুছি যে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝহ আমারে ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোক দেখি বহু দোষ গুণ ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৪৮ ॥

দিগ্বিজয়ী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তবে তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে পার।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ কহিলেন,—"পণ্ডিত! ক্ষুব্ধ হইবেন না, শ্রবণ করুন।—

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন করিহ বিচার ॥
অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিন।
বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥ চৈঃ চঃ ॥৪৯॥

এই শ্লোকে ৫টী দোষ এবং ৫টী অলঙ্কাররূপ পাঁচটী গুণ আছে। প্রথমতঃ, পাঁচটী দোষের বিষয় দেখাইতেছি। সে পাঁচটী দোষ এই, যথা—

(ক) অবমৃষ্ট বিধেয়াংশ	—	২টী।
(খ) বিরুদ্ধ মতিকৃৎ	—	১টী।
(গ) ভগ্নক্রম	—	১টী।
(ঘ) পুনরাত্ত	—	১টী।
		৫টী

অবমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষটী শ্লোকের দুইস্থলে আছে।

প্রথম 'গঙ্গার মহত্ত্ব'শ্লোকে মূলবিধেয়।
ইদং শব্দ অনুবাদ আছে অবিধেয়॥
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলে অনুবাদ।
এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥ চৈঃ চঃ ॥৫০॥

অগ্রে অনুবাদ অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য (জ্ঞাত বিষয়) না বলিয়া অগ্রেই বিধেয় অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ করিলে তাহাকে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ কহে। যেমন, "এই বিপ্র পণ্ডিত" এই উক্তিতে এই ব্যক্তি বিপ্র ইহা জ্ঞাত বিষয় সুতরাং ইহা অনুবাদ। বিপ্র যে পণ্ডিত ইহা সকলের অপরিজ্ঞাত সুতরাং ইহা বিধেয়। অগ্রে অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলাই সুসঙ্গত। যথা, কাব্যপ্রকাশে—

অনুবাদ মনুক্তৈব ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্বাদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎপ্রতিতিষ্ঠতি॥

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলা উচিত নয়। যে বাক্যে আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তাহার কোথাও প্রতিষ্ঠা হয় না। এস্থলে "গঙ্গার মহত্ত্ব" মূল বিধেয় এবং "এই" (ইদং) শব্দ অনুবাদ। "গঙ্গার মহত্ত্ব" এই বিধেয়াংশ অগ্রে বলিয়া পরে "এই" অনুবাদ উল্লেখ করা অবৈধ হইয়াছে। এইজন্য ইহাতে শ্লোকের অর্থ হানি ঘটিয়াছে। আর একস্থলেও এরূপ একটী দোষ আছে, যথা—

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হইল শব্দার্থ গেল ক্ষয়॥
দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।
লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥ চৈঃ চঃ ॥ ৫১ ॥

"দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী" বাক্যে দ্বিতীয়ত্ব—বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়। ইহা অগ্রে উল্লেখ করায় পূর্ব্বোক্ত দোষ দুষ্ট হইয়াছে। গঙ্গা যে দ্বিতীয় লক্ষ্মী,—লক্ষ্মীর সহিত গঙ্গার এই সমতা প্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ সমাসে লক্ষ্মীর বিশেষণরূপে উল্লেখ করায় লক্ষ্মীর সমতা না বুঝাইয়া অপর কোন দ্বিতীয় লক্ষ্মীর তুল্য এই বোধ করাইল—লক্ষ্মীর সমতা অর্থ, সমাস দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। অতএব—

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
আর এক দোষ কহি শুন সাবধান॥
"ভবানী ভর্ত্তুঃ" শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
বিরুদ্ধ মতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ॥
ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি॥
শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
বিরুদ্ধ মতি কৃৎ শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥
ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান॥ চৈঃ চঃ॥ ৫২॥

তৃতীয় দোষটী বিরুদ্ধ মতি কৃৎ। যাহা বিরুদ্ধ মর্ম্মে বুদ্ধির উৎপাদন করে, তাহাকে বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ কহে। এস্থলে "ভবানীভর্ত্তা" শব্দেও সেই দোষ দৃষ্ট হইতেছে। ভবানী শব্দেই মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়। তাহার ভর্ত্তা বাক্যে ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান হইতেছে। সুতরাং শিবপত্নীর ভর্ত্তা ইহা শুনিতে বড়ই বিরুদ্ধ। যেমন "ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দান দাও" বলিলেও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য এক ভর্ত্তাকে নির্দ্দেশ করে, এই ভবানীভর্ত্তা শব্দেও সেইরূপ বিরুদ্ধ-মতির উদয় হইতেছে। বিরুদ্ধ মতি কৃৎ শব্দ কখনই শাস্ত্রশুদ্ধ নহে।

৪র্থ ভগ্নক্রম। যে ক্রমে বর্ণন আরম্ভ হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাকে ভগ্নক্রম দোষ কহে। এস্থলে—

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥

আলোচ্য শ্লোকের প্রথম পাদে পাঁচবার তকার, তৃতীয় পাদে পাঁচবার রকারের এবং ৪র্থ পাদে চারিবার ভকারের অনুপ্রাস আছে; কিন্তু দ্বিতীয় পাদে কোন অনুপ্রাস না থাকায় ভগ্নক্রম দোষ হইল।

পঞ্চম দোষ—পুনরাত্ত। বাক্য শেষ হইলেও বাক্য সহিতান্বয়ী পদের পুনঃ কথনের নাম পুনরাত্ত দোষ। এস্থলে—

'বিভবতি' ক্রিয়া বাক্যসাঙ্গ পুনর্ব্বিশেষণ।
'অদ্ভুতগুণা' এই পুনরাত্ত দূষণ॥ চৈঃ চঃ॥ ৫৩॥

বিভবতি ক্রিয়া পদ দ্বারা বাক্য শেষ হইল, অথচ 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণ শব্দের প্রয়োগে পুনরাত্ত দোষ হইল।

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক হৈল ছারখার॥
দশালঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যেন করয়ে নিন্দিত॥ চৈঃ চঃ॥ ৫৪॥

পঞ্চালঙ্কারে বিভূষিত হইলেও শ্লোকটী এই পঞ্চ দোষে বড়ই নিন্দিত হইয়াছে। নানা ভূষণে ভূষিত সুন্দর শরীর যেমন এক শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত হইলেই অশোভনীয় ও হেয় হয়, সেইরূপ এই শ্লোকটীও দুষ্ট হইয়াছে। ভরত মুনি বলিয়াছেন,—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্ বিভূষিতম্।
স্যাদ্ বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥

ভূষণ-বিভূষিত সুন্দর-দেহ যেমন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলে ঘৃণিত হয়, তদ্রূপ রস ও অলঙ্কারযুক্ত সুন্দর কাব্যও দোষযুক্ত হইলে নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এই শ্লোকে যে পাঁচটী গুণ আছে, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিতেছি। পাঁচটী গুণ,—পাঁচটী অলঙ্কার, দুইটী শব্দালঙ্কার, তিনটী অর্থালঙ্কার।

১।	অনুপ্রাস	শব্দালঙ্কার।
২।	পুনরুক্ত বদাভাস	
৩।	উপমা	অর্থালঙ্কার।
৪।	বিরোধাভাস	
৫।	অনুমান	

১ম, অনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃপুন বিন্যাসের নামই অনুপ্রাস। আলোচ্য শ্লোকেরও—

"প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে শ্লোক পঞ্চ রেফ স্থিতি॥

চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ অলঙ্কার অনুপ্রাস ॥" চৈঃ চঃ ॥ ৫৫ ॥

দ্বিতীয় অলঙ্কার,—পুনরুক্ত বদাভাস। অর্থাৎ আপাততঃ যাহার অর্থ পুনরুক্তির ন্যায় প্রকাশ পায়, অথচ শব্দগত ভিন্নাকার, তাহাকে পুনরুক্ত বদাভাস কহে। এস্থলে—

শ্রীশব্দে লক্ষ্মী শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তি প্রায় ভাসে নহে পুনরুক্ত ॥
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তি বদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীশব্দে লক্ষ্মী বুঝায়, সুতরাং শ্রীশব্দে ও লক্ষ্মী শব্দে একই বস্তু উক্ত হওয়ায় আভাসে আপাততঃ পুনরুক্তির ন্যায় বোধ হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। শ্রীযুক্তা অর্থাৎ শোভাযুক্তা লক্ষ্মী এই অর্থ বিভেদ ঘটায় পুনরুক্ত বদাভাস নামক শব্দালঙ্কার হইয়াছে।

অনন্তর ৩টী অর্থালঙ্কার দেখান যাইতেছে। প্রথম উপমা। আংশিক এক-ধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমালঙ্কার কহে। এই শ্লোকে

"লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ ॥" চৈঃ চঃ ॥ ৫৭ ॥

সুরনরগণ যেমন লক্ষ্মীকে অর্চ্চনা করেন, তদ্রূপ গঙ্গাকেও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সুতরাং উভয়েই আংশিক একধর্ম্মবিশিষ্টা অথচ ভিন্ন জাতীয়া। "ইব" (তুল্য) শব্দ প্রয়োগে উভয়ের সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে। এস্থলে লক্ষ্মী উপমা, গঙ্গা উপমেয়। অতএব ইহা পূর্ণোপমা অলঙ্কার।

দ্বিতীয় বিরোধাভাস। আপাতত বিরুদ্ধ বোধ হইলেও যাহাতে বাস্তবিক বিরোধ দৃষ্ট হয় না, তাহাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার কহে। যেমন—

গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিরোধ অলঙ্কার ইহা মহাচমৎকৃতি ॥
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৫৮ ॥

জল হইতে পদ্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পদ্ম হইতে জলের উৎপত্তি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে প্রবাহময়ী গঙ্গার উৎপত্তি, এইরূপ কথন দ্বারা বিরোধালঙ্কার হইয়াছে।

অম্বুজ মম্বুনি জাতং ক্কচিদপি ন জাত মম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা॥

জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে জলের কখন উৎপত্তি হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বাস্তবিক বিরোধ নাই, বিরোধ আভাস আছে। এজন্য ইহা বিরোধাভাস অলঙ্কার।

তৃতীয় অনুমান। অলঙ্কারাদি বৈচিত্র্যে দ্বারা সাধন হইতে সাধ্য বস্তুর নির্ণয়ের নাম অনুমান অলঙ্কার। এস্থলে—

গঙ্গার মহত্ব সাধ্য সাধন তাহার।
বিষ্ণু পাদোৎপত্তি এই অনুমানালঙ্কার॥" চৈঃ চঃ॥ ৫৯॥

বিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপত্তি এই সাধন হইতে গঙ্গার মহত্ব রূপ সাধ্য বস্তুর সাধনে অনুমানালঙ্কার হইয়াছে।

অতএব আলোচ্য শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত স্থূল পাঁচটী দোষ এবং এই পাঁচটী অলঙ্কার আছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আরও বহুতর দোষ গুণ আছে। সে যাহা হউক—

প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে।
অবিচার কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে॥
বিচারি কবিতা কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥ চৈঃ চঃ॥ ৬০॥

দেবতার অনুগ্রহে আপনার প্রতিভার কবিত্ব। অবিচারে কবিত্ব অবশ্য দোষ দুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বিচার করিয়া কবিতা রচনা করিলেই সুনির্ম্মল হয় এবং তাহা সালঙ্কার হইলে অর্থও অতীব শোভনীয় হইয়া থাকে।

বিনয়ের খনি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্লোকের দোষ গুণ বিচার করিয়া যদিও দিগ্বি-জয়ীর দর্প চূর্ণ করিলেন, তথাপি তাঁহার গৌরব করিয়া কহিলেন,—

"—এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হইতে বিষম অপার॥"
তুমি বা দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি।
বোল দেখি ?— চৈঃ ভাঃ॥ ৬১॥

পণ্ডিত! এ সকল শব্দ অলঙ্কার-শাস্ত্রমত শুদ্ধ নহে। তবে আপনি কি অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন ?"

দিগ্বিজয়ী প্রভুর বিচার-নৈপুণ্যে এরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন যে, আর তাঁহার মুখে বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না। ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার সে অসামান্য প্রতিভা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তিনি অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় অসংলগ্ন বাক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু বলিলেন,—

"—এ থাকুক পড় কিছু আর॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৬২॥

হায়! হায়! দিগ্বিজয়ীর পূর্ব্ববৎ কবিত্বশক্তি আর স্ফূর্ত্তি পাইল না। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের নিকট জ্যোতিরিঙ্গের ক্ষীণ-জ্যোতি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। দিগ্বিজয়ী বিস্ময়বিহ্বল বাক্যে কহিলেন,—"নিমাই পণ্ডিত! তুমি অলঙ্কার পড় নাই এবং তাদৃশ শাস্ত্রাভ্যাসও নাই, কেমন করিয়া এরূপ অর্থ প্রকাশ করিলে ?"

শ্রীগৌরাঙ্গ দিগ্বিজয়ীর মনের ভাব অবগত হইয়া কহিলেন,—

"শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায় কহি সেই বাণী॥ চৈঃ চঃ॥ ৬৩॥

শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভঙ্গীময় বাক্যে দিগ্বিজয়ী নিশ্চয় করিলেন, সরস্বতী দেবীই কোন অপরাধ বশতঃ আমাকে এই বালকের দ্বারা অপদস্থ করিলেন। দিগ্বিজয়ীর অবস্থা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাসিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সাতিশয় সাদর সম্ভাষণ সহকারে বিবিধ প্রশংসা বাক্য দ্বারা দিগ্বিজয়ীকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন—

"তুমি মহাপণ্ডিত হও কবি শিরোমণি।
যাঁর মুখে বাহিরায় এ হেন কাব্যবাণী॥
তোমার কবিত্ব তৈছে গঙ্গাজল ধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥

ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥
দোষ গুণ বিচার এই অল্প করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি তাহা সে বাখানি ॥
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান আমি না হই তোমার ॥ চৈঃ চঃ ॥ ৬৪ ॥

আপনি যেমনই মহাপণ্ডিত, তেমনই কবি শিরোমণি। আপনার কবিত্ব গঙ্গাজলের ন্যায় অতি পবিত্র। তবে যে দোষের কথা বলিলাম, উহা তত নিন্দার বিষয় নহে। ভবভূতি, জয়দেব, কালিদাস প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণের কবিত্বেও দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কবিত্ব-শক্তি থাকাই প্রশংসার কথা, তাহা আপনার যথেষ্ট আছে। আপনি আমার শৈশবচাপল্য মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনার শিষ্যের যোগ্যও হইতে পারি না। সে যাহা হউক—'

"আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আরবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥

* * * * *

তুমিও হইলে শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায় শুই থাক গিয়া ॥ চৈঃ ভাঃ ॥ ৬৫ ॥

অতঃপর উভয়েই সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নযোগে সরস্বতী দিগ্বিজয়ীকে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব অবগত করাইলেন। অতি প্রত্যুষেই দিগ্বিজয়ী অতি বিনীতভাবে শ্রীপ্রভুর চরণান্তিকে আত্ম সমর্পণ করিলেন। দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ দিগ্বিজয়ীকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—

—"কেনে ভাই একি ব্যবহার ?"
—দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে ॥
তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে। চৈঃ ভাঃ ॥ ৬৬ ॥

দিগ্বিজয়ী চরণে লুটাইয়া কাতর বাক্যে কৃপা ভিক্ষা চাহিলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

"শুন বিপ্রবর! তুমি মহাভাগ্যবান।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে সে বিদ্যায় সভে কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কেহ নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বরসেবা দৃঢ় চিন্তা করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৬৭॥

ওহে বিপ্র! তোমার জিহ্বায় যখন সরস্বতী অধিষ্ঠিত আছেন, তখন তুমি মহা ভাগ্যবান। দিগ্বিজয় করা এ বিদ্যার কার্য্য নহে। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" শ্রীভগবানের ভজনই শ্রেষ্ঠতমা বিদ্যা, লোকে এই বিদ্যারই প্রশংসা করিয়া থাকে। মনে বুঝিয়া দেখ, যখন প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া যায়, তখন ধন বা পৌরুষ কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না; কেবল শ্রীভগবৎ ভজনই সঙ্গে যায়। এই জন্যই সাধুগণ এই সকল তুচ্ছ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্তে শ্রীভগবানের ভজনা করেন। অতএব হে বিপ্র! এখন হইতে এই সকল জঞ্জাল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-পদ্ম আশ্রয় কর এবং যে পর্য্যন্ত মৃত্যু উপসন্ন না হয়, সেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবিচলিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা কর। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিত্তবৃত্তির গাঢ় সন্নিবিষ্টতাই সে বিদ্যার ফল বলিয়া জানিবে। এই অনন্ত সংসারে একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই সত্য, আমি তোমাকে এই মহাউপদেশ কহিলাম।

যে হেতু, একমাত্র ভক্তিই সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজন। শ্রুতি বলেন,—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে
নৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥"

ভক্তি শব্দ ভগবৎ-সেবা বাচ্য, অতএব ভক্তিই শ্রীভগবানের ভজন। এই ভজন কিরূপ? ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা নিবারণ পূর্ব্বক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণের নামই ভজন। এস্থলে বৃক্ষমূলস্থানীয় মনের অর্পণে শাখাস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণেরও ভজনত্ব কথিত হইল। এই ভজনের নামই নৈষ্কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাতিরিক্ত জ্ঞান।

পুরুষার্থ লাভ করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ। এই পরম পুরুষার্থের একমাত্র সাধন ভক্তি। ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষাও উচ্চ আসনে অবস্থিত। আনন্দরূপিণী ভক্তির চরণে মুক্তি-রাজলক্ষ্মী চিরকালই লুণ্ঠিত। যথা—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥"

ভক্তি কাহাকে কহে? ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ কি? শাস্ত্রে কথিত আছে—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনা-বিরহিত, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, সাঙ্খ্য ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদির সম্বন্ধশূন্য এবং রুচিকর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় যে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ শারীর মানস ও বাচিক চেষ্টা, তাহাকে উত্তমাভক্তি বলা যায়।

শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ অতি সংক্ষেপে সুন্দর পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥" প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

এই সমুদ্র-গভীর ভক্তিতত্ত্ব আলোচনার এখনও যথেষ্ট স্থান আছে। এজন্য এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচিত হইল না।

দীনৈক-দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে কৃষ্ণভক্তির মধুর উপদেশ দান করিয়া প্রেমাবেশে দিগ্বিজয়ীকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীভগবানের কৃপালিঙ্গনে তাঁহার সকল বন্ধন বিমুক্ত হইল। তখন প্রভু এই সকল বেদগুহ্য কথা কাহারও নিকট কহিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—

"—বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি।
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র! আর কহ কাহা প্রতি॥
বেদগুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৬৮॥

দিগ্বিজয়ী কৃত-কৃতার্থ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে বিস্তর নতিস্তুতি করিয়া বিদায় লইলেন এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দীনের দীন নিষ্কিঞ্চন ভক্তবেশে প্রস্থান করিলেন। দয়াল প্রভু তাঁহাকে সঙ্গোপনে কৃপা করিয়া বিদায় করিলেও শিষ্য পরম্পরায় লোকসমাজে সে সংবাদ প্রচারিত হইল এবং সেই সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের অমানুষী পাণ্ডিত্যপ্রভা পূর্ণ-শারদশশীর প্রফুল্ল-কিরণের ন্যায় সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল।

একাদশ লহরী।

শ্যামল জলধরের স্নিগ্ধ-বারিধারা-বর্ষণে যেমন ধরণী শীতল ও বৃক্ষবল্লী ঔষধি প্রভৃতি প্রফুল্লতার সহিত সম্বর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়া থাকে, আমাদের নদীয়ানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণাধারা-বর্ষণেও সেইরূপ সংসার-সন্তপ্ত যাবতীয় জীব নবজীবনলাভে পুলকিত, পরিপুষ্ট ও প্রমোদিত হইতেছে। এই দীনদয়াল অবতারে করুণা-বর্ষণের কলা-কৌশল বাস্তবিকই জগতে এক অশ্রুত অপূর্ব্ব ব্যাপার! শ্রীশচীনন্দনের প্রতিভা-গৌরবের সৌরভ-প্রবাহ শ্রীনদীয়ার চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তিনি ধনে মানে শ্রীনদীয়ার বড় বড় অধ্যাপকগণ অপেক্ষাও প্রতিপত্তিশালী। আবার যেমন তিনি দুঃখিতের প্রতি দয়ালু, তেমনই বিনয়ের সাগর।

দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌরহরি॥

এতদ্ব্যতীত প্রভুর আলয়ে প্রতিদিনই বহুতর অতিথি-সেবা হয়। দয়াল প্রভু সকলকেই যথাযোগ্য ভিক্ষাদানে পরিতুষ্ট করেন। এইরূপ অতিথি-সৎকার দ্বারা—

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশুপক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥
যার যা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্টদোষে।
সেই তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি-শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥" চৈঃ ভাঃ॥ ৬৯॥

আর্য্য-ঋষিগণ গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ এবং অতিথি-সেবার নাম মনুষ্য-যজ্ঞ। "নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥" গৃহস্থ মাত্রেই সক্ষম হইলে উক্ত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিত্য কর্ত্তব্য। নতুবা তাহার জীবন বৃথা। যথা—

দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানা মুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি॥

দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃগণ ও আত্মাকে যে ব্যক্তি উক্ত পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট জীব হইলেও জীবিত নহে অর্থাৎ জীবন্মৃত।

মহাভারত অশ্বমেধিক পর্ব্বে গৃহস্থ ধর্ম্মলক্ষণে উক্ত আছে যে,—

দেবতাতিথি শিষ্টাশী নিরতো বেদকর্ম্মসু।
ইজ্যাপ্রদানযুক্তশ্চ যথাশক্তি যথাবিধি॥

গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশক্তি ও যথাবিধানে দেবতা ও অতিথি-সেবাভিলাষী, বেদকর্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্ত্তা ও দানশীল হইবে।

অতএব অতিথি-সেবা গৃহস্থের একটী মূল কর্ম্ম। অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৃহাগত ব্যক্তির নাম অতিথি। অর্থাৎ—

যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ।
অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথি প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

যাহার নাম জানা নাই, গোত্র জানা নাই এবং নিবাসও জানা নাই, এমন কোন ব্যক্তি হঠাৎ গৃহে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি কহে।

গৃহস্থ হইয়া যে ব্যক্তি অতিথি-সৎকার না করে, সে ব্যক্তি পশু পক্ষ্যাদি নিকৃষ্ট জীবেরও অধম। কেন না, অতিথি যে গৃহস্থের বাটী হইতে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান, তাহার পুণ্যপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

অতিথি র্যস্যভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

অর্থাৎ যাহার গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবর্ত্ত হয়, অতিথি তাহার সমস্ত দুষ্কৃত সেই গৃহস্থকে অর্পণ পূর্ব্বক গৃহস্থের পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন।

অভ্যাগত জনের জাতি-বিদ্যা-গোত্রাদির বিচার না করিয়া হিরণ্যগর্ভ স্বরূপে তাহার সম্মাননা করিবে। যথা—

স্বাধ্যায় গোত্রচরণ মপৃষ্ট্বাপি তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহীঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ।

আবার স্মৃতিতেও উল্লিখিত আছে যে,—

দেশং নাম কুলং বিদ্যাং পৃষ্ট্বা যোঽন্নং প্রযচ্ছতি।
ন স তৎফলমাপ্নোতি দত্ত্বা স্বর্গং ন গচ্ছতি॥

যে ব্যক্তি অতিথির দেশ, নাম, কুল ও বিদ্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্ন দান করে, সে তাহার কোন ফলই প্রাপ্ত হয় না এবং স্বর্গেও গমন করিতে পারে না।

অতএব যথাশক্তি অতিথি-সৎকার গৃহস্থ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। যথা-কালেই আসুন আর অকালেই আসুন, অতিথিকি গৃহে কখনও উপবাসী রাখিবে না। পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্টদোষে যাহার কিছু না থাকে, সে ব্যক্তি তৃণাসন, স্থান, জল ও প্রিয়বাক্য দ্বারা অতিথির সন্তোষ বিধান করিবেন।

কারণ, গৃহীব্যক্তি যতই দরিদ্র হউক না কেন, এগুলির কখনই অভাব হইতে পারে না। যথা মনুসংহিতায়—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দরিদ্রতা-নিবন্ধন অন্নদানে অসমর্থ হইলে শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামভূমি, পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল আর চতুর্থতঃ প্রিয়বাক্য—ধার্ম্মিকের গৃহে এ-গুলির কদাচ অভাব হয় না। বিশেষতঃ সকল দ্রব্যের অভাব হইতে পারে কিন্তু প্রিয়বাক্যের অভাব অসম্ভব। একান্ত অশক্ত ব্যক্তি মিষ্ট বাক্যদ্বারা অতিথির সন্তুষ্ট করিবেন। কদাচ অতিথি-সৎকারে বিমুখ হইবে না। অত-এব যাহার যেরূপ শক্তি, তাহার সেইরূপ অতিথি-ভক্তি করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতিথির পূজা-ফলে গৃহস্থ ধন যশ আয়ু ও স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। যথা—

ধনং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথি পূজনম্॥ মনু।

ভুবন-মঙ্গল-গুণধাম শ্রীগৌরসুন্দর করুণাবতার-বিগ্রহরূপে পাপী তাপী পাষণ্ডী প্রভৃতির পাপমতি বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে ভুবনে সর্ব্বোত্তম করি-বার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অপূর্ব্ব অশ্রুত অবতারে তাঁহার এক প্রতিজ্ঞা আছে—

"ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ দিব সকল জীবেরে॥"
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার কারণে॥

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে ইচ্ছাময় শ্রীগৌর ভগবান পূর্ব্বদেশে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া জননীকে কহিলেন,—

"কথোদিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭০॥

জননীর নিকট বিদায় লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্ধার বাসনায় পদ্মাপারে উপস্থিত হইলেন, তথায় মহামঙ্গলময় শ্রীহরিনামের যে উদ্দাম প্রবাহ প্রবাহিত করিলেন, তাহাতে কলি-পীড়িত উন্মুখ-বিমুখ সকল নর-নারীই অলৌকিক প্রেমোল্লাসে কৃতার্থ হইলেন। এই সময়েই শ্রীতপন মিশ্র নামক একজন সাধু ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণান্তিকে আসিয়া শরণ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ সাধ্য সাধন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল নিজ ইষ্টমন্ত্র রাত্রিদিন জপ করেন কিন্তু সাধনাঙ্গ ব্যতিরেকে তাহার চিত্তের শান্তি হয় না। একদিন স্বপ্নযোগে জানিলেন, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট যাইলেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

অবগত হইতে পারিবেন। শ্রীভগবানই জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীনিমাই পণ্ডিত-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তপন মিশ্র এই স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দীনভাবে শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া শরণাপন্ন হইলেন। কহিলেন, "প্রভু! আমি সাধ্য সাধন কিছুই জানি না, আমি কি উপায়ে উদ্ধার হইব, কৃপা পূর্ব্বক তাহার উপদেশ প্রদান করুন।"

কৃপা-কিরণামৃতবর্ষী শ্রীগৌরশশী তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন,—

"—বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে যাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭১॥

"বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জের ফলেই জীব কৃষ্ণভজন করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কথা আর কি কহিব? কারণ, তুমি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে অভিলাষ করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন অতি কঠিন। পরম কারুণিক শ্রীভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া এক একটী যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। অধর্ম্মের প্রাবল্যে ও অভক্তের অত্যাচারে যখন ভক্তগণ অতিমাত্র কাতর হইয়া উঠেন, তখন ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের বিনাশ, ভক্তের রক্ষা এবং দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী এক মনোমদ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। যথা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশয়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ শ্রীগীতা।

এইরূপে শ্রীভগবান্ চারি যুগে চারিটী ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া দুঃখদুরিতগ্রস্থ জীবের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। যথা—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে 'পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে মানসিক শক্তির প্রাবল্য-হেতু শ্রীভগবানের ধ্যানই উপাসনা ছিল, ত্রেতাযুগে কায়িক শক্তির বিশেষ প্রাবল্যে যজ্ঞই পরিত্রাণের উপায়

ছিল, দ্বাপরে কায়িক শক্তির কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে পরিচর্য্যার ব্যবস্থা এবং এই কলিযুগে দুর্ব্বল চঞ্চলচিত্ত জীবের পক্ষে তৎসমস্তই অসাধ্য বলিয়া কেবল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই ব্যবস্থিত হইয়াছেন। এই শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই জীব সকল পুরুষার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥ ৯॥ ৭২॥

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। ইহাই জীবের মঙ্গলের কারণ। অতএব কলিযুগে জীব এই যুগবিহিত নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া অন্য কোন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কখনই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। কেন না, যে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত, তাহার সাধনই মঙ্গলপ্রদ। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের বল, বীর্য্য, ধর্ম্মভাব ও সৎপ্রবৃত্তিরও পরিবর্ত্তন ও হ্রাস হইয়া থাকে। এইজন্য পৃথক্ পৃথক্ যুগে যুগানুরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই যুগধর্ম্ম ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের আর অন্য কোন উপায় নাই।

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্ম যুগে যুগে।
বেদ দৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্যচেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥
শ্রীভাঃ ৭।১১।৩১

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে রাজন! মনুষ্যদিগের সত্বাদি স্বভাবানুসারে যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই ধর্ম্মকে ইহকালে ও পরকালে তাহাদের সুখের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুগানুরূপ ধর্ম্মই জীবের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম অপেক্ষা অন্য ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইলেও তাহা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥" নিজের ধর্ম্ম ভাল হউক মন্দ হউক, তাহা একান্তভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা ভবসিন্ধুপারের আর উপায় নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ম বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ॥ শ্রীগীতা

স্বধর্ম্ম নীচ হইলেও শ্রেষ্ঠ, পরধর্ম্ম অপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। কলিযুগে দুর্ব্বল পতিত জীবের স্বধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জীব কোনক্রমেই এই অনন্ত দুঃখ-সঙ্কুল ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না। শ্রীহরিনামই জীবের সংসার-পারের একমাত্র উপায়।

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি,
সংসারপারং দুরিতৌঘ মুক্তঃ।
নর স সত্যং কলিদোষ জন্ম,
পাপং নিহত্যাশু কিমত্র চিত্রং॥ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর॥

শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনে যে মনুষ্য নিখিল পাপের বন্ধন বিমুক্ত হইয়া নিশ্চয় সংসার-পারে গমন করে, সেই মনুষ্য কলি-কুলষ-জনিত পাপকে বিনষ্ট করিবে বিচিত্র কি?

অতএব যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-মকরন্দ-পানে প্রমত্ত থাকেন, তাঁহার কথা দূরে থাক, যে ব্যক্তি অন্ততঃ রাত্রি ও দিবার মধ্যে কেবল শয়ন ও ভোজনের সময় শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার মহিমার সীমা অপৌরুষেয় বেদও দিতে সমর্থ হন না।

সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই শ্রীভগবানের নাম স্মরণ, কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। যথা—

সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদ্ যথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম
সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা॥ শ্রী হ, ভ, বি,।

হে রাজন! শ্রীকৃষ্ণের সকল নামই লোকের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। অতএব সকল কার্য্যেই শ্রীকৃষ্ণের নাম ভক্তিপূর্ব্বক যথেষ্ট কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের সকল নাম সকল সময়ে সকল কার্য্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইলেও বিবিধ কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীভগবানের নাম-বিশেষের কীর্ত্তন শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

মাঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং মঙ্গল্যেষু কীর্ত্তয়েৎ।
উত্তিষ্ঠন্ কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণুং প্রস্বপন্ মাধবং নরঃ॥

ভোজনে চৈব গোবিন্দং সর্ব্বত্র মধুসূদনং ॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

সকল মঙ্গলকার্য্যে মঙ্গলময় বিষ্ণু, উত্থানকালে বিষ্ণু, শয়নকালে মাধব, ভোজনকালে গোবিন্দ এবং সর্ব্বত্র মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করিবে।

আবার নাম-বিশেষের স্মরণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে—

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥
জলমধ্যে বরাহন্তু পাবকে জলশায়িনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্ ॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "ভোজনে গোবিন্দ" এবং এই শ্লোকে "ভোজনে জনার্দ্দন" উক্ত হইয়াছে। কীর্ত্তন ও স্মরণের বিভেদের জন্যই নামেরও এইরূপ বিভেদ বুঝিতে হইবে। ভোজনকালে কীর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের "গোবিন্দ নাম" এবং স্মরণের নিমিত্ত "জনার্দ্দন" নাম প্রশস্ত জানিবেন।

আবার শয়নকালেও শ্রীভগবানের নাম স্মরণ কীর্ত্তন করিয়া শয়ন করিতে হয়। যথা—

সায়ংভূক্ত্বা যথা-ন্যায়ং সুখং স্বপ্যাৎ প্রভুং স্মরণ্ ॥ শ্রীভাগবত।১১।

শ্রীভগবানের নিকট অনুমতি-প্রার্থী হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া সায়ংকালে যথাযোগ্য ভোজন সম্প্রদানপূর্ব্বক প্রভুকে স্মরণ করিতে করিতে সুখে শয্যায় শয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রার্থনা করিবে—

নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ।
অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণি বিভূষিতে ॥
ক্ষীরাব্ধি মধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহ মাপাদতলমস্তকম্।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ ॥

অর্থাৎ যিনি নির্গুণ, নিষ্কল, বিশ্বমূর্ত্তিধারী, অব্যয়, আদ্যন্ত-বিহীন এবং

ক্ষীরোদসাগর মধ্যে ফণি-মণি-বিভূষিত অনন্ত শয্যায় নিদ্রাশায়ী, সে মাধব আমাকে রক্ষা করুন। তিনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিমান গরুড়ধ্বজ, তিনি আমার আপাদ-তলমস্তক বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রদেশ রক্ষা করুন।

* শয়নকালে শ্রীনাম কীর্ত্তন-স্মরণের বিভেদ অনুসারে নামেরও বিভেদ লক্ষিত হয়। শয়নে "মাধব" নাম কীর্ত্তনীয় এবং "পদ্মনাভ" নাম স্মরণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই যথা-নির্দ্দিষ্ট শ্রীনাম স্মরণ কীর্ত্তন না করিয়া শ্রীভগবানের অন্য নাম স্মরণ কীর্ত্তন করিলেও দোষাবহ হইবে না। কেন না,—

সর্ব্বার্থশক্তি যুক্তস্য দেবদেবস্যচক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥

শ্রীহ, ভ, বি, ১১। ১৩৪।

দেব দেব ভগবান্ চক্রধারী সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্ব্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহার যে নাম ইচ্ছা হয় কীর্ত্তন করিবে।

অতএব যিনি অন্তত কেবল শয়ন ও ভোজন সময়েই শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি পরাভক্তি লাভ করিয়া জগদ্বন্দ্য হইয়া থাকেন। যথা—

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজং স্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥

শ্রীবৃহন্নারদীয়।

অর্থাৎ শয়নে, ভোজনে, গমনে, উপবেশনে ও অন্য কথা-প্রসঙ্গে যাঁহারা শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার। এস্থলে নমঃ শব্দে বন্দ্যতা সিদ্ধ হইয়াছে।

কলিমলনাশন শ্রীহরিনাম শয়ন ভোজনাদিকালে অবহেলাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেও পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। যথা—

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণো র্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্॥
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরংব্রজেৎ॥ লিঙ্গপুরাণ।

অর্থাৎ যখন লোকে গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন, নিশ্বাসক্ষেপণ ও বাক্য-পূরণকালে অবহেলাপূর্ব্বক কলিমর্দ্দন শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে, তখন ভক্তিযুক্ত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিলে যে শ্রীবৈকুণ্ঠ নগরে পরম-পদ লাভ করিবে তাহাতে আর কথা কি?

হেলায় দূরে থাক্, শয়ন ভোজনাদিকালে বৈরিভাবে শ্রীভগবানের নাম লইলেও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যথা—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল শাল্ব
পৌণ্ড্রাদয়োঃ গতিবিলাস-বিলোকনাদৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎ সাম্যমাপুরনুরক্ত ধিয়াং পুনঃ কিম্॥ শ্রীভা, ১১।

শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—হে বাসুদেব! শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি নৃপতিগণ শয়ন উপবেশনাদিকালে যাঁহার গতি বিলাস ও বিলোকনাদি সহকারে আকার চিন্তন করিয়া সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অনুরক্ত চিত্ত ভক্তগণের কথা আর কি কহিব?

একেই তো জীব দুর্ব্বলচিত্ত-মোহমুগ্ধ; তাহাতে শয়ন ভোজনকালে নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দ্বারা চিত্তের এরূপ বৈকল্য উপস্থিত হয় যে, দেহাত্মবাদী সংসারাসক্ত মূঢ় জীব শ্রীভগবানের নাম স্মরণ-কীর্ত্তন ভুলিয়া কেবল দেহের শান্তি বিধানে ও কামতর্পণে তৎপর হয়। কিন্তু যিনি এই বিবশ অবস্থাতেও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার আন্তরিক প্রবল নিষ্ঠা ও অত্যন্ত অভ্যাসের বল বুঝিতে হইবে। তাঁহার এই আনুরক্তির জন্যই শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। যথা—

নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু।
যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥

হে মহাভাগ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পতনাদির সময়ে যে ব্যক্তি শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করে, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

কলিযুগ-ধর্ম্ম একমাত্র শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর অন্য কোন তপস্যা কি যজ্ঞ নাই। করুণাসিন্ধু শ্রীহরি কলির দুর্ব্বল জীবের জন্য সকল তপস্যা তীর্থ ও যজ্ঞাদির যাবতীয় শক্তি ও ফল হরণ করিয়া নিজনামে রক্ষা করিয়াছেন। যথা স্কন্দপুরাণে—

দানব্রততপস্তীর্থ ক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতা।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষুনামসু॥

অর্থাৎ দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, দেবতা, সাধু, রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ,

জ্ঞান ও আধ্যাত্ম বস্তুর যে সকল সর্ব্বপাপহরা ও মঙ্গলপ্রদা শক্তি আছে শ্রীহরি তৎসমুদয় আকর্ষণপূর্ব্বক নিজনাম সমূহে স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব শ্রীহরিনাম যখন সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বযজ্ঞ হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন, তখন কলিযুগে অন্য তপস্যা কি যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন হইতেই সেই ফললাভ হইবে। যথা, বিষ্ণুপুরাণে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

অর্থাৎ সত্যকালে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিতে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে তাহাই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহার ভাগ্যের কথা কি কহিব। তাঁহার ন্যায় মহাভাগ্যবান্ ভুবনে প্রকৃতই দুর্ল্লভ।

"অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৩॥

অতএব হে বিপ্র! তুমি গৃহে গিয়া অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কপটতা-শূন্য হইয়া একান্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর। যে কিছু সাধ্যসাধনতত্ত্ব সকলই শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে লাভ হইবে। সাধন ভক্তির ফলই সাধ্যবস্তু, তাহার নামই প্রেম। সেই পুরুষার্থ-প্রধান প্রেমই প্রয়োজন। এই সকল তত্ত্ব শ্রীহরিনামশ্রবণাদি—শুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদয় প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

এই জন্যই শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণে বজ্রগম্ভীরস্বরে ঘোষিত হইয়াছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥*

* হরের্নাম শ্লোকের বিশদব্যাখ্যা এবং হরেকৃষ্ণাদি তারকব্রহ্ম নামের তাৎপর্য্য বিচার "শ্রীগোবিন্দ নামামৃত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অনন্তর কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌর-পূর্ণেন্দু ভাগ্যবান তপন মিশ্রকে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র দান করিলেন। সে মহামন্ত্র এই—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

দয়াল প্রভু এই তারকব্রহ্মনাম মন্ত্র দান করিয়া কহিলেন,—

"এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৪॥

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নামমন্ত্র জপমালা সহযোগে সংখ্যা করিয়া জপ করিতে হয়। জপমালার নিত্যতা সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

যস্ত ভাগবতো ভূত্বা ন গৃহ্নাতি গণিত্রিকাম্।
আসুরী তস্য দীক্ষা তু ন সা ধর্ম্মায় বিদ্যতে॥
গণিত্রিকাং গৃহীত্বা যো মন্ত্রং চিন্তয়তে বুধঃ।
জন্মান্তর সহস্রাণি চিন্তিতোঽহঞ্চ তেন বৈ॥
মাঙ্গল্যা কুশলা সিদ্ধা সর্ব্বসংসার মোক্ষণী॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিযুক্ত হইয়া মালা গ্রহণ না করে, তাহার দীক্ষা আসুরী বলিয়া অভিহিত হয়; এবং সে দীক্ষা ধর্ম্মার্থে কল্পিত হয় না। জপমালা গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্র চিন্তা করে, আমি তাহা কর্ত্তৃক সহস্র জন্ম চিন্তিত হইয়া থাকি। ঐ মালা মঙ্গলকরী কুশলা, সিদ্ধিপ্রদা ও সর্ব্বসংসার-পাশমুক্ত-কারিণী বলিয়া জানিবে।

আবার সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। যথা—

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ব্যাসস্মৃতি।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে জপ করিলে, মেরুলঙ্ঘন পূর্ব্বক জপ করিলে অথবা বিনা সংখ্যায় জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে।

জপে কোন্ মালা প্রশস্ত, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে। যথা—

তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈর্ম্মণিভির্জপমালিকা।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বেযামীপ্সিতার্থ ফলপ্রদা॥

নারদপঞ্চরাত্র।

অর্থাৎ তুলসীকাষ্ঠ মণি-নির্ম্মিত জপমালা সকল কর্ম্মে সকল অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন। আবার—

পুণ্ডরীকভবামালা গোপাল মন্ত্রসিদ্ধিদা।
আমলক্যাভবা মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা॥
তুলসী সম্ভবা যা তু সা মোক্ষং তনুতেঽচিরাৎ॥
গৌতমীয় তন্ত্র।

শ্বেতপদ্মবীজ-নির্ম্মিত মালা শ্রীগোপাল মন্ত্রের সিদ্ধিদায়িনী, আমলকী-রচিত মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা এবং তুলসী-নির্ম্মিত মালা শীঘ্র মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব বিষ্ণুমন্ত্রাশ্রিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বদা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা জপমালা ব্যবহার করিবেন।

অথ মালা-নির্ম্মাণবিধি।

মুখেমুখং প্রকর্ত্তব্যং মুখং মূলে বিবর্জ্জয়েৎ।
ধাত্রীফলপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠ মেতদুদাহৃতম্॥
বদরাণ্ড প্রমাণেন গদ্যতে মধ্যমাধমে।
নব ত্রিতন্তুনা চৈতদ্ গ্রন্থনীয় মসংস্পৃশৎ॥
ঊর্দ্ধ বক্ত্রঞ্চ মের্ব্বাখ্যং কর্ত্তব্যং তন্নলঙ্ঘয়েৎ॥ শিবাগম।

অর্থাৎ মালার মুখের দিকে মুখ যোজনা করিবে, মূলের দিকে করিবে না। মূলে মূলে ও মুখে মুখে যোজনা করিবে। ধাত্রীফলপ্রমাণ মালা শ্রেষ্ঠ, কুল-প্রমাণ মালা মধ্যম এবং কুলবীজের প্রমাণ মালা কনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত। মালা গ্রন্থন করিতে হইলে অগ্রে সূত্রকে তিনগুণ করিয়া পরে পুনরায় তিনগুণ করিয়া নবগুণিত সূত্রে গ্রন্থন করিতে হইবে। মালা পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হয়, এরূপভাবে মালাদ্বয়ের মধ্যে একটী করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি দিতে হইবে। মেরু ঊর্দ্ধমুখ করিয়া স্থাপন কর্ত্তব্য এবং জপকালে তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

সূত্র সম্বন্ধে কার্পাস সূত্রই উৎকৃষ্ট। যথা—

কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদং।
তচ্চ বিপ্রেন্দ্র কন্যাভি র্নির্ম্মিতঞ্চ সুশোভনং॥
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েৎ শিল্পশাস্ত্রতঃ॥

কার্পাসতুলাজাত সূত্র ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণকুমারী দ্বারা সূত্র নির্ম্মাণ করাইয়া নবগুণিত সূত্রে মালা গাঁথিতে হইবে।

এইরূপে মালা গ্রন্থন করা হইলে তাহাকে যথাবিধি সংস্কার করিয়া লইতে হইবে।

অথ মালা-সংস্কার-বিধি।

ক্ষালয়েৎ সদ্যো জাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েদপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু॥
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথা ঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ॥ শিবাগম।

অর্থাৎ সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্যে (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) ও উত্তমজলে মালাকে প্রক্ষালন করিবে। সদ্যোজাত মন্ত্র,—"ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমোনমঃ। ভবে ভবে নাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।" অনন্তর বামদেব মন্ত্রে অগুরুচন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। বামদেব মন্ত্র—"ওঁ বামদেবায় নমঃ জ্যেষ্ঠায় নমঃ রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমঃ বলপ্রমথায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ মনোন্মথনায় নমঃ।" পরে অঘোর মন্ত্রে মালাকে ধূপন করিবে। অঘোর মন্ত্র,—"অঘোরেভ্যোঽথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ শিবেভ্যঃ।" অনন্তর তৎপুরুষ মন্ত্রদ্বারা মালাতে চন্দনাদি লেপন করিবে। তৎপুরুষ মন্ত্র—"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।" পরে ঈশানাদি পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক মালাকে একশতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। ঈশানাদিমন্ত্র—"ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতি র্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদা শিবোমিতি।" মেরুকে উক্ত ঈশানাদি মন্ত্রে ও অঘোরমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। পরিশেষে প্রত্যেক মালা ও মেরুকে পূজা করিবে। এইরূপে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা মালা সংস্কার করাইয়া গ্রহণ করিলে মালা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিদায়িনী হইয়া থাকেন।

মালাকে প্রণাম করিয়া একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বোক্ত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে। জপকালে উত্তরীয় ধারণ করিবেন, মস্তকাদি অঙ্গ সঞ্চালন করিবেন না, তৎকালে অন্য বাক্যালাপ বা অন্য বিষয় চিন্তা নিষিদ্ধ। জপে

তর্জ্জনী অঙ্গুলী বর্জ্জন করিবে। মধ্যমার মধ্যভাগে মালা রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এক একটী মালা আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। একবার মালা শেষ হইলে, পুনরায় জপের সময় মেরু উল্লঙ্ঘন না করিয়া মালা ঘুরাইয়া লইতে হইবে। মালা নির্জ্জন স্থানে জপ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

জপ ত্রিবিধ।—বাচিক, উপাংশু ও মানস। এই ত্রিবিধ জপযজ্ঞ পরস্পর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরযোগে স্পষ্ট করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করার নাম বাচিক জপ। জিহ্বা ও ওষ্ঠ ঈষৎ চালিত করিয়া ধীরে ধীরে কেবল নিজের শ্রবণযোগ্যরূপে মন্ত্রোচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। মন্ত্রার্থ চিন্তনাভ্যাসের নাম মানস জপ। মানস জপই সর্ব্বোত্তম। মালা ও জপ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীগুরুস্থানে এবং শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ১৭শ বিলাসে দ্রষ্টব্য। বাহুল্য বোধে অধিক উদ্ধৃত করা হইল না।

অনন্তর মালার অপর নিয়ম সকল কথিত হইতেছে। যথা—

তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেৎ সূত্রং কম্পয়েন্ন বিধুনয়েৎ।
অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব মধ্যস্থং পরিবর্ত্তং সমাচরেৎ॥
ন স্পৃশেৎ বামহস্তেন করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ॥

অর্থাৎ তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা মালা স্পর্শ করিবে না, এবং মালা কম্পিত বা নিক্ষিপ্ত করাও অনুচিত। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বের মধ্যে রাখিয়া ঘূর্ণন করিবে। মালা বামকর দ্বারা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ এবং যাহাতে মালা হস্তভ্রষ্ট না হয় তাহা করিবে। যেহেতু,—

কম্পনাৎ সিদ্ধিহানিস্যাৎ ধূননং বহুদুঃখদং।
শব্দে জাতে ভবেদ্রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ॥
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যু তস্মাদব্দ পরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ কম্পনে সিদ্ধিহানি, ক্ষেপণে বহুদুঃখ, শব্দোৎপন্নে ব্যাধি, হস্তভ্রষ্ট হইলে বিনাশ এবং সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। অতএব এক বৎসর পরে মালা পুনরায় নূতন সূত্রে গ্রন্থন করিবে। অনবধানবশতঃ দৈবাৎ উক্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ১০৮বার মন্ত্র জপ করিবে এবং করভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত বা পদে পতিত হইলে পঞ্চগব্যদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া ২১৬বার মন্ত্র জপ করিবে। করমালায় অন্যমালার ন্যায় ছিন্ন-ভিন্নাদি দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু উহা নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মেই অধিক প্রশস্ত। যথা—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং করে কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
করমালা মহাদেবি! সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা।
ছিন্নভিন্নাদি দোষোঽপি করে নাস্তি কদাচন।
অক্ষয়স্ত করো দেবি! মালা ভবতী তাদৃশী ॥

সনৎকুমার সংহিতা।

যাহা হউক, শ্রীতুলসী কাষ্ঠসম্ভবা জপমালাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসদাচারসম্মত, সুতরাং নিত্য ব্যবহার্য্য। মালাগ্রহণের মন্ত্র। যথা—

অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং হরিনামজপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে তু প্রার্থয়ে ॥

মালা রাখিবার মন্ত্র। যথা—

পতিতপাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমং।
রাধাকৃষ্ণস্বরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ ॥
ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে ॥

জপ সমর্পণের মন্ত্র। যথা—

গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব যৎ প্রসাদাৎ ত্বয়িস্থিতে ॥

এইরূপে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র অপরাধশূন্য হইয়া সাধন করিতে করিতে যখন প্রেমাঙ্কুরের উদয় হইবে, তখন সাধ্য সাধন তত্ত্ব আপন হইতেই স্ফূর্ত্তি পাইবে। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য বস্তু। সাধন ভক্তিই তাহার সাধন। গুরুপদাশ্রয় মন্ত্র দীক্ষাদি এবং নাম শ্রবণ কীর্ত্তন সমস্তই সাধন ভক্তির অন্তর্গত। তন্মধ্যে কেবল শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই সাধ্যবস্তু প্রেম লাভ হইয়া থাকে। যথা—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ ॥

শ্রীনাম কীর্ত্তনই যাঁহার ব্রত, সেই ভগবদ্ভজনশীল ব্যক্তি নিজপ্রিয় শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে যখন প্রেমের উদয়ে বিবশ-হৃদয় হইয়া পড়েন, তখন তিনি উন্মাদের ন্যায় লোকাপেক্ষা না করিয়া কখন

উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন।

এই প্রেমরূপ সাধ্য ভক্তিই শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ সাধন ভক্তির ফল। সুতরাং শ্রীভগবৎপ্রেম সাধ্য নহে। যথা—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥" শ্রীচৈঃ চ।

অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্তি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলেই তাহাতে প্রেম-সূর্য্যের স্নিগ্ধ প্রভা স্বয়ংই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, অন্য কোন সাধনাদির অপেক্ষা করেন না।

অতএব হে বিপ্র! তোমার যখন শ্রীকৃষ্ণভজনে দৃঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন উহা অব্যর্থ শ্রীভগবৎ-প্রেম প্রদান করিবে। অনুরাগ হওয়া বিশেষ ভাগ্যের কথা। অতএব তুমি গৃহে গিয়া সকল কুটিনাটী অর্থাৎ কপট বৈরাগ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া একান্তচিত্তে কেবল শ্রীহরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও জপ করিতে থাক।

দীনৈকশরণ শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই শিক্ষা শ্রবণ করিয়া ভাগ্যবান্ তপনমিশ্র আপনাকে অতিশয় কৃতার্থ মনে করিলেন এবং শ্রীপ্রভুর চরণমূলে পতিত হইয়া সঙ্গে যাইয়া শ্রীনবদ্বীপে বাস করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন শ্রীশচীনন্দন তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন,—

"—তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী।
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৪॥

শ্রীপ্রভুর এই আজ্ঞা-প্রসাদ শিরোধার্য্য করিয়া তপন মিশ্র সস্ত্রীক কাশীতে গিয়া বাস করিলেন। প্রভু মিশ্রকে নিজ সঙ্গ ছাড়াইয়া কেন যে বারাণসী পাঠাইলেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারই লিখিয়াছেন,—

"প্রভুর অতর্ক্য লীলা বুঝিতে না পারি।
সম্বন্ধ ছাড়ায়ে কেন পাঠান কাশীপুরী॥ চৈঃ চঃ।

তপন মিশ্র বারাণসীধামে দশ বৎসর কাল শ্রীপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিলেন এবং কেনই বা এই সুদীর্ঘ কাল হৃদয়ে শ্রীগৌর-বিরহের

দাবদাহ দিবানিশি সহিলেন? তাহার কারণ এই, তপনমিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। তিনি বিদায়কালে বিরলে যখন—

"মনুষ্য নহেন তিহোঁ নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগত কারণ॥"

এই স্বপ্নের কথা শ্রীগৌরাঙ্গকে নিবেদন করেন, তখন শ্রীপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"—সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত॥" চৈঃ ভাঃ ॥৭৫॥

এজন্য শ্রীগৌরাঙ্গে ভগবদ্বিশ্বাস মিশ্রের হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইয়াছিল এবং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তি যখন অবিতথ সত্য, তখন শ্রীগৌর-বিভু অবশ্যই একদিন দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষাতেই যেন তিনি উক্ত সুদীর্ঘ সময়কেও তুচ্ছবোধ করিলেন।

অবাধ করুণামৃতবর্ষী শ্রীগৌরশশী কেবল তপন মিশ্রকেই যে কৃপা করিলেন, তাহা নহে, ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনামের মধুর সৌরভে ও প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় তিনি সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চল এক অচিন্ত্য অপূর্ব্ব ভাবে উন্মাদিত করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব দেশকে ধন্য করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী হইয়াও প্রভু জননীর বিষণ্ণভাব দর্শন করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। বিনয়মধুরবাক্যে কহিলেন,—

"দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ॥
কুশলে আইলুঁ আমি দূরদেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভালমতে॥
আরো তোমা দেখি বড় দুঃখিত বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৬॥

প্রভু তখন লোকমুখে পত্নীর বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লোক-চরিত্রের অনুকরণে কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"কস্য কে পতি পুত্রাদ্যাঃ মোহ এব হি কারণম॥ শ্রীভাঃ॥

পতি পুত্রাদি কে কাহার? অর্থাৎ কেহ কাহারও নহে। কেবল মোহই এই সকল প্রতীতির কারণ। অতএব—

"—মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে সে ঘুচিবে কেমনে॥
এইমত কালগতি কেহ কারো নয়।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য কোন্ কার্য্য দুঃখ তায়॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তারে বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৭৭॥

এ সংসারে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তৎসমস্তই নিদ্রার স্বপ্নবৎ অলীক। স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনা সকল বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও যেমন তৎকালে সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সংসারও মায়াকল্পিত জানিবে।

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়াকল্পিতং জগৎ॥

অথবা রজ্জুতে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বও সত্য বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং সংসারের সকল ব্যাপারই মিথ্যা ও অনিত্য। মায়াময় সংসারে মায়াধীন জীব মোহ-নিদ্রার ঘোরে অভিভূত হইয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতেছে—সংসারে "আমি আমার" সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সংসারের তাবৎ বস্তু সত্যবোধ করিতেছে। এই যে অনিত্য সংসারে অনিত্য বস্তুর সহিত জীবের সম্বন্ধাভিনিবেশ, ইহার কারণ—মোহ। ধর্ম্ম-বিমূঢ়তা অথবা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নামই মোহ। মোহের অপর নাম অজ্ঞানতা। মোহের স্বরূপ যথা—

মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এতদন্যং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ পাদ্মে।

আমার মাতা, আমার পিতা, আমার স্ত্রী, আমার গৃহ ইত্যাদি আরও অন্যবিধ বস্তুতে যে মমত্ব তাহাকে মোহ বলে।

সংসারী জীব এই মোহ-পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই দিন দিন অধঃ-পাতে যাইতেছে। এই মোহ-বৃক্ষের স্বরূপ অতীব বিচিত্র। যথা—

লোভঃ পাপস্ত বীজোঽয়ং মোহমূলস্তু তস্য হি।
অসত্যং তস্য চ স্কন্ধো মায়া শাখা সুবিস্তারঃ॥
দম্ভ কৌটিল্য পত্রাণি কুকৃত্যা পুষ্পিতঃ সদা।
পৈশুন্যং তস্য সৌগন্ধ মজ্ঞানং ফল মেবহি॥
ছদ্ম পাষণ্ড চৌরাশ্চ কূটাঃ ক্রূরাশ্চ পাপিনঃ।
পক্ষিণো মোহবৃক্ষস্য মায়াশাখাসমাশ্রিতাঃ॥
অজ্ঞানস্তু ফলং তস্য রসোঽধর্ম্ম ফলস্য হি।
ভাবোদকেন সংবৃদ্ধ স্তস্য সত্বাৎ স তু প্রিয়ঃ॥
অধর্ম্মস্তস্য সুরভিঃ ক্লেদশ্চ মধুরায়তে।
তাদৃশৈশ্চ ফলৈশ্চৈব সুফলো লোভপাদপঃ॥
তস্য চ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যো নরঃ পরিবর্ত্ততে।
ফলানি তস্য যোঽশ্নাতি সুপকানি দিনে দিনে॥
ফলানাস্তু রসেনৈব অধর্ম্মেণ তু পোষিতঃ।
সুসংপুষ্টো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ পতনায় প্রযচ্ছতি॥ পাদ্মে॥

পাপের বীজস্বরূপ লোভই মোহবৃক্ষের মূল। অসত্য তাহার স্কন্ধ, মায়া তাহার বহু-বিস্তার শাখা। দম্ভ-কুটিলাদি তাহার পত্র-পল্লব। তাহাতে কুকর্ম্মরূপ পুষ্পসমূহ সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত। পিশুনতা (খলতা) তাহার সুগন্ধ এবং অজ্ঞানতাই তাহার ফল। কপট, পাষণ্ড, চৌর, কুটিল, ক্রূর ও পাপী-গণই পক্ষীরূপে সেই মোহবৃক্ষের মায়াশাখায় অবস্থান করে। উক্ত অজ্ঞান-ফলের রস অধর্ম্ম। এই অধর্ম্মের ক্লেদই আপাত-মধুর ও সুরভি অনুভূত হয়। যে ব্যক্তি এই লোভ-পাদপের ছায়াকে আশ্রয় করে এবং প্রতিদিন উহার সুপক্ক ফল ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি উক্ত অজ্ঞানফলের রসস্বরূপ অধর্ম্মে পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ নরকের দিকেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

অতএব মোহের বশীভূত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহা ঘটিবে, মনুষ্যের সাধ্য কি তাহার অন্যথা করে। বিশেষতঃ মমতাস্পদীভূত স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগ বা সংযোগ নিদ্রানুবর্ত্তী স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর।

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ শ্রীভাঃ ১১।১৭॥

বিশেষতঃ সকলই কালের অধীন।—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যাপেয়াতাং তদ্বদ্ভুত সমাগমঃ ॥

এই সংসাররূপ মহাসাগরে জীবকুল কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিতেছে। সাগরে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সম্মিলন হয়, সেইরূপ সংসারে জীবে জীবে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। দৈববশতঃই এইরূপ ক্ষণস্থায়ী মিলন ঘটিয়া থাকে—আবার কাল-স্রোতে ভাসিয়া কে কোথায় যায় কে বলিতে পারে?

শ্রীভগবানের মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াই অজ্ঞানান্ধ জীবসকল অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি করিয়া সুখদুঃখের অধীন হয়। নতুবা, ভাবিয়া দেখিলে, এ সংসারে আমি কার? কে আমার? তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।—

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরা।
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা ॥

অর্থাৎ মাতা, পিতা ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি যাহাদিগকে আপনার বিবে-চনা করা যায়, এ সমস্ত কাহার? অর্থাৎ কাহারও নহে। কায়ার সহিত যখন প্রাণেরই সম্বন্ধ নাই, তখন কাহার প্রতি কি ব্যথা আছে?

তাই, ভক্তপ্রবর শ্রীঅক্রূর মহাশয় স্তব করিয়াছেন,—

অহঞ্চাত্মাত্মজাগার দারার্থ স্বজনাদিষু।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া প্রভো ॥ শ্রীভাঃ।

হে প্রভো! আপনার মায়া-শক্তিতে অভিভূত হইয়া আমি স্বপ্নকল্প অনিত্য দেহ, পুত্র, গৃহ, কলত্র, অর্থ ও স্বজনগণের প্রতি নিত্যবুদ্ধি করিয়া অতিশয় মূঢ়ের ন্যায় কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি।

আবার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥"

অর্থাৎ হে ভ্রাতঃ! কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসার-ব্যাপার বড়ই বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা এ সংসারে আসিলে, এই নিগূঢ়তত্ত্ব চিন্তা কর।

সংসার যখন অনিত্য, তখন সংসারের সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু সকলই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার—সকলই মরীচিকায় জলভ্রম। এমন কি, আমাদের এই স্থূল পাঞ্চ-ভৌতিক দেহও স্বপ্ন-কল্প—অনাত্ম। কেবল জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্মই নিত্য।

যথা, "ধর্ম্মো নিত্য সুখদুঃখেঽপ্যনিত্যো জীবো নিত্যো হেতুরস্যাপ্যনিত্যঃ ॥"

নিত্যবস্তু অবিনাশী। সুতরাং জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধানের ন্যায় জীব এই স্থূল নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় কর্ম্মফলে পুনর্দ্দেহ ধারণ করিলে অথবা স্ব-স্বরূপে নিত্য (কৃষ্ণদাসরূপে) অবস্থান করিলে দুঃখ কি? বিশেষতঃ জন্মের পর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক মরিতেই হইবে। এইজন্য দয়ালপ্রভু জননীকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতেছেন, "মা! এই নিখিল সংসার জগদীশ্বরের অধীন। সুতরাং তিনি ব্যতীত সংযোগবিয়োগ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবেই জগতের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। অতএব মা! ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই যে তোমার বধূর বিয়োগ হইয়াছে, ইহার জন্য বৃথা শোক প্রকাশ করিয়া ফল নাই। বিশেষতঃ যে সাধ্বী সুকৃতিফলে স্বামীর অগ্রে জীবন ত্যাগ করে, লোকে তাহাকে পরম সৌভাগ্যবতী বলিয়া থাকে। অতএব তাহার জন্য শোক সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।"

ভাবনিধি শ্রীগৌর-ভগবান্ এইরূপ সত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জননীকে শান্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলেন। ভাগ্যবান মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিদিন পড়াইতে যান। কোনদিন কোন শিষ্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়া পড়িতে আসিলে ধর্ম্মসনাতন প্রভু ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সেই শিষ্যকে লজ্জা দিয়া বলেন,—

"—কেনে ভাই! কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপালে শ্মশান সদৃশ লোকে বলে ॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পড়িবার ॥" চৈঃ ভাঃ ॥৭৮॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি শৌচাদি ও নদী বা পুষ্করিণীতে স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া (অসক্তপক্ষে মাত্র স্নান বিধেয়) বসন পরিধান করিবেন এবং আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া অগ্রে বিধিমত তিলক-

ধারণ কর্ত্তব্য। অনন্তর পুনরাচমন পূর্ব্বক বৈদিকী সন্ধ্যা পরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা বিধেয়। যথা—

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা।
পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ॥
বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ।
বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যা যথোপাসীততান্ত্রিকীং॥ শ্রীহ, ভ, বিঃ।

অর্থাৎ পরিহিত স্নানবস্ত্র ভিন্ন অন্যবস্ত্র দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া শুভ্র পরিধেয় ও উত্তরীয় গ্রহণ করিবেন। পরে উপবেশনান্তে আচমন করিয়া বৈষ্ণব, যথাবিধানে তিলকধারণ করিবেন। অনন্তর পুনরাচমন করিয়া বৈদিকীসন্ধ্যা, তৎপরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন।

তিলকধারণ-বিধি।

শ্রীগোপী-চন্দনাদি দ্বারা যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে তিলক রচনা করিতে হয়। যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণ মথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বাম-বাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎপ্রক্ষালন তোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥

অর্থাৎ—১। ললাটে—শ্রীকেশবায় নমঃ, ২। উদরে শ্রীনারায়ণায় নমঃ, ৩। বক্ষঃস্থলে—শ্রীমাধবায় নমঃ, ৪। কণ্ঠকূপে—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ, ৫। দক্ষিণ কুক্ষৌ—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ৬। দক্ষিণ বাহৌ—শ্রীমধুসূদনায় নমঃ, ৭। দক্ষিণ-কন্ধরে—শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ, ৮। বামপার্শ্বে—শ্রীবামনায় নমঃ, ৯। বাম-বাহৌ—শ্রীশ্রীধরায় নমঃ, ১০। বামকন্ধরে—শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ, ১১। পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ, ১২। কটিদেশে—শ্রীদামোদরায় নমঃ।"—এই বলিয়া যথা-নিয়মে স্বস্ব পরিবার ভেদে শ্রীগুরূপদেশমত তিলক ধারণ করিবেন। অনন্তর

তিলকের প্রক্ষালন জল "শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বরের* সহিত স্বীয় মস্তকে ন্যাস করিবেন। আরও লিখিত আছে যে—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতঃ।
ললাটাদি ক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥

প্রথমতঃ ললাট-দেশেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকরচনার বিধান সকলের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট। ললাটাদিক্রমেই ধারণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে।

অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণের বিধি কথিত হইতেছে—

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়া স্ত্রয়োভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে॥
সমারভ্য ভ্রুবোমূল মন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥ শ্রীহ, ভ, বিঃ॥

নাসিকার তৃতীয়ভাগকে নাসামূল কহে। এই নাসামূল হইতে ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবেন এবং ভ্রূ-যুগলের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিবেন।

আবার, যাহা নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশাবধি বিস্তৃত, সুশোভন ও মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। যথা—

নাসাদি কেশপর্য্যন্ত মূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্র সমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥ শ্রীহ, ভ, বিঃ।

মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা অতীব দোষাবহ। সুতরাং মধ্যে ছিদ্র রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না,—

বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণু বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে শুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীমৎ গোপীশ্বর নামক শিব এবং মধ্যস্থলে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থান করেন। অতএব মধ্যস্থান লেপন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; করিলে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে দূরীভূত করা হয়।

অনন্তর তিলকরচনায় কোন্ অঙ্গুলী ব্যবহার করিলে কিরূপ শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। যথা,—

অনামিকা কামোদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্ত স্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী॥ স্মৃতি।

* দ্বাদশস্বর যথা,—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৯ং এঃ ঐং ওং ঔং

অনামিকা অঙ্গুলী অভিষ্টদায়িনী. মধ্যমা আয়ুবৃদ্ধিকরী অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক এবং তর্জ্জনী মোক্ষসাধিকা।

অনন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-রচনায় কোন্ কোন্ স্থলের মৃত্তিকা প্রশস্ত, তাহা কথিত হইতেছে। যথা,—

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ॥
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্ণীয়াত্তত্র মৃত্তিকাং॥
শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।
প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে॥
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদ জলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণু সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ॥ শ্রীহ,ভ,বিঃ৪ বি।

অর্থাৎ পর্ব্বতের শিখরদেশ, নদীতীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সিন্ধুতীর, বল্মীক (উই মৃত্তিকা) বিশেষতঃ হরিক্ষেত্র এবং যে স্থানে প্রত্যহ শ্রীবিষ্ণুর স্নানোদক নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনার নিমিত্ত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবেন। শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কটপর্ব্বতে, শ্রীকূর্ম্ম, শুভা দ্বারকা, প্রয়াগ, শ্রীনারসিংহতীর্থাদি, বরাহক্ষেত্র ও তুলসীকানন, ইহার মধ্যে যে কোন স্থান হইতে ভক্তি সহকারে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর চরণোদকের সহিত ললাটাদি অঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে শ্রীবিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।

ফলতঃ যাহা সর্ব্বোত্তম হরিক্ষেত্র সেই মথুরামণ্ডল হইতেই মৃত্তিকা গ্রহণ কর্ত্তব্য। অভাবে উল্লিখিত স্থান সমূহের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ প্রশস্ত জানিবেন। যথা,—

যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ।”

তন্মধ্যে শ্রীগোপীচন্দনের মাহাত্ম্য কিরূপ অদ্ভুত এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। এই শ্রীগোপীচন্দন স্পর্শে অতিমাত্র মহাপাপীও পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকেন। যথা,—

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হেতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দন সম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ শ্রীহ,ভ,বিঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, কুতর্কী অথবা সর্ব্ববিধপাপকারী যে কেহ হউক না কেন, শ্রীগোপীচন্দন স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া থাকে।

এমন কি, যাঁহার গৃহে শ্রীগোপীচন্দন বিরাজিত থাকেন, তাঁহার পাতক ভয় পর্য্যন্ত বিদূরিত হয় এবং শ্রীহরি স্বয়ং তথায় অবস্থান করেন। যথা,—

গোপী মৃত্তুলসী শঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ।
গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ ও দ্বারকাচক্রাঙ্ক সহিত শালগ্রাম শিলা যাহার গৃহে বিদ্যমান, তাহার পাতকভয় কোথায়?

যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং, ভক্ত্যাললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরি, শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম॥ গরুড়।

হে গরুড়! যে গৃহে গোপীচন্দন বিরাজিত এবং যে গৃহে মানব ভক্তি সহকারে ললাটে গোপীচন্দনের তিলক ধারণ করেন, সেই গৃহে কংসারি শ্রীকৃষ্ণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

আবার সন্ধ্যাবন্দন-পূজাদি শ্রীহরির প্রীতি উদ্দেশে যে কোন কর্ম্মই হউক অথবা নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদিই হউক, শ্রীগোপীচন্দন নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া সম্পাদন করিলে কোটীগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে; পরন্তু ক্রিয়াদিবিহীন হইলেও সেই কর্ম্মের ফল অক্ষয় হয়। যথা,—

ক্রিয়া বিহীনং যদি মন্ত্রহীনং শ্রদ্ধাবিহীনং যদি কালবর্জ্জিতং।
কৃত্বা ললাটে যদি গোপীচন্দনং প্রাপ্নোতি তৎ কর্ম্মফলং সদাক্ষয়ং॥ গরুড়।

অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রক্রিয়াহীন, মন্ত্রহীন, শ্রদ্ধাহীন, কিম্বা কালবহির্ভূত হইলেও ললাটে শ্রীগোপীচন্দন নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকিলে সেই কর্ম্মকর্ত্তা সর্ব্বদা অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নিত্যতা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—

মৎ প্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎ পূজা হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ॥
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং॥ শ্রীহ,ভ,বিঃ,৪র্থ বি।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—হে চতুরানন! আমার ভক্তজন স্থিরচিত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে ও প্রভাতে আমার অর্চ্চনা এবং হোমকালে, আমার প্রীতি উদ্দেশ্য এবং শুভার্থ কি রক্ষার্থ ভয়নাশন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবেন।

অধিকন্তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিলে ঘোর প্রত্যবায় এবং যে কিছু ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করা যায়, তৎ-সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। যথা,—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্ব মূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে।

আবার ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে, তাহার সে কর্ম্ম রাক্ষসের জন্য হয় এবং সে ব্যক্তি নরকগমন করিয়া থাকে। যথা,—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈ বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎসর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥ পদ্মপুরাণ।

এইজন্যই আমাদের দয়াল প্রভু শিষ্যকে বলিলেন যে, "যাহার কপালে তিলক না থাকে, তাহার সে কপাল শ্মশান সদৃশ।" শ্রীনারদও বলিয়াছেন,—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশান সদৃশং ভবেৎ॥ পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ যাহার ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত না থাকে, তাহার দেহ শ্মশান সদৃশ, তাহাকে দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে।

তাই প্রভু কহিলেন, "ভাই! তোমার কপালে তিলক দেখিতেছি না কেন? কি উদ্দেশ্যে তুমি তিলক ধারণ কর নাই, প্রকাশ করিয়া বল? যে ব্রাহ্মণের ললাট-দেশে তিলক না থাকে, তাহার সে ললাট তো শ্মশানের ন্যায়! তাহাকে স্পর্শ করা দূরে থাক, দর্শন করাও উচিত নহে। তাহাকে দেখিলে সূর্য্যদর্শন করিয়া পবিত্র হইতে হয়।" সুতরাং,—

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণ অবশ্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। কেবল অবৈষ্ণব শূদ্রগণই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে, দেবজ্ঞ পণ্ডিতগণের ইহাই মত।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৪র্থ, বিলাসে যথেষ্ট কীর্ত্তিত আছে। বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত হইল না। এক্ষণে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নির্ম্মাণ-বিধি, কথিত হইতেছে। যথা,—

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

হে মহাভাগ! দর্পণে কিম্বা জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া যে ব্যক্তি যত্নসহকারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র স্ত্রীলোকেরা

পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারেন। এই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের নিত্যতার ন্যায় মুদ্রা ধারণের নিত্যতাও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং চক্রাদি মুদ্রাধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা,—

অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্ব্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥ স্মৃতি।

অর্থাৎ উভয় বাহুমূলে গোপীচন্দনাদি দ্বারা শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া নিত্য শ্রীহরির অর্চ্চনা করা বিধেয়। তাহা না করিলে পূজা সিদ্ধ হয় না।

মুদ্রা ধারণ যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন তাহার মাহাত্ম্য যে অনির্ব্বচনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া এক্ষণে মুদ্রাধারণ বিধি বিবৃত করা যাইতেছে। যথা,—

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ॥
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনং পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ॥
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎসঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা॥
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনং।
মৎস্যং পদ্মং চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথা॥

অর্থাৎ দক্ষিণ বাহুতে চক্র (১), শঙ্খ (২) ও পদ্ম, বাম বাহুতে শঙ্খ, গদা, গদার নিম্নে চক্র ও শঙ্খের উপর পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে শর সহিত শরাসন ধারণীয়। বৈষ্ণবব্যক্তি অগ্রে এই পঞ্চায়ুধ ধারণ করিয়া পরে দক্ষিণ হস্তে মৎস্যচিহ্ন ও বামহস্তে কূর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিবেন। আর ব্রাহ্মণ,

(১) চক্রের লক্ষণ। যথা—

দ্বাদশারন্তু ষট্‌কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং।
চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তঃ শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃস্মৃতঃ॥

দ্বাদশটী আর (চাকার পাখী) ছয়টী কোণ ও তিনটী বলয় সংযুক্ত হইলে সুদর্শন চক্র কহে। (২) শঙ্খ—শ্রীহরির দক্ষিণাবর্ত্ত নামক শঙ্খ অর্থাৎ যাহার দক্ষিণ দিক হইতে আবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। গদাপদ্মাদির নির্ম্মাণ যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধি আছে, পণ্ডিতগণ তদনুসারেই গ্রহণ করেন।

বাহুতে সুদর্শন চক্র, মৎস্য ও পদ্ম এবং বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করিবেন। অথবা—

মুদ্রা বা ভগবন্নামাঙ্কিতা বাষ্টাক্ষরাদিভিঃ॥
সাম্প্রদায়িক শিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদি চিহ্নানি সর্ব্বেষ্বশেষু ধারয়েৎ॥
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণাণ্যপি।

মুদ্রা শ্রীভগবানের "রাম কৃষ্ণাদি" নাম সকল দ্বারা কিম্বা অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক শিষ্টাচার অনুসারে নিজ অভিরুচি মত শঙ্খ, চক্রাদি চিহ্ন সকল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন; এবং ভক্ত, ভক্তি সহকারে নিজ অভীষ্টদেবতার চিহ্ন সকল ও তদীয় মঙ্গলময় নাম সকল যথানিয়মে অঙ্গে ধারণ করিবেন। এইরূপে শ্রীগোপী-মৃত্তিকা দ্বারা তিলক মুদ্রাদি রচনা পূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া অগ্রে বৈদিকী সন্ধ্যা পরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্ধ্যা করিবেন। তিলকধারণ ব্যতীত সন্ধ্যা-বন্দনা অকর্ত্তব্য বলিয়াই শ্রীপ্রভু সেই পড়ুয়াকে বলিলেন,—"আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা।" অর্থাৎ বন্ধ্যানারী যেরূপ সন্তান প্রসব করে না, সেইরূপ তিলক ধারণ না করিয়া সন্ধ্যা করিলে তাহাতেও কোন সুফলোদয় হয় না। অতএব তিলক ধারণ ও সন্ধ্যাবন্দনা করা যে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য দয়াল শ্রীপ্রভু এস্থলে তাহা স্পষ্টভাবে উপদেশ করিলেন। কিন্তু এই সকল বিষয়কে যাঁহারা বিধিমার্গ বা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাঁহারা যে অতি-ভ্রান্ত, প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া নিতান্ত অপরাধী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করুণাময় শ্রীগৌরভগবান্, পড়ুয়াকে সেদিনকার মত ক্ষমা করিতে পারিতেন, কিন্তু কলির দুর্ব্বুদ্ধি জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার প্রতি কঠোর আজ্ঞা করিলেন,—"চল, সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার। সন্ধ্যা করি তবে সে আসিবে পড়িবার॥"—যাও, পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাও,—যাইয়া আগে সন্ধ্যা কর। সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন হইলে পর পড়িতে আসিও।"

সন্ধ্যাবিহীন ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি, এবং নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়ার অনধি-কারী। যথা—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচি নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতং॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্ধ্যা না করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি, এবং সকল কর্ম্মে অনধিকারী। সন্ধ্যাহীন হইয়া যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহার ফললাভ হয় না। এমন কি, কোন সৎব্রাহ্মণও যদি সন্ধ্যা না করিয়া অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে তিনিও দেহান্তে অযুতসংখ্য নরক ভ্রমণ করেন।

সুতরাং এই ভগবদ্বিভূতিস্বরূপা সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের অবশ্য উপাসনীয়া, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যাবিধি।

এই সন্ধ্যাবিধির অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এস্থলে লিখিত হইতেছে। গীতায়, শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" অর্থাৎ বেদসমূহের মধ্যে আমি সাম বেদ। সুতরাং সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগই প্রশস্ত বোধে বিবৃত হইতেছে। আকাশে যে সময় দুই একটি নক্ষত্র দেখা যায়, সেই সময় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা এবং সূর্য্য যখন আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন, তখন মধ্যাহ্নসন্ধ্যা কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যোপাসনা সম্বন্ধে শ্রীবশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে—

গৃহে ত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা।
শত সাহস্রিকা নদ্যা মনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ॥

অর্থাৎ গৃহে সন্ধ্যোপাসনা করিলে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, নদীতে শতসহস্রগুণ এবং শ্রীহরির সমীপে করিলে অনন্তগুণ ফলপ্রদ হয়।

প্রথমতঃ "ওঁবিষ্ণুঃ ওঁবিষ্ণুঃ ওঁবিষ্ণু। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই বলিয়া আচমন করিবেন। আচমনের বিধি এই—

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌচ ত্রিঃপিবেদম্বু বীক্ষিতং।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখং॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃ শ্রোত্রে পুনঃপুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ॥
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ হস্ত ও পদদ্বয় ধৌত পূর্ব্বক দৃষ্টিপূত জলদ্বারা বারত্রয় জলপান করিবে। একটী মাসকলাই মগ্ন হইতে পারে এ পরিমাণ জল দক্ষিণ করতলে স্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপ আচমন করিয়া ঈষৎ কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখমার্জ্জনা করিবেন। অনন্তর তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় একত্র করতঃ মুখ স্পর্শ করিবেন। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণদ্বয়, দুইবার স্পর্শ করিবেন। তাহার পর অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাযোগে নাভিদেশ, করতল দ্বারা হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা শিরোদেশ এবং সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করিবেন।

এই মত আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যার সময় অতিক্রান্ত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা আরম্ভ করিতে হয়। তাহার পর আপোমার্জ্জন করা বিধেয়। তদ্ যথা—

"ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবোস্তান ঊর্জ্জে দধাতনঃ মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরস স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ওঁতস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্য-জায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোহজায়ত। অহো-রাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীচান্তারীক্ষ মথো স্বঃ॥"

এইরূপে উক্ত মন্ত্রে জলরূপী-নারায়ণের উপাসনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রাণায়ামের পূর্ব্বে প্রণবের ঋষি, ছন্দ, অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, এবং কি কার্য্যে উহার প্রয়োগ হইতেছে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। সকল মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বেই ঐ সকল প্রকাশ করা আবশ্যক। যথা—

"ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপংক্তি ত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুবরুণসূর্য্য বৃহস্পতীন্দ্র বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণা-য়ামে বিনিয়োগঃ।"

এই বলিয়া জলদ্বারা মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক পুনরায় পাঠ করিবেন—

"গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃসবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।"

এই বলিয়া পুনরায় জলদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিবেন ও আবার পাঠ করিবেন—
"গায়ত্রী শিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নি সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।"

অনন্তর জলদ্বারা পুনর্ব্বার মস্তক বেষ্টন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বামনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিতে করিতে নাভি-দেশে এইরূপ ব্রহ্মার ধ্যান করিবেন—

"রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং; ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।"

তার পর অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির সাহায্যে বামনাসাপুট ধারণপূর্ব্বক বায়ু স্তম্ভন করিতে করিতে হৃদয়ে এইরূপ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিবেন—

"নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।"

অনন্তর বৃদ্ধাঙ্গুলি উত্তোলিত করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিতে করিতে ললাটে শম্ভুর ধ্যান করিবেন—

"শ্বেতং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং; ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।"

এইরূপ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবার পর আচমন করিবেন। এই আচমন ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিবিধ। প্রথমতঃ প্রাতরাচমন কথিত হইতেছে। দক্ষিণ হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবেন। তদ্‌ যথা—

"সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্য্যং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহ-মাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥"

অনন্তর মধ্যাহ্নাচমন মন্ত্র কথিত হইতেছে।—

"আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম তৎসর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।"

অথ সায়াহ্নাচমন মন্ত্র। যথা—

"অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষি প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যু মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।"

অনন্তর জলে গায়ত্রী জপ করিয়া পুনর্ম্মার্জ্জন করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

"আপো হি ষ্ঠেতি ঋকৃত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবঃ স্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায়ঃ চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহনঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।"

ইহার পর এক গণ্ডূষ জল নাসিকায় সংলগ্ন করিয়া অঘমর্ষণ করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্‌ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।"

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বাম নাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ু নিঃসরণ করত বাম করতলস্থ জল গণ্ডূষের সহিত তাহা ভূমিতলে বারত্রয় নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠের সহিত তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যকে প্রদান করিবেন। অনন্তর

প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনা করিবেন।

"উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। চিত্র মিত্যস্য কৌৎসঋষিঃ স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবনামুদগাদনীকং চক্ষু মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ, আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্থ স্থুষশ্চ।"

তাহার পর প্রত্যেকবার নিম্নলিখিত এক একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক বার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তর্পণ করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ মৃত্যবে নমঃ। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ উপজায় নমঃ।"

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া গায়ত্রীর আবাহন করিবেন। যথা—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোহস্তুতে॥

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপাপনয়নে বিনিয়োগঃ।"

এইরূপে আবাহন করিয়া অগ্রে ঋষ্যাদি ন্যাস, তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা ঋষ্যাদিন্যাস—

"শিরসি বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি সবিতে দেবতায়ৈঃ নমঃ।

অথ ষড়ঙ্গধ্যান।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

এইরূপ অঙ্গন্যাস করিয়া তিনবার করতালি প্রদান করত দিগ্বন্ধন করিবেন। তাহার পর কূর্ম্মমুদ্রা* প্রদর্শন পূর্ব্বক গায়ত্রীর ধ্যান করিবেন। যথা—

* কূর্ম্মমুদ্রা—"বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া। তথা দক্ষিণ তর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ। উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ।

প্রাতঃকালের ধ্যান।

ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাং॥

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥

সায়াহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্॥"

এইরূপে গায়ত্রীকে প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী এবং সায়াহ্নে সরস্বতীরূপা ধ্যান করিতে করিতে প্রাতে উর্দ্ধোত্তান করে (চিৎহস্তে) মধ্যাহ্নে তির্য্যক্ করে অর্থাৎ কুঞ্চিত হস্তে এবং সায়াহ্নে উপবেশন পূর্ব্বক অধোমুখ হস্তে গায়ত্রী দশবার, সমর্থ হইলে শতবার বা সহস্রবার জপ করিবেন। দশবার জপে করাঙ্গুলির নিয়ম এই যে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্বদ্বয়, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্বত্রয়, অনামিকার ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্বত্রয় যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব্ব যোগে গণনা করিবেন। জপের সংখ্যা ঐরূপ ক্রমে বামকরে রাখিতে হইবে। গায়ত্রীমন্ত্র যথা—

অঙ্গুলি যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্যচ। বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা। অধোমুখে চ তে কুর্য্যাৎ দক্ষিণস্য করস্য চ। কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাৎ দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ। কূর্ম্মমুদ্রেয় মাখ্যাতা দেবতাধ্যান কর্ম্মনি।" অর্থাৎ বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে বাম অঙ্গুষ্ঠ সংযোজিত পূর্ব্বক দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিবেন। অনন্তর বামহস্তের মধ্যমাদি অঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের ক্রোড়ে সংযোজিত পূর্ব্বক দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকা বাম করের পিতৃতীর্থ স্থানে অর্থাৎ তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যে অধোমুখে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত সর্ব্বতোভাবে কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিলেই তাহাকে কূর্ম্মমুদ্রা কহে। ইহা সাধারণী পঞ্চমুদ্রার অন্তর্গত। দেবতার ধ্যানাদি কর্ম্মে প্রশস্ত।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

অনন্তর :—

"ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥"

এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল দিয়া গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করিবেন। তদনন্তর—

"অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্য শুক্রাভ্যাং নমঃ।'

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন। তাহার পর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া আত্মরক্ষা মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদ্ যথা—

"জাত বেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নি দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাত বেদসে সুনবাম সোম মবাতীয়তো নিদহাতি। বেদঃ স নঃ পর্ষিদতি দুর্গানি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।"

এই বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবেন। তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া রুদ্রোপস্থান অর্থাৎ রুদ্রের উপাসনা করিবেন। তন্মন্ত্র, যথা—

"ঋতমিত্যস্য কালাগ্নি রুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো
রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণ পিঙ্গলং।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ।"

উক্ত পঞ্চদেবতার প্রত্যেককে 'প্রণবাদি নমঃ' মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন। অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। তন্মন্ত্র যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই বলিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য তদভাবে জল প্রদান করিবে। তৎপরে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥"

প্রণামান্তর প্রার্থনা করিবেন, যথা—

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥

এই বলিয়া এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিবেন।

এইরূপে বৈদিকী-সন্ধ্যা সমাপনান্তর তান্ত্রিকী অর্থাৎ কৃষ্ণ-সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন।

ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাং।
তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ ॥

অর্থাৎ তাহার পর জলে নিজ মন্ত্র-দেবতার পূজা করিয়া তাহার আবরণ দেবতাগণেরও যথাবিধানে তর্পণ করিবেন।

বৌধায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে যে,—

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিং।
অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে।
সূর্য্যে চাভ্যর্হনং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥

অর্থাৎ জ্ঞানীগণ অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা, জলে পুষ্পদ্বারা, হৃদয়ে ধ্যানের দ্বারা, সূর্য্যমণ্ডলে জপের দ্বারা, শ্রীহরির নিত্য অর্চ্চনা করিবেন। সূর্য্যমণ্ডলে অর্চ্চনাই শ্রেষ্ঠ, এবং জলমধ্যে জলের দ্বারা পূজা করাই বিধি।

এক্ষণে সন্ধ্যার বিধি কথিত হইতেছে। তদ্ যথা—

মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে।
শ্রীকৃষ্ণ তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী ॥
ধ্যানোদ্দিষ্ট স্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।
কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্ ॥

অর্থাৎ কৃতীব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে "শ্রীকৃষ্ণ তর্পয়ামি" বলিয়া বারত্রয় সম্যক্ তর্পণ করিবেন। পরে ধ্যানযোগে যাঁহার স্বরূপ উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে, সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত সেই শ্রীকৃষ্ণকে কামগায়ত্রী পাঠ করিয়া অর্ঘ্যদান করিবেন।

কামগায়ত্রী যথা,—

"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।"

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া এই গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে "ক্ষমস্ব" শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বিসর্জ্জন করতঃ শেষে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

অনন্তর মতান্তরে তান্ত্রিকীসন্ধ্যার বিশেষ বিধি জ্ঞাপিত হইতেছে। প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক জলে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে এই মন্ত্র দ্বারা তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

পরে এই জল মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুশের দ্বারা (নিষ্কাম বৈষ্ণব কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা দ্বারা (১) বারত্রয় জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল মস্তকে সাতবার নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। তন্মন্ত্র যথা,—

"ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুঁ। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।"

অনন্তর অগ্রে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া সেই জল "ক্লীঁ" এই হৃদয়-মন্ত্র পাঠ করত বাম করতলে স্থাপন করিবেন, এবং "বল্লভায়" এই নেত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুলিমধ্য দিয়া নির্গলিত জলকণা সমূহ দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রোক্ষণ অর্থাৎ ছিটা দিবেন। পরে অবশিষ্ট বামপাণিতলস্থ জল দক্ষিণ কর দ্বারা "স্বাহা" এই অস্ত্রমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে নিম্নে ক্ষেপণ করিবেন। এইরূপ প্রক্রিয়া চারিবার করিতে হইবে। পুনরায় "ক্লীং" এই হৃদয় মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া বামনাসাপুটে আকর্ষণ করত দেহমধ্যগত পাপ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাদ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া অঘমর্ষণ করিবেন (২)। তাহার পর হস্ত ধৌত পূর্ব্বক আচমন করিয়া "হ্রীঁ হং সঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায়

(১) "শুদ্ধপূতঃ সদা কার্ষ্ণঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।" পদ্মপুরাণ।
"ন দর্ভধারণং কুর্য্যাৎ ন চ সঙ্কল্পসমাচরেৎ॥" শ্রীবৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র, এবং কুশ ধারণবর্জ্জিত। পুনশ্চ সত্ত্বাবলম্বী ভক্তগণ কুশধারণ করিবেন না, সঙ্কল্পাচরণ করিবেন না, ইত্যাদি। এজন্য বৈষ্ণব-সুধীগণ কুশধারণ স্থলে দূর্ব্বা গ্রহণের বিধি দিয়া থাকেন।

(২) এস্থলে অন্যরূপ সদাচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবশ্যক বোধে লিখিত হইতেছে। "ষড়ঙ্গ ন্যাসের পর বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন

স্বাহা" এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। তাহার পর শ্রীগোপাল গায়ত্রী পাঠ করত আদিত্যমণ্ডল মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণকে বারত্রয় অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

শ্রীগোপাল গায়ত্রী। যথা—

"ক্লীঁ গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ।"

উক্ত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বারত্রয় জল নিক্ষেপ করিয়া তর্পণ করিবেন। তর্পণের মন্ত্র; যথা—

"ওঁ দেবাং স্তর্পয়ামি। ওঁ ঋষীং স্তর্পয়ামি। ওঁ পিতৃং স্তর্পয়ামি। ওঁ গুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরাপরগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি। ওঁ নারদং তর্পয়ামি। ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি। ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি। ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি। ওঁ দারুকং তর্পয়ামি। ওঁ বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি। ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি।

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "ওঁ শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করিবেন। প্রত্যেককে ৩বার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তর্পণ করাই বিধি। তাহার পর শ্রীগোপাল গায়ত্রীর ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। যথা—

শিরসি "ক্লীঁ গোপীজনায়" ললাটে "বিদ্মহে" নেত্রদ্বয়ে "গোপীজনায়" বাহুদ্বয়ে "ধীমহি" পাদযুগলে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ" সর্ব্বাঙ্গে "প্রচোদয়াৎ।"

অনন্তর গায়ত্রী ধ্যান করিবেন।

প্রাতঃকালের ধ্যান।

ওঁ উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেম্বরে॥

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহাং শঙ্খচক্রলসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥

পূর্ব্বক "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গলিত জলবিন্দু সমূহ তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মস্তকে সাতবার অভ্যুক্ষণ করিবেন। অনন্তর অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া তেজোরূপ ধ্যান করত ঐ জল বামনাসাদ্বারা আকর্ষণ করিবেন এবং অন্তরস্থ পাপপ্রক্ষালন পূর্ব্বক ঐ জলকে "কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ" চিন্তা করত দক্ষিণ নাসায় বিরেচন পূর্ব্বক সম্মুখে কল্পিত বজ্র শিলায় "ফট্" এই মন্ত্রে তাহা নিক্ষেপ করিবেন, ইহারই নাম অঘমর্ষণ।

সায়াহ্নকালের ধ্যান।

ওঁ শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥

এইরূপে যথাকালে যথানির্দ্দিষ্ট গায়ত্রী ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক আদিত্যমণ্ডলে রাসক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবেন। তৎপরে তাঁহার অগ্রে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপ (দশবার, শতবার, সমর্থ হইলে সহস্রবার) করিবেন। তদন্তর—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ করিবেন। পরে প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব" বলিয়া সংহার মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণকে আদিত্যমণ্ডল হইতে স্বীয় হৃদয়ে আনায়ন করিয়া ধ্যান করিবেন। অনন্তর—

জাহ্নবীং যমুনাং সিন্ধুং গোদাবরীং সরস্বতীং।
প্রভাসং পুষ্করাদীংশ্চ স্নানকালে নমাম্যহং॥

বলিয়া তীর্থ প্রণাম করিয়া সন্ধ্যোপাসনা সমাধা করিবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণত্রয় বৈদিকী ও তান্ত্রিকী উভয় সন্ধ্যাই করিবেন। শূদ্র কেবল তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন। যথাবিহিত সন্ধ্যোপাসনা করিতে অশক্ত হইলে সঙ্ক্ষেপতঃ ত্রিসন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণধ্যান পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিলেই সন্ধ্যা সিদ্ধ হইবে। বৈষ্ণবমাত্রেরই কৃষ্ণসন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। ত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধে বর্ণাদির বিচার নাই; ইহাই বৈষ্ণবসুধীগণের অভিমত।

সন্ধ্যা উপাসনা করিলে কি ফল হয়, এক্ষণে তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

যাবজ্জীবন পর্য্যন্তং য স্ত্রিসন্ধ্যং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমো বিপ্র স্তেজসা তপসা সদা॥
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ।
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য সংস্পর্শমাত্রতঃ॥
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥ ব্রঃ-বৈঃ।

যে বিপ্র আজীবন ত্রিসন্ধ্যা করেন, তিনি সূর্য্যসম তেজসম্পন্ন হন; সুতরাং সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ মাত্রেই তেজস্বী ও জীবন্মুক্ত। তাঁহার স্পর্শমাত্র তীর্থের মালিন্য দূরীভূত হইয়া যায় এবং সেই তীর্থ পবিত্রতম হইয়া থাকে।

অনন্তর সন্ধ্যা না করিলে কি দোষ হয় তাহা বিবৃত হইতেছে। যথা—

ন গৃহ্নন্তি সুরাস্তেষাং পিতরঃ পিণ্ডতর্পণং।

স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্য চ॥ ব্রঃ বৈঃ।

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা না করে, তৎপ্রদত্ত পিণ্ড ও তর্পণ পিতৃগণ কি দেবগণ গ্রহণ করেন না।

পরন্তু,—

বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতো দ্বিজঃ।

একাদশীবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ॥ ব্রঃ-বৈঃ।

যে দ্বিজ বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন, ত্রিসন্ধ্যারহিত ও একাদশীবর্জ্জিত, সে ব্যক্তি বিষহীন ভুজঙ্গতুল্য।

সন্ধ্যা শ্রীহরির বিভূতি স্বরূপ; সুতরাং যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি শ্রীহরিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যথা —

"সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।"

অতএব ব্রাহ্মণমাত্রেই বৈষ্ণব। যথা,—

ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ শাক্তিকাঃ।

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় শিষ্যবর্গকে স্বধর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য যে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহা নহে, ইহা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য সদ্ধর্ম্মোপদেশ। এই কৃপা-উপদেশ জীবের পক্ষে পরম আশীর্ব্বাদস্বরূপ এবং সংসার-দুঃখ-নিস্তার ও প্রেমানন্দ লাভের অমোঘ উপায়। ইহার অন্যথায় প্রত্যবায় অনিবার্য্য।

করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যাপকরূপে শিষ্যগণকে এইরূপ বিদ্যাদান প্রসঙ্গে স্বধর্ম্মাচরণ শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইচ্ছাময় প্রভু পুনরায় বিবাহ অভিলাষ করিলেন। যথাসময়ে ভাগ্যবান শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহিত প্রভুর সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

"যেন কৃষ্ণ রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত।

সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহে তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুবান্ধবগণ আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কায়স্থ জমীদার বুদ্ধিমন্তখান্ ও মুকুন্দ-সঞ্জয় প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ এই বিবাহ ব্যাপার যাহাতে রাজোচিত সমারোহে সুসম্পন্ন হয়, তাহার বিধিমত উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। শুভ অধিবাসের দিন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই নিমন্ত্রিত। অপরাহ্নে সকলেই সভাস্থ

হইয়াছেন,—সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মাল্য-চন্দন-তাম্বুলগুয়া প্রদান করা হইতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ একবার প্রাপ্ত হইয়াও লোভপ্রণোদিত হইয়া লোকের মিশালে পুনঃপুন মাল্যচন্দন লইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু হাস্য করিয়া আজ্ঞা করিলেন,—

সভার তাম্বূল মালা দেহ তিনবার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥ চৈঃ-ভা॥ ৭৯॥

সর্ব্বজনপূজ্য ব্রাহ্মণ হইয়া এরূপ শঠতাপূর্ব্বক বারম্বার মাল্যচন্দনাদি গ্রহণ করিতেছেন, ইহা পরমার্থ পক্ষে যেমন বিগর্হিত, লৌকিক পক্ষেও তেমনি অপমানের বিষয় ও লজ্জাজনক। এই জন্য বিপ্রপ্রিয় শ্রীগৌরহরি প্রত্যেককে তিনবার করিয়া প্রদান করিবার আদেশ করিলেন। তিনবার প্রদান করাতে শ্রীঅনন্তদেবের কৃপায় সকলেরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল—কাহারও, আর কিছু পাইবার ক্ষোভ রহিল না।

অতি শুভলগ্নে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌরহরির শুভ পরিণয়োৎসব মহাসমারোহে সমাহিত হইল। বাস্তবিক এরূপ অলৌকিক বিবাহ-ব্যাপার কেহ কখন দর্শন করে নাই। শ্রীগৌরলীলায় ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস এই বিবাহোৎসব বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন,—

"দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে হেন আছে॥"

যাহা হউক, শ্রীপ্রভুর এই দ্বিতীয় বিবাহ-প্রসঙ্গে এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুইবৎসর পরে যিনি ভক্তগণকে স্বীয় রসময় ভজনপ্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য—কেবল ভক্ত নহে, ভক্ত অভক্ত নিখিল জীবকে ভক্তির স্নিগ্ধালোকে সাধনের সরল পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিবেন, তিনি জানিয়াও কেন বিবাহ করিলেন?—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিরহের উষ্ণ-অশ্রুজলে ভাসাইবার নিমিত্ত, না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? আছে, সে উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধক নহে—অতি মহান, অতি উদার। সংসার-সুখ-লোলুপ বিষয়কামী মোহান্ধ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য—তাহাদের মোহ-নেশা বিদূরিত করিবার জন্যই এই বিষাদময়ী লীলার অভিনয়! সংসারী হইয়া সংসার-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সংসারে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আসক্তি অতি ঘনীভূত হইয়া থাকে। সেই সুদৃঢ় আসক্তির বন্ধনপাশ ছেদন

করিয়া স্বামী-সোহাগিনী তরুণী ভার্য্যার হৃদয়ভরা ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া যিনি কাঙ্গালের বেশে দুরিত-দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুর্ব্বল জীবের দুঃখে কাঁদিলেন, তাঁহার সংসারত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ—ইহাই জীবের চরম আদর্শ। নতুবা সংসার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সাজিয়া যাহারা আজকাল পরনারী সঙ্গে একটী ব্যভিচারের বাজার বসায়—প্রেমাচারের অঙ্গ বলিয়া নারকীয় কামাচারের রঙ্গাভিনয় করে, সন্ন্যাসী হইয়া বিষয়ীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। হায়! হায়!! সেই সকল অসদাচারী ভণ্ড পাষণ্ডগণকে—সেই "ন গৃহী: ন চ বৈষ্ণবঃ" ছদ্মবেশীগণকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাষায় যে তাহা খুঁজিয়া পাই না? জানি না, তাহাদের সংসার-ত্যাগের এরূপ দুর্ম্মতি কেন?

সে যাহা হউক, প্রভু প্রকৃত সংসার ত্যাগ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য না হয় পুনরায় সংসারী হইলেন; কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যে চিরদিন বিরহানলে দগ্ধ হইলেন, তাহার কি?—ইহাও প্রভুর এক অচিন্ত্য লীলা, ইহাও জীব-শিক্ষার জ্বলন্ত উদাহরণ! প্রকৃত প্রেমাঙ্কুর বিরহের উষ্ণ অশ্রুজলেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ক্রমে পল্লবিত—কুসুমিত হইয়া যখন পরমদশাস্তপ্রাপ্তে সুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে, তখন তাহার মধুর রসাস্বাদনে হৃদয়ে আর বিরহের জ্বালা অনুভূত হয় না, বরং সুখের প্রস্রবণ উদ্ঘাটিত হয়। ফলতঃ, যে প্রেমাঙ্কুর বিরহ-সন্তাপে বিশুষ্ক হইয়া না যায়, তাহাকেই প্রকৃত প্রেম বলা যায়। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-জীবনে সেই প্রেমতত্ত্ব উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য সংসারা-শ্রম পরিত্যাগ করিবেন জানিয়াও শ্রীশচীনন্দন এই দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলেন।

লীলাময়ের অনন্ত লীলা; ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহার কতটুকু বুঝিবে? সসীম হইয়া সেই অসীমের অনন্ত ভাব কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিবে? তবে তিনি দয়াময়, প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া নরলীলা করিয়া থাকেন। তাঁহার নরলীলা যেমন মধুর, তেমনই ভজন সাধনের অনুকূল। যাঁহারা লীলাময়ের এই সকল মধুর লীলামৃতের কণিকামাত্রও আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, অধম পতিত আমরা তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণুর কিঞ্চিৎ স্পর্শানন্দ পাইলেই ধন্য হইতে পারি।

দ্বাদশ লহরী

যখন শ্রীনবদ্বীপ ও শান্তিপুর শুষ্কধর্ম্মের কর্কশ কোলাহলে পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠার উচ্চরোলে সর্ব্বদা মুখরিত, সেই সময় ভক্তপ্রবর হরিদাস ঠাকুর সেই কোলাহলের মধ্যেও প্রাণ-প্রীণন শ্রীহরিনামের মধুর নিক্কণ উঠাইয়া ভক্তের প্রাণে আনন্দের অমিয়-ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভক্তের নিন্দাবাদে—পাষণ্ডের অত্যাচারে ভক্তগণ অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, দিবানিশি করুণ-কণ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট আর্ত্তি নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন ভক্ত-ব্যথাহারী ভগবান শ্রীশচীনন্দন আর বিদ্যা-বিলাসে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত ভক্তির স্নিগ্ধালোকে জীবের কৈতব-তম বিনাশের নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে একবার শ্রীগয়াধাম গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য গয়াধাম গমন করিতেছেন, শ্রীশচীঠাকুরাণী তাহাতে বাধা দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরসুন্দর, মেশো চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও অনেকগুলি শিষ্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া গয়াধামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আশ্বিন মাস, ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী প্রাকৃতিক শোভারাশি দেখিতে দেখিতে, শিষ্যগণের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিয়া মন্দার পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীমধুসূদন-বিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিবার কালে প্রভু সহসা নিজ দেহে জ্বর প্রকাশ করিলেন। মধ্যপথে জ্বর হওয়ায় শিষ্যগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নানারূপ প্রতিকার-চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন দয়াল প্রভু স্বয়ংই এক মহৌষধের ব্যবস্থা করিলেন—সে ঔষধ বিপ্র-পাদোদক। তথাকার ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়াই প্রভু জ্বরমুক্ত হইলেন। প্রাকৃত জীবের ন্যায় আপনাতে এই যে জ্বর প্রকাশ করিলেন, ইহাও জীব-শিক্ষা।—

"প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোকশিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥
০ ০ ০ ০ ০
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে॥

বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে ॥ চৈঃভাঃ ॥ ৮০ ॥

প্রভুর সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণকে বঙ্গদেশের ন্যায় সদাচারী নহে বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী পবিত্রতার বিষয় জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই এইরূপ রঙ্গ করিলেন। ব্রাহ্মণ বাহ্যতঃ যতই অনাচারী হউন না কেন, তথাপি তিনি পূজনীয়। যথা—

"অনাচারাঃ দ্বিজাঃ পূজ্যা নচ শূদ্রা জিতেন্দ্রিয়াঃ।"

অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেক্ষা অনাচারী ব্রাহ্মণ পূজনীয়। যেহেতু—

সর্ব্বেঽপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজনীয়াঃ সদৈব হি।
অবিদ্যা বা সবিদ্যা বা নাত্র কার্য্যা বিচারণাঃ ॥ পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ কি অবিদ্বান্ এ বিচারের আবশ্যক করে না, ব্রাহ্মণ মাত্রেই সর্ব্বদা পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ —

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমোগুরুঃ।

ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের পরম গুরু। এবং

"সর্ব্ব দেবাগ্রজো বিপ্রঃ প্রত্যক্ষত্রিদশোভুবি ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণই এই ভূমণ্ডলে প্রত্যক্ষ দেবতা তুল্য। অতএব ব্রাহ্মণ যেমনই হউন, তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন একান্ত কর্ত্তব্য।

আবার বিপ্র-পাদদোকের অসীম মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

বিপ্রপাদোদকং যস্তু কণামাত্রং বহেদ্বুধঃ।
দেহস্থং পাতকং তস্য সর্ব্বমেবাশু নশ্যতি ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপ্র-পাদোদক কণামাত্রও ধারণ করেন, তাহার দেহস্থ সমুদয় পাপ আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে হেতু—

কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু সন্তি তীর্থানি যানিবৈ।
তীর্থানি তানি সর্ব্বাণি বসন্তি দ্বিজপাদয়োঃ ॥

কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ আছে, ব্রাহ্মণের শ্রীপাদযুগলে সেই সকল তীর্থ অবস্থান করিয়া থাকে। অতএব—

বিপ্র-পাদোদকৈ নিত্যং সিক্তং স্যাদ্ যস্য মস্তকম্।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥

বিপ্র-পাদোদকের দ্বারা যাঁহার মস্তক নিত্য অভিষিক্ত হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্ব তীর্থ স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ—

সর্ব্বপাপানি ঘোরাণি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সদ্য এব বিনশ্যন্তি বিপ্রপাদাম্বুধারণাৎ॥
ক্ষয়াদ্যা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে পরম ক্লেশদায়কাঃ।
গচ্ছন্তি বিলয়ং সদ্যো বিপ্রপাদাম্বু ভক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ বিপ্রচরণাম্বু ধারণে ব্রহ্মহত্যাদি ঘোরতর পাপ সমূহও সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। কেবল পাপ নহে, বিপ্রপাদাম্বু পান করিলে ক্ষয়াদি পরম ক্লেশদায়ক পীড়া সমূহও আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দীনদয়াল শ্রীগৌরভগবান ব্রাহ্মণের অলৌকিক মহিমা কলির দুর্ম্মতি জীব-কুলকে শিক্ষা দিবার জন্যই স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইলেন—

"ঈশ্বর সে করে বিপ্রপাদোদক পানে।
এ তান্ স্বভাব বেদ পুরাণে বাখানে॥"

এইরূপে আপনি ধর্ম্মাচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দান করাই ঈশ্বরের স্বভাব। গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগের সেই ভাবানুসারী রূপেই তাহাদিগকে সাক্ষাৎ অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমারই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

আবার অন্যত্রও বলিয়াছেন—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, তদিতর সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। তাঁহারা যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অপরেও তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

অতএব ব্রাহ্মণের মহিমা জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগৌরভগবান নিজ দেহে জ্বর প্রকাশ করিয়া এই এক অদ্ভুত রঙ্গ করিলেন।

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীধামকে শ্রীকর যুড়িয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন মানসে শ্রীমন্দিরের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! ব্রাহ্মণগণ শ্রীচরণের চারিদিক বেষ্টন করিয়া কেহ পূজা করিতেছেন—কেহ শ্রীপাদপদ্মের প্রভাব বর্ণন করিতেছেন—কেহ বা পিতৃগণের উদ্ধার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিতেছেন। গন্ধ-পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কারে স্থানটী পরিপূর্ণ, চারিদিকেই পবিত্রতার পূর্ণাবির্ভাব বিরাজমান। আহা! যোগেশ্বর শঙ্কর যে শ্রীচরণ-কমল হৃদয়ে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, যে শ্রীচরণ কমলার জীবন সর্ব্বস্ব, যে শ্রীপাদপদ্ম হইতে ভুবন-পাবনী সুরধুনীর উৎপত্তি হইয়াছে—যে পদ-নখজ্যোতির লেশাভাস পাইবার জন্য কত যোগীঋষি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কঠোর সাধনা করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের সেই রাতুল শ্রীচরণ-কমল সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে ভক্তভাব শিখাইবার জন্য প্রেমাবেশে অধীর হইলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের এই প্রথম ভাবাবেশ, এই হইতেই প্রভুর ভক্ত-জীবনের প্রথম উন্মেষ। অদ্ভুত সাত্ত্বিক ভাবালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত হইয়া উঠিল। নয়নে দরদর অশ্রুধারা অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় বক্ষ প্লাবিয়া ধরণী অভিষিক্ত করিল। প্রভুর এই অমানুষী ভাবাবেশ দর্শন করিয়া দর্শকগণ একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহারা নিমেষহারা নয়নে প্রভুর সেই ভাব-ভূষিত শ্রীবদন-চন্দ্রমা দর্শন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, কৃষ্ণ-রস-রসিক পরম ভক্ত। তিনি সাত্ত্বিক ভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে মূর্চ্ছিতপ্রায় দর্শন করিয়া ধরিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সসম্ভ্রমে শ্রীপুরী গোস্বামীকে প্রণাম করিলে, শ্রীপাদ্ পুরীও তাঁহাকে পরমানন্দভরে আলিঙ্গন দান করিলেন।

তখন—

"দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে।
সিঞ্চিত হইলা মহানন্দ কুতূহলে ॥"

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শ্রীপুরী গোসাঞিকে বলিলেন,—

"গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহো যারে পিণ্ড দিয়ে তরে সেইজন ॥

তোমা দেখিলেই মাত্র কোটী পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হতে উদ্ধার' আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥ চৈঃ ভাঃ॥ ৮১॥

শ্রীপাদ! আপনার চরণ দর্শন করিয়া আমার গয়াযাত্রা সফল হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম। যেহেতু, সাধুসঙ্গ হইতেই সর্ব্ব তীর্থাধিক ফল লাভ হয়। যথা—

গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
য করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমোবরঃ॥ পদ্মপুরাণ।

যে ব্যক্তি গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থে স্নান করিতে ইচ্ছা করে এবং যে ব্যক্তি সৎসঙ্গাভিলাষী, এতদুভয়ের মধ্যে সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ।

তীর্থে পিণ্ড দান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হইলেও যাঁহার নামে পিণ্ড দান করা হয়, মাত্র তিনিই নিস্তার লাভ করেন. কিন্তু আপনার ন্যায় পরম ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ দর্শন মাত্রে কোটী পিতৃগণ সর্ব্ববন্ধন বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। কেন না, ভগবদ্ভক্তের ন্যায় পরম তীর্থ আর নাই। যথা—

যে ভজন্তি জগদ্‌যোনিং বাসুদেবং সনাতনং।
ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং রাজসত্তম॥ ইতিহাস সমুচ্চয়।

হে নৃপবর! যাঁহারা জগৎকারণ সনাতন বাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহাদের ন্যায় তীর্থ শ্রেষ্ঠ আর নাই।

এমন কি—

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ।
তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনং॥

সাধুগণ নিমেষ কি নিমেষার্দ্ধকালও যথায় অবস্থান করেন, তথায় সমস্ত কল্যাণ অবস্থিত এবং সেই স্থানই তীর্থ ও তপোবনস্বরূপ হয়।

তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবাবীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোঁকাং স্তত্তীর্থমধিকং ততঃ॥

অতএব এই সমস্ত মহাভাগ নিষ্পাপ বৈষ্ণবগণ অখিল লোক পবিত্র করেন, সুতরাং তাঁহারাই পরম তীর্থস্বরূপ।

সুতরাং—

যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থ সহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ॥ স্কন্দপুরাণ।

যাঁহাদের উপদেশ কিম্বা হরিসঙ্কীর্ত্তন রূপ বারি দ্বারা মানবগণ অসংখ্য অসংখ্য তীর্থ ও গঙ্গোদক বিনাও স্নাত হয়, তাঁহাদের পদামৃতের মাহাত্ম্য আর কি বর্ণন করিব।

অতএব আমি আপনার চরণে এই দেহ সমর্পণ করিলাম, আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন। শ্রীপাদ! আমাকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত রস পান করাইবেন, ইহাই আমার ভিক্ষা। বহুভাগ্যে আজ আমার দুর্লভ-দর্শন সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিয়াছে।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয়দর্শনম্॥ শ্রীভাঃ ১১ স্ক।

দেহিগণের মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ দুর্লভ, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণ ভক্তগণের দর্শন অতি দুর্লভ। তাই ধ্রুব শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করিয়াছেন—

ভক্তিংমুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণ মুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণ কথামৃতপানমত্তঃ॥

হে অনন্ত! আমি অপর কিছু প্রার্থনা করি না। যে সকল অমলাশয় মহাপুরুষেরা আপনার প্রতি নিরন্তর ভক্তি প্রদর্শন করেন, সেই সাধুগণের সঙ্গে যেন আমার প্রসঙ্গ হয়, তাঁহাদের সঙ্গ ঘটিলেই আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে এই বিঘ্ন-সঙ্কুল ভীষণ সংসার-সমুদ্রের পারে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

প্রভুর বিনয়-মধুর বাক্যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কহিলেন, "পণ্ডিত! আমি যে অবধি তোমাকে নদীয়ায় দর্শন করিয়াছি, সেই হইতে তুমি আমার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমাকে দর্শন করিয়া অনুক্ষণ পরমানন্দ সুখ লাভ

করিতেছি। বলিতে কি, তোমার দর্শনে যথার্থই আমার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।"

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর এই কথা শুনিয়া শ্রীশচীনন্দন হাসিয়া বলিলেন,—

"—মোর বড় ভাগ্য।" চৈঃ ভাঃ ॥ ৮২ ॥

অনন্তর শ্রীশচীনন্দন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিহিত তীর্থশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া স্বহস্তে হবিষান্ন পাক কবিতেছেন—পাক শেষ প্রায়, এমন সময়ে শ্রীপাদপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে আসন প্রদান করিলেন। তখন শ্রীপাদ পুরী রহস্য কবিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি ভাল সময়েই উপস্থিত হইয়াছি। আমিও ক্ষুধার্ত্ত, তোমারও অন্ন প্রস্তুত।"

ভক্তবৎসল শ্রীশচীনন্দন হাসিয়া কহিলেন,—

"—যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥ চৈঃ ভাঃ ॥৮৩॥

শ্রীপাদ! আপনি ভোজন করিবেন, আমার পরম সৌভাগ্য! অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই প্রস্তুত অন্ন ভিক্ষা করুন।

শ্রীপুরী গোসাঞি বলিলেন,—"তা'হলে তুমি কি খাইবে? বরং আইস, এই অন্ন দুইজনে ভাগ করিয়া আহার করি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সহাস্যে কহিলেন,—

" যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি॥" চৈঃ ভাঃ ॥ ৮৪ ॥

এই বলিয়া দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ অতি যত্নে শ্রীপুরীকে সমুদায় অন্ন ভোজন করাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আবার নিজের জন্য পাক করিয়া লইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীপাদ পুরীগোসাঞিকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। তাই শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যকে কিরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে হইবে, শ্রীগৌর ভগবান স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহা উদ্ধত-প্রকৃতি কলির জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট দর্শন করিয়া বলিলেন,—

"—কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর পুরীর যে গ্রামে অবতার॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৫॥

তার পর সেই স্থানের মৃত্তিকা স্বীয় বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া লইয়া ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন,—

"—ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবনধন প্রাণ॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৬॥

অনন্তর পুনশ্চ কহিলেন,—

"—গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৭॥

শ্রীপাদ পুরী গোসাঞির প্রতি এইরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরহরি গুরুভক্তির উচ্চ আদর্শ দেখাইলেন। আর একদিন শ্রীমহাপ্রভু পুরীগোসাঞিকে নিভৃতে পাইয়া, তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা ভিক্ষা চাহিলেন। শ্রীপুরী নবদ্বীপে প্রভুকে যখন প্রথম দর্শন করেন, তখন হইতেই তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে এই গয়াধামে শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন বলিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। তাই শ্রীপাদ পুরী কহিলেন,—"মন্ত্র কোন্ কথা? আমি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।" এই বলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি প্রভুকে দশাক্ষর মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। শ্রীশচীনন্দন স্বয়ং শ্রীভগবান হইলেও তিনি যখন জীব-নিস্তারের জন্য শিক্ষাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন লোকশিক্ষার্থ শাস্ত্রের মর্য্যাদা সংরক্ষণ একান্ত কর্ত্তব্য। তাই দয়াল প্রভু এইরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণ না করিলে—গুরু প্রণালী স্বীকার না করিলে আচার-বিরুদ্ধ কার্য্য হয়। যিনি জীবকে সদাচার শিখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার পবিত্র জীবনে কখন আচার-বিরুদ্ধতা দৃষ্ট হইতে পারে কি?—অসম্ভব!

দীক্ষান্তে প্রভু শ্রীপাদ পুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে ভক্তি-পুলকিত-চিত্তে কহিলেন,—

"—দেহ আমি দিলাও তোমারে।
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে॥
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।" চৈঃ ভাঃ ॥৮৮॥

প্রভুর ভক্তিমাখা মধুর বাক্যে শ্রীপাদ্ পুরী তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন—উভয়েই প্রেমাশ্রুনীরে অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে শ্রীপাদ্ পুরী পূর্ণকাম হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীপাদ্ পুরী গোসাঞির ইহাই শেষ দেখা।

ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশের সময় উপস্থিত হইল। একদিন শ্রীগয়াধামে নিভৃতে বসিয়া নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, ধ্যানানন্দে বাহ্যভাব প্রকাশিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণ রে বাপ রে ! মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা।" চৈঃ ভাঃ ॥৮৪॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বাৎসল্যভাবে এইরূপ সকরুণ আর্ত্তি, প্রকাশ করিতে করিতে প্রেমভক্তিরসে পরিপ্লুত হইলেন। তিনি কাতর কণ্ঠে—"কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ! ছাড়িয়া আমারে" বলিয়া পুনঃ পুন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিছু পূর্ব্বে যে প্রভু পরম গম্ভীর অথচ উদ্ধতের চূড়ামণি ছিলেন, আহা! সে প্রভুর আজ কি অপূর্ব্ব ভাবান্তর! তিনি প্রেমে অস্থির হইয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতেছেন—বাস্তবিকই যেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে সাঁতার দিতেছেন। শিষ্যগণ বহুযত্নে প্রভুকে সুস্থ করিলে প্রভু আবার বলিলেন—

"—তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥" চৈঃ ভাঃ ॥৮৫॥

প্রভুর এইরূপ প্রেমোন্মত্ত ভাব দর্শনে শিষ্যগণ যার-পর-নাই চিন্তান্বিত হইলেন। অনন্তর নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সকলে নিরাপদে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে নদীয়াবাসীমাত্রেই হর্ষ-প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।